



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
December 2020

01-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদের পুরুষার্থ করান, কিন্তু বাচ্চাদের কোন বিষয়ে খুব স্ট্রিক্ট থাকা উচিত ?

*উত্তর:- পুরানো দুনিয়াতে আগুন লাগার পূর্বে তৈরী হও, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে থাকো, বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়াতে খুব স্ট্রিক্ট থাকতে হবে। ফেল করলে চলবে না, যেমন অনেক স্টুডেন্ট পাস করতে পারে না, তখন অনুতাপ করে, তারা মনে করে আমাদের বছর বিফলে গেলো। অনেকে আবার বলে, না পড়লাম তো কি হলো - কিন্তু তোমাদের খুব স্ট্রিক্ট থাকতে হবে। টিচার যেন এমন না বলে যে --- টু লেট (খুব দেরী হয়ে গেলো)।

ওম শান্তি। আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মা রূপী সন্তানদের এই আধ্যাত্মিক পাঠশালায় নির্দেশ দেন বা এমন বলা হবে যে, বাচ্চাদের ড্রিল শেখান। তিনি কি বলেন? "মনমনাভব"। ওরা যেমন বলেন - 'অ্যাটেনশন প্লিজ'। বাবা বলেন - "মনমনাভব*"। এ যেন তোমরা প্রত্যেকেই নিজের উপর দয়া করো। বাবা বলেন - বাচ্চারা, মামেকম (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো, অশরীরী হয়ে যাও। এই আত্মিক ড্রিল আত্মাদের তাদের পিতাই শেখান। তিনি হলেন সুপ্রীম টিচার। তোমরা হলে নায়েব টিচার। তোমরাও সকলকে বলা, নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো, দেহী - অভিমানী ভব। মনমনাভবের অর্থও এই। তিনি বাচ্চাদের কল্যাণের জন্য নির্দেশ দেন। তিনি নিজে কারোর থেকেই শেখেননি। আর সব টিচার তো আগে নিজেরা শিখে তারপর শেখান। ইনি তো কোনো স্কুল ইত্যাদিতে পড়ে শেখেননি। ইনি কেবল শেখানই। তিনি বলেন - আমি তোমাদের মতো আত্মাদের আত্মিক ড্রিল শেখাই। ওরা সব দেহধারী বাচ্চাদের দেহের ড্রিল শেখায়। ওদের ড্রিল ইত্যাদিও শরীরের দ্বারাই করতে হয়। এখানে তো শরীরের কোনো কথাই নেই। বাবা বলেন যে - আমার কোনো শরীর নেই। আমি তো ড্রিল শেখাই, নির্দেশ দিই। তাঁর থেকে এই ড্রিল শেখার ড্রামার পার্ট নিয়ম অনুসারে লিপিবদ্ধ আছে। এই সেবা লিপিবদ্ধ করা আছে। তিনি এই ড্রিল শেখাতেই আসেন। তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এ তো খুবই সহজ। এই সিঁড়ির জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে নীচে নেমে এসেছো। বাবা এখন বলছেন - তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এমনভাবে আর কেউই তার অনুসরণকারী বা স্টুডেন্টদের বলবেন না যে - আত্মা রূপী সন্তানরা, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মাদের পিতা ছাড়া একথা কেউই বোঝাতে পারেন না। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। এই দুনিয়াই এখন তমোপ্রধান। আমরা সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করে তমোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়েছি। এখানে কেবল দুঃখই দুঃখ। বাবাকে বলা হয় দুঃখহর্তা, সুখকর্তা অর্থাৎ তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান একমাত্র বাবাই বানান। বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা অনেক সুখ দেখেছি। কিভাবে রাজস্ব করেছি, সেকথা স্মরণে নেই কিন্তু সেই এইম অবজেক্ট এখন সামনে। সে হলো ফুলের বাগান। এখন আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছি।

তোমরা এমন বলবে না যে, কিভাবে নিশ্চিত করবো। সংশয় যদি থাকে তাহলেই বিনশ্যস্তী। স্কুল থেকে কদম তুলে নিলেই পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। পদও বিনশ্যস্তী হয়ে যাবে। তখন অনেক ঘাটতি হয়ে যায়। প্রজাতেও তখন পদ কম হয়ে যাবে। মূল বিষয়ই হলো সতোপ্রধান পূজ্য দেবী - দেবতা হওয়া। এখন তো তোমরা দেবতা নয়, তাই না। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন বুঝতে পেরেছো। ব্রাহ্মণরা এসেই বাবার কাছে এই ড্রিল শেখে। অন্তরে অনেক খুশীও হয়। এই পার্ট তো ভালো লাগে, তাই না। ভগবান উবাচঃ হলো - যদিও ওরা কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, তবুও তোমরা বুঝতে পারো যে, কৃষ্ণ এই ড্রিল শেখান নি, এ তো বাবা শেখান। কৃষ্ণের আত্মা, যে ভিন্ন নাম রূপ ধারণ করে তমোপ্রধান হয়েছ, তাঁকেও তিনিই শেখান। তিনি নিজে শেখেন না, আর সকলেই কোথাও না কোথাও থেকে অবশ্যই শেখে। ইনি হলেন এই জ্ঞান শেখানো, আত্মাদের পিতা। তিনি তোমাদের শেখান, তোমরা আবার অন্যদেরও শেখাও। তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে পতিত হয়েছো, এখন আবার তোমাদের পবিত্র হতে হবে। এরজন্য তোমরা তোমাদের আত্মিক পিতাকে স্মরণ করো। ভক্তিমার্গে তোমরা এই গান গেয়ে এসেছো - হে পতিত পাবন, এখনো তোমরা কোথাও গিয়ে দেখো। তোমরা তো রাজস্বাসি, তাই না। তোমরা যেকোনো জায়গায় ঘুরতে - ফিরতে পারো। তোমাদের কোনো বন্ধন নেই। বাচ্চারা, তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে - অসীম জগতের পিতা এই সেবাতে এসেছেন। বাবা বাচ্চাদের থেকে এই পড়ার পারিশ্রমিক কিভাবে নেবেন।

টিচারের সন্তান যদি হয়, তাহলে তো ফ্রিতেই পড়াবেন, তাই না। ইনিও বিনামূল্যেই পড়ান। এমন মনে করো না যে, আমরা কিছু দিই। এখানে কোনো ফিস নেই। তোমরা কিছুই দাও না, এখানে তো তোমরা বিনিময়ে অনেককিছু নাও। মানুষ দান - পুণ্য করে, মনে করে, বিনিময়ে আমরা পরের জন্মে অনেককিছু পাবো। ওইসব অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ প্রাপ্ত হয়। যদিও পরের জন্মে পাওয়া যায়, কিন্তু তা অবতরণের জন্মে মেলে। তোমরা তো সিঁড়ি দিয়ে নেমেই এসেছো, তাই না। এখন তোমরা যা কিছুই করো, তা উত্তরণের কলাতে যাওয়ার জন্য। কর্মের ফল তো বলা হয়, তাই না। আত্মা তার কর্মের ফল পায়। এই লক্ষ্মী - নারায়ণও তো কর্মের ফলই পেয়েছে, তাই না। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের ফল পাওয়া যায়। ও পাওয়া যায় অপ্রত্যক্ষভাবে। এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ। এও এক বানানো ড্রামা। তোমরা জানো যে, আমরা আবার পরের কল্পে এসে বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো। বাবা বসে আমাদের জন্য স্কুল তৈরী করেন। ওই গভর্নমেন্টের হলো শরীরধারীদের স্কুল। যা তোমরা ভিন্ন - ভিন্ন প্রকারে অর্ধেক কল্প ধরে পড়ে এসেছো। বাবা এখন ২১ জন্মের জন্য সব দুঃখ দূর করার জন্য পড়াচ্ছেন। ওখানে তো হলো রাজস্ব। ওখানে নম্বরের ক্রমানুসারে তো আসেই। এখানেও যেমন রাজা - রানী, উজির, প্রজা ইত্যাদি সবাই নম্বরের ক্রমানুসারে আছে। এ হলো পুরানো দুনিয়াতে আর নতুন দুনিয়াতে খুব অল্পই থাকবে। ওখানে অনেক সুখ থাকবে, তোমরা এই বিশ্বের মালিক তৈরী হও। রাজা - মহারাজারা সবাই হয়ে চলে গেছে। তারা কতো খুশীতে থাকে। বাবা কিন্তু বলেন, ওদেরও আবার নীচে নামতেই হবে। সবাই তো নীচে নামে, তাই না। দেবতাদের কলাও ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। ওখানে কিন্তু রাবণ রাজ্য নেই তাই সুখই সুখ। এখানে হলো রাবণ রাজ্য। তোমরা যেমন উপরে ওঠো, তেমনি নেমেও যাও। আত্মা নাম রূপ ধারণ করতে করতে নীচে নেমে এসেছে। এই ড্রামার নিয়ম অনুসারে পূর্ব কল্পের মতো নীচে নেমে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কাম চিতায় বসলেই দুঃখ শুরু হয়ে যায়। এখন হলো অতি দুঃখ। ওখানে আবার অতি সুখ হবে। তোমরা হলে রাজশ্বশি। ওদের হলো হঠযোগ। তোমরা যে কাউকেই জিঞ্জেস করো, এই রচনার আদি - মধ্য, অন্তকে জানো কি? তখন তারা না বলে দেবে। যারা জানবে তারাই জিঞ্জেস করবে। নিজেই যদি না জানে, তাহলে কি জিঞ্জেস করবে? তোমরা জানো যে, শ্বশি - মুনি ইত্যাদি কেউই ত্রিকালদর্শী ছিলেন না। বাবা আমাদের ত্রিকালদর্শী তৈরী করছেন। এই বাবা, যিনি বিশ্বের মালিক ছিলেন, তাঁর এই জ্ঞান ছিলো না। এই জন্মেও ৬০ বছর পর্যন্ত এই জ্ঞান ছিলো না। বাবা যখন এসেছিলেন, তখন ধীরে ধীরে এই জ্ঞান শুনিয়েছিলেন। যদিও নিশ্চয়বুদ্ধির হয়ে যায়, তবুও মায়া অনেককেই নামিয়ে দিতে থাকে। নাম বলা যাবে না, তাহলে আশাহত হয়ে যাবে। খবর তো আসেই, তাই না। সঙ্গ খারাপ মনে হলো, নতুন বিয়ে করে তার সঙ্গ হলো, তখন চলে গেলো। বলে যে, আমরা বিয়ে না করে থাকতে পারবো না। খুব ভালো মহারথী, যে রোজ আসে, এখান থেকে অনেকবার ঘুরেও গেছে, তাকেও মায়া রূপী কুমীর এসে ধরে ফেলেছে। এমন অনেক ঘটনা হতে থাকে। এখানো বিয়ে করে নি এমনকে মায়া মুখে ঢুকিয়ে গিলে ফেলে। স্ত্রী রূপী মায়া আকর্ষণ করতে থাকে। কুমীরের মুখে এসে পড়েছে তারপর ধীরে ধীরে গিলে ফেলবে। কেউ আবার ভুল করে, আর তা দেখে ফেললে চলে যায়। মনে করে, আমি উপর থেকে একদম নীচে গর্তে পড়ে যাবো। তখন বলবে, বাচ্চা খুব ভালো ছিলো, এখন বেচারিা চলে গেলো। বিয়ের পাকা কথা হলো তো মরে গেলো। বাবা তো বাচ্চাদের সর্বদাই বলেন, বেঁচে থাকো। মায়ার আঘাত যেন কোথাও জোরে লেগে না যায়। শাস্ত্রেও তো এই কথা কিছুটা আছে, তাই না। এখনকার এই কথার পরবর্তীকালে গায়ন হবে। তাই তোমরা তো পুরুষার্থ করাও। এমন যেন না হয় যে, কোথাও মায়া রূপী কুমীর তোমাদের গিলে ফেলে। নানা দিক দিয়ে মায়া গ্রাস করে। মূল হলো কাম মহাশত্রু, এর থেকে খুব সাবধানে রক্ষা পেতে হবে। পতিত দুনিয়া কিভাবে পবিত্র দুনিয়া তৈরী হচ্ছে, তোমরা তা দেখছো। এখানে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কথাই নেই। কেবল নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। বাবাই হলেন পতিত পাবন। এ হলো যোগবল। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ খুব বিখ্যাত। মনে করা হয় যে, ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিলো। তাহলে অবশ্যই আর কোনো ধর্ম সেখানে থাকবে না। এ কতো সহজ কথা, কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বুঝতে পারো, সেই রাজ্য আবার স্থাপনা করার জন্য বাবা এসেছেন। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও শিববাবা এসেছিলেন। অবশ্যই তিনি এই জ্ঞান দিয়েছিলেন, যেমন এখন দিচ্ছেন। বাবা নিজেই বলেন, আমি কল্পে - কল্পে এই সঙ্গম যুগে সাধারণের শরীরে এসে রাজযোগ শেখাই। তোমরা হলে রাজশ্বশি। আগে এমন ছিলে না। যখন থেকে বাবা এসেছেন, তোমরা বাবার কাছেই আছো। তোমরা পড়াও করো, আবার সেবাও করো - স্কুল সেবা আর সূক্ষ্ম সেবা। ভক্তিমার্গেও সেবা করে আবার গৃহস্থ জীবনেরও দেখাশোনা করে। বাবা বলেন, ভক্তি এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন জ্ঞান শুরু হয়। আমি আসি জ্ঞানের দ্বারা সদগতি করাতে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, বাবা আমাদের পবিত্র বানাচ্ছেন। বাবা বলেন যে - ড্রামা অনুসারে আমি তোমাদের রাস্তা বলে দিতে এসেছি। টিচার আমাদের পড়ায়, লক্ষ্য সামনে। এ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু পড়া। পূর্ব কল্পেও যেমন বুদ্ধিয়েছিলেন, তাই এখন বোঝাতে থাকেন। ড্রামার টিক - টিক চলতেই থাকে। সেকেও বাই সেকেও যা পার হয়েছে, তা আবার পাঁচ হাজার বছর পরে রিপিট হবে। তাই অতীত হয়েছে যা পূর্ব কল্পেও অতীত হয়েছিলো। খুব অল্প

দিন বাকি আছে । ওরা লাখ বছর বলে দেয়, তার তুলনায় তোমরা বলবে, কিছু ঘণ্টা বাকি আছে । এও ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ । এখন যখন আগুন লেগে যাবে, তখন সবাই জাগবে । তখন তো টু লেট (খুব দেরী) হয়ে যায় । বাবা তাই পুরুষার্থ করতে থাকেন । তোমরা তৈরী হয়ে বসো । টিচারকে যেন এমন বলতে হয় না যে, টু লেট, যারা পাস করতে পারে না, তারা খুব অনুতাপ করে । তারা মনে করে, আমাদের বছর বিফলে চলে যাবে । কেউ কেউ আবার বলবে, না পড়লাম তো কি হলো ! বাচ্চারা, তোমাদের স্ট্রিক্ট থাকা উচিত । আমরা তো বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেবো, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এতে যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারো । এই হলো মুখ্য কথা । বাবা আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বলেছিলেন - মামেকম (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো । আমিই পতিত পাবন, আমিই সকলের বাবা । কৃষ্ণ তো সকলের বাবা নন । তোমরা শিবের, কৃষ্ণের পূজারীদের এই জ্ঞান শোনাতে পারো । আত্মা যদি পূজ্য না হয়, তাহলে তোমরা যতই মাথা ঠোকো, বুঝতে পারবে না । এখন নাস্তিক, সম্ভবত, পরের দিকে আস্তিক হয়ে যাবে । মনে করো, বিয়ে করে নীচে নেমে গেলো, তারপর এসে জ্ঞান শুনলো, কিন্তু তখন উত্তরাধিকার অনেক কম হয়ে যাবে, কেননা বুদ্ধিতে অন্যের কথা এসে বসেছে । তা বের করতে খুব মুশকিল হয় । প্রথমে স্ত্রীর কথা, তারপর বাচ্চাদের কথা মনে আসবে । বাচ্চাদের থেকেও স্ত্রী বেশী আকর্ষণ করবে । কেননা অনেক দিনের স্মৃতি, তাই না । বাচ্চারা তো পরে হয়, তারপর মিত্র - সম্বন্ধী, স্বশুরবাড়ীর কথাও মনে আসে । প্রথমে স্ত্রী, যে অনেক সময় সাথ দিয়েছে, এও এমন । তোমরা বলবে যে, আমরা দেবতাদের সঙ্গে অনেক সময় ছিলাম । এমন তো বলবে যে, শিববাবার সঙ্গে অনেকদিনের ভালোবাসা, যিনি পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও আমাদের পবিত্র বানিয়েছিলেন । তিনি কল্পে - কল্পে এসে আমাদের রক্ষা করেন, তাই তো তাঁকে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা বলা হয় । তোমাদের লাইন খুব স্বচ্ছ হতে হবে । বাবা বলেন যে, এই চোখে তোমরা যা কিছুই দেখো, তা কবরে চলে যায় । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । অমরলোক এখন আসছে । তোমরা এখন পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । এ হলো কল্যাণকারী পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । এই দুনিয়াতে দেখছো, কি কি হচ্ছে । বাবা এখন এসেছেন, পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হওয়ার সময় । এর পরের দিকে অনেকেই এই কথা খেয়াল করবে যে, অবশ্যই কেউ এসেছেন যিনি এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করছেন । এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই । তোমরাও কতো বুদ্ধিমান হয়েছো । এ হলো অনেক মন্বন করার মতো কথা । নিজেকে স্বাস ব্যর্থ করো না । তোমরা জানো যে, জ্ঞানের দ্বারা স্বাস সফল হয় । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মায়ার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সঙ্গ দোষ থেকে নিজেকে অনেক রক্ষা করতে হবে । নিজের লাইন স্বচ্ছ রাখতে হবে । স্বাস ব্যর্থ করবে না । জ্ঞানের দ্বারা সফল করতে হবে ।

২) যখনই সময় পাবে - যোগবল জমা করার জন্য আত্মিক ড্রিলের অভ্যাস করতে হবে । এখন কোনো নতুন বন্ধন তৈরী করো না ।

বরদানঃ:- বাবার ছত্রছায়ার নীচে অস্থির পরিস্থিতিতেও কমল পুষ্প সম পৃথক আর প্রিয় ভব সঙ্গমযুগে বাবা যখন সেবাধারী হয়ে আসেন, তখন ছত্রছায়ার রূপে সদা বাচ্চাদের সেবা করেন । স্মরণ করলেই সেকেণ্ডে সাথের অনুভব হয় । এই স্মরণের ছত্রছায়া যে কোনো নমনীয় পরিস্থিতিতে কমল পুষ্প সম পৃথক এবং প্রিয় বানিয়ে দেয় । তখন পরিশ্রম মনে হয় না । বাবাকে সামনে আনলে, স্ব - স্থিতিতে স্থিত হলে যে কোনো পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যায় ।

স্লোগানঃ:- কোনো বিষয় বা পরিস্থিতির পর্দা মাঝে আসতে না দিলে বাবার সাথের অনুভব হতে থাকবে ।

03-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চারা ডবল অহিংসক হবে তাদের কোন্ কথায় সতর্ক থাকতে হবে ?

*উত্তর:- ১. এমন কোনও কথা বলবে না যাতে কারো দুঃখ হয়, কারণ বাণী দ্বারা দুঃখ দেওয়াও হল হিংসা, এই বিষয়ে সতর্ক থাকবে। ২. আমরা দেবতায় পরিণত হব, তাই আচার ব্যবহার যেন খুব রয়্যাল থাকে। খাওয়া দাওয়া যেন খুব সাধারণ হয়, না খুব উঁচু, না খুব নীচু।

*গীত:- দুর্বলের সঙ্গে লড়াই বলবানের

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে বাবা প্রতিদিন প্রথমে বোঝান যে নিজেকে আত্মা ভেবে বসো এবং বাবাকে স্মরণ করো। বলা হয় অ্যাটেনশন প্লিজ ! অর্থাৎ বাবা বলেন অ্যাটেনশন দাও বাবার দিকে। বাবা হলেন খুব মিষ্টি, তাঁকে বলা হয় ভালোবাসার সাগর, জ্ঞানের সাগর। অতএব তোমাদেরকেও খুব প্রিয়, মিষ্টি হওয়া উচিত। মন-বাণী-কর্ম প্রতিটি কথায় তোমাদের খুশীতে থাকা উচিত। কাউকে দুঃখ দেবে না। বাবা কাউকে দুঃখ দেন না। বাবা এসেছেন সুখী করতে। তোমরাও কাউকে কোনোরকম দুঃখ দেবে না। কোনো এমন কর্ম করা উচিত নয়, মনেও কোনো সঙ্কল্প আসা উচিত নয়। কিন্তু এমন অবস্থা পরে হবে। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কিছু কিছু ভুল হতেই থাকে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করবে, অন্যকে আত্মা ভাই রূপে দেখবে, তখন আর কাউকে দুঃখ দেবে না। শরীরকে দেখবে না তো দুঃখও দেবে না। এতেই গুপ্ত পরিশ্রম আছে। এ হল সম্পূর্ণ রূপে বুদ্ধির কাজ। এখন তোমরা পরশ বুদ্ধি বা স্পর্শ বুদ্ধির হচ্ছে। তোমরা যখন স্পর্শ বুদ্ধির ছিলে তখন তোমরা অনেক সুখ দেখেছো। তোমরাই সুখধামের মালিক ছিলে, তাইনা। এটা হল দুঃখধাম। এই কথা তো খুব সিম্পল। ওই শান্তিধাম হল আমাদের সুইট হোম। তারপর ওইখান থেকে পাট প্লে করতে আসি, দুঃখের পাট প্লে করি বহু কাল, এখন সুখধাম যেতে হবে তাই একে অপরকে ভাই-ভাই ভাবতে হবে। আত্মা, আত্মাকে দুঃখ দিতে পারে না। নিজেকে আত্মা ভেবে আত্মার সঙ্গে কথা বলো। আত্মা ই আসনে বিরাজিত আছে। ইনিও হলেন শিববাবার রথ তাইনা। কন্যারা বলে - আমরা শিববাবার রথকে সাজাই, শিববাবার রথকে খাবার খাওয়াই। সুতরাং শিববাবা স্মরণে থাকেন। তিনি হলেন কল্যাণকারী পিতা। তিনি বলেন আমি ৫ ত্বয়ের কল্যাণ করি। সেখানে কোনো জিনিস কখনও দুঃখ দেয় না। এখানে তো কখনও ঝড় তুফান, কখনও ঠান্ডা, কখনও কিছু হতেই থাকে। সেখানে তো সর্বদা বসন্ত ঋতু থাকে। দুঃখের নাম নেই। নামই হল স্বর্গ, হেভেন। বাবা এসেছেন তোমাদের হেভেনের মালিক করতে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা, উঁচু থেকে উঁচু সুপ্রিম টিচারও তাই অবশ্যই উঁচু থেকে উঁচু বানাবেন তাইনা। তোমরা এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলে তাইনা। সে সব কথা ভুলে গেছো। এইসব কথা বাবা স্বয়ং বসে বোঝান। ঋষি-মুনি ইত্যাদির কাছে জিজ্ঞাসা করতে - রচয়িতা ও রচনার কথা, তখন তারা নেতি-নেতি বলে দিতো, যদিও তাদের কাছে জ্ঞান ছিল না ফলে পরম্পরা কীভাবে চলতে পারে। বাবা বলেন এই জ্ঞান আমিই প্রদান করি। তোমাদের সদগতি হয়ে গেলে তো এই জ্ঞানের দরকার নেই। দুর্গতি তো হয় না। সত্যযুগকে বলা হয় সদগতি। এখানে হল দুর্গতি। কিন্তু এই কথা কেউ জানেনা যে আমরা দুর্গতিতে আছি। বাবার জন্য গায়ন আছে লিবারেটর, গাইড, থিরাইয়া বা কান্ডারী। বিষয় সাগর থেকে সবার নৌকো পার করান, যার নাম ফ্লীর সাগর বলা হয়। বিষ্ণুকে ফ্লীর সাগরে দেখানো হয়। এইসব হল ভক্তি মার্গের গায়ন। বিশাল পুকুর, যেখানে বিষ্ণুর বিশাল চিত্র দেখানো হয়। বাবা বোঝান, তোমরাই সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করেছো। অনেক বার হেরেছো এবং জিতেছ। বাবা বলেন কাম হল মহাশত্রু, এই বিকারকে জিতলেই তোমরা জগৎজিত হবে, অতএব খুশী হয়ে এমন স্বরূপ ধারণ করা উচিত তাইনা। গৃহস্থে থাকলেও প্রবৃত্তি মার্গে থাকো, কিন্তু কমল পুষ্পের মতন পবিত্র থাকো। এখন তোমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। বোঝা তো যায় এ হল ফরেষ্ট অফ থর্নস (কাঁটার জঙ্গল) একে অপরকে খুব কষ্ট দেয়, হত্যা করে। অতএব বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বলেন তোমাদের সবার এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। ছোট-বড় সবার হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। তোমরা বাণী থেকে উর্ধ্ব যাওয়ার জন্য পড়াশোনা করো তাইনা। তোমরা এখন সদগুরু পেয়েছ। তিনি তো তোমাদেরকে বাণপ্রস্থে নিয়েই যাবেন। এটা হল ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ আছে না ! আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা বানাই। যারা পূজ্য রাজা ছিল তারাই পূজারী রাজায় পরিণত হয়। অতএব বাবা বলেন - বাচ্চারা, ভালো ভাবে পুরুষার্থ করো। দৈবী গুণ ধারণ করো। খাও, দাও। শ্রীনাথ দ্বারে গেলে ঘীষের প্রসাদ অনেক পাবে, ঘীষের কুয়ো বানানো আছে। কারা খায় তাহলে ? পূজারী গণ। শ্রীনাথ এবং জগন্নাথ দুইজনকে ই শ্যাম বর্ণ দেখানো হয়েছে। জগন্নাথের মন্দিরে দেবতাদের অপবিত্র চিত্র দেখানো হয়েছে, সেখানে অল্প হাঁড়িতে বানানো হয়। যা রন্ধন হয়ে গেলে ৪

ভাগে ভাগ হয়ে যায়। শুধুমাত্র চালের ভোগই দেওয়া হয়। কারণ এখন ভোজন তো সাধারণ, তাইনা। এইদিকে দরিদ্র আর ওইদিকে ধনী। এখন দেখো অনেক গরিব মানুষ আছে। খাবারই নেই। সত্যযুগে তো সব আছে। অতএব বাবা বসে আত্মাদেরকে বোঝান। শিববাবা হলেন খুব মিষ্টি। তিনি তো হলেন নিরাকার, আত্মাকেই তো ভালোবাসে তাইনা। আত্মাকেই ডাকা হয়। শরীর তো পুড়ে যায়। আত্মাকে ডাকা হয়, জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করা হয়, প্রমাণ হয় যে আত্মার অন্ধকার আছে। আত্মা হলই দেহ হীন, তাহলে অন্ধকার ইত্যাদি কীভাবে হবে। সেখানে এমন কথা নেই। এই সব হল ভক্তি মার্গ। বাবা কত ভালো করে বুঝিয়ে দেন। জ্ঞান খুব মিষ্টি। এইখানে চোখ খুলে বুঝতে হয়। বাবাকে তো দেখবে, তাই না ! তোমরা জানো শিববাবা এইখানে বিরাজিত আছেন তাই চোখ খুলে বসে উচিত। অসীম জগতের পিতাকে তো দেখা উচিত। পূর্বে কন্যারা বাবাকে দেখা মাত্রই ধ্যান মগ্ন হয়ে যেত, নিজেরা বসে বসেই ধ্যান মগ্ন হয়ে যেত। চোখ বন্ধ করে ছুটতে থাকতো তারা। আশ্চর্য ! তাইনা। বাবা বোঝাতে থাকেন একে অপরকে যখন দেখো তখন নিশ্চয় করো যে - আমরা ভাইয়ের (আত্মা রূপী) সঙ্গে কথা বলি, ভাইকে বোঝাই। তোমরা অসীম জগতের পিতার আদেশ মানবে না ? তোমরা এই শেষ জন্ম পবিত্র থাকলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। বাবা অনেককেই বোঝান। কেউ তো চট করে বলে দেয় বাবা আমরা নিশ্চয়ই পবিত্র হবো। পবিত্র থাকা তো ভালো কথা। কুমারীরা হল পবিত্র, তাই সবাই তার সামনে মাথা নত করে। বিবাহের পরে পূজারী হয়ে যায়। সবার সামনে মাথা নত করতে হয়। সুতরাং পবিত্রতা ভালো, তাইনা। পবিত্রতা থাকলে পীস প্রস্ফারিটি থাকে। সমস্ত কিছু নির্ভর করে পবিত্রতার উপরে। ডাকাও হয় - হে পতিত-পাবন এসো। পবিত্র দুনিয়ায় রাবণ থাকে না। ওটা হল রামরাজ্য, সবাই ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকে। ধর্মের রাজ্যে রাবণ আসবে কীভাবে। রামায়ণ ইত্যাদি মানুষ খুব ভালোবেসে বসে শোনায়। এই সব হল ভক্তি। অতএব কন্যারা সাক্ষাৎকারে ডাক্ষ করতে থাকে। সত্যের নৌকোর গায়ন আছে - দুলবে কিন্তু ডুবে যাবে না। অন্য কোনও সংসঙ্গে যেতে বাঁধা দেওয়া হয় না কিন্তু এখানে যাওয়ার সময় বারণ করা হয়। বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করেন। তোমরা হলে বি.কে.। ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই হতে হবে। বাবা হলেন স্বর্গের স্থাপনা কার, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই স্বর্গের মালিক হবো। আমরা এই নরকে পড়ে আছি কেন। এখন বোধ এসেছে যে পূর্বে আমরা পূজারী ছিলাম, এখন পুনরায় পূজ্য হই ২১ জন্মের জন্য। ৬৩ জন্ম পূজারী ছিলাম, এখন পুনরায় আমরা পূজ্য, স্বর্গের মালিক হবো। এটা হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার নলেজ। ভগবান উবাচঃ আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাই। পতিত রাজারা পবিত্র রাজাদের নমন বন্দন (পূজা) করে। প্রত্যেক মহারাজার মহলে মন্দির নিশ্চয়ই থাকবে। তাও রাধা-কৃষ্ণের বা লক্ষ্মী-নারায়ণের বা রাম-সীতার। আজকাল তো গণেশ, হনুমান ইত্যাদির মন্দিরও বানানো হয়। ভক্তি মার্গে কতখানি অন্ধশ্রদ্ধা রয়েছে। এখন তোমরা বুঝেছো আমরা রাজত্ব করেছি পরে বাম মার্গে গিয়ে পতন ঘটে, কথাটি সঠিক, এখন বাবা বোঝান তোমাদের এটা হল অন্তিম জন্ম। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা প্রথমে তোমরা স্বর্গে ছিলে। পরে নীচে নামতে নামতে একবারে পতিত হয়েছো। তোমরা বলবে আমরা খুব উঁচুতে ছিলাম পুনরায় বাবা আমাদের উঁচুতে স্থান দিচ্ছেন। আমরা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে পড়াশোনা করে থাকি। একেই বলা হয় ওয়ার্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট।

বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করি। সম্পূর্ণ বিশ্বে তোমাদের রাজ্য হবে। গানেও আছে না - বাবা আপনি এমন রাজত্ব প্রদান করেন যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এখন তো কত পার্টিশন, ভাগাভাগি আছে। জল নিয়ে, জমি নিয়ে ঝগড়া চলতেই থাকে। নিজের নিজের স্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে। না করলে ইয়ং ছেলেরা পাথর মারতে শুরু করে। তারা ভাবে এই নতুন জেনারেশন বীর বাহাদুর হয়ে ভারতের রক্ষা করবে। তাই নিজের বীরত্ব দেখায়। দুনিয়ার অবস্থা দেখো কেমন হয়েছে। এই হল রাবণ রাজ্য তাইনা।

বাবা বলেন এই হল অসুর সম্প্রদায়। তোমরা এখন দৈবী সম্প্রদায় হচ্ছে। দেবতা এবং অসুরদের তাহলে যুদ্ধ হবে কীভাবে। তোমরা তো ডবল অহিংসক হচ্ছে। তারা হল ডবল অহিংসক। দেবী-দেবতাদের ডবল অহিংসক বলা হয়। অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্ম বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন - কাউকে বাণী দ্বারা দুঃখ দেওয়াও হল হিংসা। তোমরা দেবতা হও, তাই প্রতিটি কথায় রয়্যালটি হওয়া উচিত। খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সাধারণ রাখবে, না খুব উঁচু, না খুব হালকা। একরস রাখবে। রাজা রাজরারা খুব কম কথা বলে। রাজার প্রতি প্রজার ভালোবাসাও অনেক থাকে। এখানে তো দেখো কি হচ্ছে। কত আন্দোলন হচ্ছে। বাবা বলেন যখন এমন অবস্থা হয় তখন আমি এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করি। গভর্নমেন্ট চায় - সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাক। যদিও সবাই তো হল ব্রাদার্স কিন্তু এটা তো খেলা, তাইনা। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা কোনও চিন্তা কোরোনা। এখন আনাজের মাত্রা কম। সেখানে তো আনাজ এত হয়ে যাবে, বিনে পয়সায় যত চাইবে তত পাবে। এখন সেই দৈবী রাজধানী স্থাপন করছি। আমরা হেল্থও এমন তৈরি করি যে কখনো রোগ হবেই না, গ্যারান্টি। ক্যারেক্টারও আমরা এই দেবতাদের বানাই। যেমন মিনিস্টার হবে তাকে এমন ভাবে বোঝাতে পারো। যুক্তি

দিয়ে বোঝানো উচিত। ওপিনিয়ন তারা ভালো লেখে। কিন্তু তোমরাও তো বোঝো। তখন বলে সময় নেই। তোমরা বড় লোকেরা কিছু আওয়াজ করলে গরিবদের কল্যাণ হবে।

বাবা বোঝান এখন সবার মাথার উপরে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে। আজ-কাল করতে করতে কাল খেয়ে নেবে। তোমরা কুস্কর্ণ হয়ে গেছ। বাচ্চাদেরকে বোঝাতে খুব ভালো লাগে। বাবা স্বয়ং এই চিত্র ইত্যাদি তৈরি করেছেন। ব্রহ্মাবাবার তো এত জ্ঞান ছিল না। তোমরা উত্তরাধিকার লৌকিক ও পারলৌকিক পিতার কাছে প্রাপ্ত করো। অলৌকিক পিতার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। আমিও পড়ি, উত্তরাধিকার হল এক পার্থিব জগতের, দ্বিতীয় অসীম জগতের পিতার। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কি উত্তরাধিকার দেবেন! বাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো। ইনি তো হলেন রথ। রথ-কে তো স্মরণ করবে না। উঁচু থেকে উঁচু ভগবানকে বলা হয়। বাবা বসে আত্মাদেরকে বোঝান। আত্মাই তো সব কিছু করে, তাইনা। এক খোলস ত্যাগ করে অন্য ধারণ করে। সর্পের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। ভ্রমরিও হলে তোমরা। জ্ঞানের কথা ভুঁ-ভুঁ করো। জ্ঞান শোনাতে শোনাতে তোমরা সবাইকে বিশ্বের মালিক করতে পারো। বাবা যে তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক করেন এমন বাবাকে স্মরণ কেন করবে না। এখন বাবা এসেছেন তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা-ই উচিত। এমন কেন বলা যে সময় নেই। ভালো ভালো বাচ্চারা সেকেন্ডে বুঝে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন - মানুষ লক্ষ্মীর পূজা করে, এবারে লক্ষ্মীর কাছে কি প্রাপ্ত হয় বা অস্বার কাছে কি প্রাপ্ত হয়? লক্ষ্মী তো হলেন স্বর্গের দেবী। লক্ষ্মীর কাছে অর্থ ভিক্ষা করে। অস্বা তো বিশ্বের মালিক করেন। সর্ব মনস্কামনা পূর্ণ করেন। শ্রীমতের দ্বারা সর্ব মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাতে কোনো ভুল না হয় তার জন্য 'আমি আত্মা', এই স্মৃতি পাকা করতে হবে। শরীরকে দেখবে না। এক পিতার প্রতি অ্যাটেনশন দিতে হবে।

২) এখন হল বাণপ্রস্থের সময়, তাই বাণীর উর্ধ্বে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে, পবিত্র নিশ্চয়ই থাকতে হবে। বুদ্ধিতে যেন থাকে - সত্যের নৌকো দুলবে, কিন্তু ডুবে যাবে না ... তাই বিপ্লব দেখে ভয় পাবে না।

বরদান:- অহম্ (অহংকার) এবং সংশয়কে সমাপ্ত করে রহমদিল অর্থাৎ দয়ালু মনের অধিকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব কোনও আত্মা যেমনই হোক, অবগুণ যুক্ত, কঠিন সংস্কার যুক্ত, স্বল্প বুদ্ধির, সদা গ্লানি করে, কিন্তু যারা দয়ালু মনের অধিকারী, বিশ্ব কল্যাণকারী বাচ্চা, তারা সর্ব আত্মাদের প্রতি ল'ফুল থাকার সঙ্গে লাভফুল হয়ে থাকবে। কখনও এই সংশয়ে আসবে না যে এই আত্মা তো কখনও পরিবর্তন হবে না, এই আত্মা তো এমনই... বা এই আত্মা কিছু করতে পারে না। আমি-ই সব কিছু, বাকিরা কিছু নয়। এইরকমের অহংকার এবং সংশয়কে ত্যাগ করে, দুর্বলতা বা অবগুণ জানা সত্ত্বেও ক্ষমা করতে সক্ষম এমন দয়ালু মনের বাচ্চারাই বিশ্ব কল্যাণের সেবায় সফল হয়।

স্লোগান:- যেখানে ব্রাহ্মণদের তন-মন-ধনের সহযোগ আছে সেখানে সফলতা সাথেই আছে।

04-12-2020 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন: - কোন্ বাচ্চাদের দেখে অসীম জগতের পিতা খুব খুশি হন ?

*উত্তর: - — যে বাচ্চারা সার্ভিসের জন্য সবসময় তৎপর থাকে, অলৌকিক এবং পারলৌকিক দু'জন পিতাকেই ফলো করে, জ্ঞান যোগ দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করে, পতিতকে পবিত্র করে তোলার সেবা করে, এমন বাচ্চাদের দেখে অসীম জগতের বাবা খুব খুশি হয়ে ওঠেন। বাবা চান আমার বাচ্চারা পরিশ্রম করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করুক।

ওম্ শান্তি। আত্মিক বাবা আত্মা রূপী সন্তানদের বলেন — মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা। যেমন লৌকিক পিতার বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ থাকে তেমনই অসীম জগতের পিতারও অসীম জগতের বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ থাকে। একজন পিতা বাচ্চাদের শিক্ষা দেন এবং তাদের সতর্ক করে দেন যাতে তারা উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। এটাই বাবার চাওয়া থাকে। তেমনই অসীম জগতের বাবারও এই ইচ্ছা তাঁর সন্তানদের প্রতি থাকে। বাচ্চাদের জ্ঞান আর যোগের অলঙ্কার দিয়ে তিনি তাদের অলঙ্কৃত করেন। তোমাদের দুই বাবাই যথার্থ রীতিতে অলঙ্কৃত করে তোলেন যাতে বাচ্চারা উচ্চ পদ পেতে পারে। অলৌকিক বাবাও খুশি হন, পারলৌকিক বাবাও খুশি হন, যারা প্রকৃত রূপে পুরুষার্থ করে। তাদের জন্য গাওয়াও হয়ে থাকে ফলো ফাদার। সুতরাং দু'জনকেই অনুসরণ করতে হবে। একজন হলেন আত্মিক পিতা, দ্বিতীয় জন অলৌকিক ফাদার। সুতরাং পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ পেতে হবে।

তোমরা যখন ভাঙিতে ছিলে তখন সবার তাজ (মুকুট) সমেত ফটো বেড়িয়েছিল। বাবা বুঝিয়েছেন তাজ কখনও লাইটের হয় না। ওটা হলো পবিত্রতার প্রতীক, যা সবাইকে দেওয়া হয়। এমনটা নয় যে সাদা লাইটের কোনও তাজ হয়, ওটা পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে বোঝান হয়। সর্বপ্রথম সত্যযুগে তোমরাই থাকো। তোমরাই ছিলে, তাইনা! বাবা বলেন, আত্মা আর পরমাত্মা বহুকাল আলাদা ছিল...তোমরা বাচ্চারা প্রথমে আসো তারপর তোমাদেরই আবার প্রথমে ফিরে আসতে হয়। মুক্তিধামের গেটও তোমাদের খুলতে হবে। বাবা তোমাদের সুসজ্জিত করে তোলেন। একজন মা বাবার বাড়িতে থেকেও সরলতার সাথে জীবন যাপন করে। এই সময় তোমাদেরও খুব সাধারণ হতে হবে, বেশিও নয়, কমও নয়। বাবাও বলেন, আমি এসে সাধারণ শরীরেই প্রবেশ করি। কোনও দেহধারীকে ভগবান বলা যায় না। মানুষ, মানুষকে সঙ্গতি দিতে পারে না। সঙ্গতি দিতে পারেন গুরু। মানুষ ৬০ বছর বয়সের পর বাণপ্রস্থ নেয় এবং গুরুর শরণাপন্ন হয়। এই নিয়ম এই সময়ের জন্য, যা পরে ভক্তি মার্গে চলতে থাকে। আজকাল তো ছোট-ছোট বাচ্চাদেরও গুরু করিয়ে দেওয়া হয়, যদিও তাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা নয় কিন্তু হঠাত্ মৃত্যুও হয়ে যায়, তাইনা! সেইজন্যই বাচ্চাদের গুরু করিয়ে দেওয়া হয়। বাবা বলেন তোমরা সবাই আত্মা, একজনই আছেন যিনি অবিনাশী উত্তরাধিকারী দিয়ে থাকেন। ওরা বলে গুরু বিনা পার পাওয়া যায় না অর্থাৎ ব্রহ্মতে লীন হওয়া যায় না। তোমাদের তো লীন হতে হবে না। এসবই হলো ভক্তি মার্গের কথা। আত্মা তো নক্ষত্রের মতো বিন্দু। বাবাও বিন্দু। ঐ বিন্দুকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তোমরাও ছোট আত্মা, যার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা থাকে। তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত করে থাকো। পাস উইদ অনার হও তাইনা! এমন নয় যে শিবলিঙ্গ বড়ো হয়। আত্মা যেমন, পরমাত্মাও ঠিক তাই। আত্মা পরমধাম থেকে আসে তাদের ভূমিকা পালন করতে। বাবা বলেন আমিও ওখান থেকেই আসি। কিন্তু আমার নিজস্ব শরীর নেই। আমিই রূপ, আমিই বসন্ত। পরম আত্মা রূপ, ওনার মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরপুর। তিনি যখন জ্ঞানের ঋণা প্রবাহিত করেন তখন সমস্ত মানুষ পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হয়ে যায়। বাবা গতি সঙ্গতি দুই-ই দিয়ে থাকেন। তোমরা সঙ্গতি পাও বাকিরা গতি পায় অর্থাৎ নিজ ঘরে ফিরে যায়। ওটা হলো সুইট হোম। আত্মারা কান দিয়ে শোনে। বাবা বলছেন মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পবিত্রতা ছাড়া কেউ-ই ফিরে যেতে পারে না। আমি সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। আত্মাদের বলা হয় শিবের বরযাত্রী। শিববাবা এখন শিবালয় স্থাপন করছেন। তারপর রাবণ এসে বেশ্যালয় করে তুলবে। বাম মার্গকে বেশ্যালয় বলা হয়। বাবার কাছে এমন অসংখ্য বাচ্চা আছে যারা বিবাহ করেও পবিত্র থাকে। সন্ন্যাসীরা তো বলে - এমন হতেই পারে না, যে দু'জন একত্রে এভাবে থাকতে পারে। বোঝান হয় এতে আমদানি অনেক হয়। পবিত্র থাকলে ২১ জন্মের জন্য রাজধানী পাওয়া যায় সুতরাং এক জন্ম পবিত্র থাকা এমন কিছু বড়ো ব্যাপার নয়। বাবা বলেন তোমরা কাম বাসনার চিতায় বসে সম্পূর্ণ কালো হয়ে গেছ, কৃষ্ণ সম্পর্কেও বলা হয় গৌর এবং শ্যাম। শ্যাম সুন্দর। এই ব্যাখ্যা এই

সময়ের জন্য। কাম চিতায় বসে আত্মা কুশী হয়ে গেছে, তারপর তাকে গাঁয়ের ছোরাও বলা হয়। প্রকৃতপক্ষেই তো সে ছিল না ! কৃষ্ণ তো হতে পারে না। তার তো অনেক জন্মের অন্তিমে এসে বাবা তার মধ্যে প্রবেশ করেন তাকে সুন্দর করে তোলেন। তোমাদেরও এখন এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা তুমি কত মিষ্টি, কত মিষ্টি অবিনাশী উত্তরাধিকার দিচ্ছ, আমাদের মানুষ থেকে দেবতা, মন্দিরের যোগ্য করে তুলছো। নিজের সাথে এমনই সব বাক্যলাপ করতে হবে। মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

ভক্তি মার্গে তোমরা প্রিয়তমকে (মাশুককে) কত স্মরণ করেছ। এখন বাবা এসে তোমাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। বাবা তুমি কত মিষ্টি, কেন আমরা তোমাকে স্মরণ করব না। তোমাকে প্রেমের সাগর, শান্তির সাগর বলা হয়, তুমিই এসে উত্তরাধিকার দাও। প্রেরণা দ্বারা কিছুই প্রাপ্ত করা যায় না। বাবা তো সামনে এসে বাচ্চারা তোমাদের পড়ান। এটা তো পাঠশালা, তাই না ! বাবা বলেন আমি তোমাদের রাজারও রাজা করে তুলি। এ হলো রাজযোগ। তোমরা এখন মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন সম্পর্কে জেনেছ। এতো ছোট আত্মা কত রকম ভূমিকা পালন করে। ভূমিকাও পূর্ব নির্ধারিত। একে বলে অনাদি অবিনাশী ওয়ার্ল্ড ড্রামা। ড্রামা চলতেই থাকে। এতে সংশয়ের কোনও প্রশ্নই নেই। বাবা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন, তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র ঘুরতে থাকে, এর ফলে তোমাদের পাপ কেটে যায়। কৃষ্ণ কখনও স্বদর্শন চক্র ব্যবহার করে হিংসার আশ্রয় নেয় না। ওখানে (সত্য যুগে) না লড়াইয়ের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে, না কাম বাসনার। ওখানে সবাই ডবল অহিংসক। এই সময় তোমাদের ৫ বিকারের সাথে যুদ্ধ চলে। অন্য কোনও যুদ্ধের বিষয় নেই। বাবা হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর। উচ্চ থেকে উচ্চতর লক্ষ্মী-নারায়ণ। এদের মতো উচ্চ হতে হবে। যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। কল্পে-কল্পে তোমাদের এই পড়াশোনাই থাকবে। এখন ভালো ভাবে পুরুষার্থ করলে কল্পে-কল্পেও তাই করবে। শারীরিক অধ্যয়নের দ্বারাও এতো উচ্চ মর্যাদা লাভ হয়না যতটা হয় রূহানী অধ্যয়ন দ্বারা। উচ্চ থেকে উচ্চতর হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ। এরাও মানুষ কিন্তু দৈবীগুণ ধারণ করে বলে এদের দেবতা বলা হয়। ৮-১০ ভূজধারী কেউ হয়না। ভক্তি মার্গে যখন সাক্ষাত্কার হয় তখন কাঁদে, দুঃখে পড়ে অনেক অশ্রু ঝড়ায়। বাবা বলেন চোখে জল এলে অসফল হবে। আত্মা শরীর ত্যাগ করলেও হালুয়া খাও...। আজকাল তো বস্ত্রোত্তেও কেউ রোগগ্রস্ত হলে বা শরীর ত্যাগ করলে বি.কে.দেব ডাকা হয় শান্তি প্রদান করার জন্য। তোমরা ওদের বুঝিয়ে বলে থাকো যে, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করেছে, এতে তোমাদের কিছু যায় আসে না। কান্নাকাটি করে কি লাভ হবে। ওরা বলে একে কাল খেয়েছে...এমন কোনো ব্যাপার নেই। আত্মা নিজেই শরীর ত্যাগ করে চলে যায়। নিজের সময় মতো শরীর ত্যাগ করে চলে যায়। কাল (মৃত্যু) কোনও বস্তু নয়। সত্যযুগে গর্ভও প্রাসাদের মতো। শাস্তির প্রশ্নই নেই। ওখানে তোমাদের কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। ওখানে মায়া নেই যে বিকর্ম হবে। তোমরা বিকর্মাভীত হয়ে ওঠো। সর্বপ্রথম বিকর্মাভীতের সম্বৎ (বর্ষ) চলে (যারা বিকর্মের উপর জয়লাভ করেছে)। তারপর শুরু হয় ভক্তি মার্গ এবং রাজা বিক্রমের শাসন শুরু হয়। এই সময় যে পাপ কর তার উপর তোমরা বিজয় অর্জন করে থাকো, নাম হয় বিকর্মাভীত (পাপ কর্মের ওপর বিজয়ী হিসেবে দেওয়া হয়)। তারপর দ্বাপরে রাজা বিক্রম, শুরু হয় পাপ। যদি সূঁচে মরচে ধরে তবে চুস্ক টানতে পারবে না। পাপের মরচে যত উঠতে থাকবে ততই চুস্ক (তোমাদের) সূঁচকে টানতে সক্ষম হবে। বাবা তো সম্পূর্ণ পবিত্র, তোমাদেরও যোগবল দ্বারা পবিত্র করে তোলেন। যেমন লৌকিক বাবাও বাচ্চাদের দেখে খুশি হয়ে ওঠে, তাইনা। অসীম জগতের বাবাও বাচ্চাদের সার্ভিস দেখে খুশি হন। বাচ্চারা যথেষ্ট পরিশ্রম করে। সার্ভিসের জন্য সবসময় এভার রেডি হওয়া উচিত। বাচ্চারা তোমরা হলে পতিতদের পবিত্র করে তোলার ঈশ্বরীয় যোদ্ধা। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, অসীম জগতের বাবা আছেন আর তোমরা সবাই ভাই-বোন। আর কোনো সম্বন্ধ নেই।

মুক্তিধামে বাবা আর তোমরা আত্মারা হলে ভাই-ভাই, তারপর তোমরা সত্যযুগে যাও সেখানে এক পুত্র, এক কন্যা। এখানে তো অনেক সম্বন্ধ— কাকা, মামা ইত্যাদি। মূলবতন হলো সুইট হোম, মুক্তিধাম। ওখানে যাওয়ার জন্য মানুষ কত যন্ত্র, তপ ইত্যাদি করে থাকে কিন্তু ফিরে যেতে পারে না। অনেক গালগল্প করে। সবার সঙ্গতি দাতা একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই। তোমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছ। কলিযুগে অগুণতি মানুষ। সত্যযুগে অল্প সংখ্যক মানুষ। প্রথমে স্থাপনা হয় এবং তারপর বিনাশ। এখন অনেক ধর্ম হওয়ার কারণে কত হাঙ্গামা হয়ে থাকে। তোমরা ১০০% নির্বিকারী ছিলে তারপর ৮৪ জন্মের পর ১০০% বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছ। এখন বাবা এসে সবাইকে জাগিয়ে তুলছেন। বলছেন জাগো, সত্যযুগ আসছে। যিনি সত্য সেই বাবাই তোমাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেন। ভারত সত্য খন্ডে পরিণত হয়। বাবা এসে সত্য খন্ড নির্মাণ করেন। মিথ্যা খন্ড কে তৈরি করে? ৫ বিকার রূপী রাবণ। রাবণের কত বিশাল কুশপুতলিকা তৈরি করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় কেননা এই হলো নশ্বর ওয়ান সবচেয়ে বড় শত্রু। মানুষের তো জানা নেই কবে থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিল। বাবা বোঝান অর্ধকল্প হলো রাম রাজ্য, অর্ধকল্প রাবণ রাজ্য। রাবণ কোনও মানুষ নয় যাকে মারা

হয়। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণ রাজ্য, বাবা এসে রাম রাজ্য স্থাপনা করেন, তারপর জয় জয়কার শুরু হয়। সত্যযুগে সবসময় খুশি বিরাজ করে, ওটা হলো সুখধাম। এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। বাবা বলেন এই পুরুষার্থ দ্বারা তোমরা এই(দেবতা) হতে চলেছ। তোমাদের চিত্ত তৈরি করা হয়েছিল, অনেকেই এসেছিল, তারপর শুনন্তি (শুনল), কহন্তি (অন্যদেরকে জ্ঞান শোনালা) তারপর ভাগন্তি (চলেও গেল)। বাবা এসে অত্যন্ত স্নেহের সাথে তোমাদের সব বুঝিয়ে বলেন। বাবা, টিচার তোমাদের ভালোবাসেন, গুরুও ভালোবাসেন। সঙ্গুর নিন্দুকেরা কোথাও ঠাঁই পায় না। তোমাদের এইম অবজেক্ট সামনে রয়েছে (লক্ষ্মী-নারায়ণ)। ঐ গুরুদের তো কোনো এইম অবজেক্ট নেই। ওটা কোনও পড়াশোনা নয়। এটা হলো পড়াশোনা। একে বলে ইউনিভার্সিটি কাম হাসপাতাল, যেখানে তোমরা এভার হেল্‌দী, ওয়েল্‌দী হয়ে ওঠো। এখানে সব মিথ্যা, গাওয়াও হয়ে থাকে মিথ্যা মায়া সত্যযুগ হলো সত্য খন্ড। ওখানে হীরে জহরতের মহল। সোমনাথ মন্দির ভক্তি মার্গে তৈরি হয়েছে। কত ধন সম্পদ ছিল যা মুসলমানরা এসে লুট করে নিয়ে গেছে। বড়ো-বড়ো মসজিদ তৈরি করেছে। বাবা এসে তোমাদের সীমাহীন সম্পদ দেন। শুরু থেকেই তোমাদের সব সাক্ষাত্কার হয়ে আসছে। বাবা হলেন আল্লাহ্‌ অবলদীন। তিনিই প্রথম দৈবী ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। যে ধর্ম নেই আবার তার স্থাপনা হয়। সবাই জানে প্রাচীন সত্যযুগে এদেরই রাজ্য ছিল, তাদের উপর কেউ ছিল না। দৈবী রাজ্যকেই স্বর্গ বলা হয়। তোমরা এখন জানো তারপর অন্যদেরও বলতে হবে। সবাইকে জানাতে হবে যাতে কেউ দোষারোপ না করতে পারে যে আমরা জানিনা। তোমরা সবাইকে বল তারপরও বাবাকে ছেড়ে চলে যাও। এই হিস্তি অবশ্যই রিপটি হবে। বাবার কাছে এলে বাবা জিজ্ঞেস করেন — আগে কখনও মিলিত হয়েছ? বলে থাকে হ্যাঁ বাবা ৫হাজার বছর আগেও মিলিত হতে এসেছিলাম। অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে এসেছিলাম। কেউ এসে শোনে, কারো যখন

সাক্ষাত্কার হয় ব্রহ্মার তখন সেইসব স্মরণে আসে। বলে থাকে আমরা তো এই রূপ দেখেছিলাম। বাবাও বাচ্চাদের দেখে খুশি হন। অবিনাশী রক্ত দ্বারা তোমাদের ঝুলি ভর্তি করতে হবে তাইনা। এ হলো ঐশ্বরীয় পড়াশোনা। ৭ দিনের কোর্স করে তারপর যেখানেই থাকো না কেন মুরলীর আধারে চলতে পার, ৭ দিনে এতোটাই বোঝান হবে যে তারপর মুরলীও বুঝতে পারবে। বাবা তো বাচ্চাদের সব রহস্য যথার্থ রীতিতে বুঝিয়ে থাকেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে পাপকে ভস্ম করতে হবে, আধ্যাত্মিক পঠন-পাঠনের দ্বারা নিজের পদ শ্রেষ্ঠ করে তুলতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই কাল্পনিক করা উচিত নয়।

২) এখন হল বাণপ্রস্থ অবস্থায় থাকার সময়, সেইজন্য অতি সাধারণ অবস্থায় থাকতে হবে। না খুব বেশি, না অনেক কম। ফিরে যাওয়ার জন্য আত্মাকে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে।

বরদান:- — মনন শক্তির দ্বারা বুদ্ধিকে শক্তিশালী করে তুলতে সমর্থ মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব মনন শক্তিই দিব্য বুদ্ধির পুষ্টিকর পথ্য। যেমন ভক্তি মার্গে জপ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে, তেমনই জ্ঞানেও স্মৃতির শক্তি নিহিত আছে। এই শক্তির দ্বারা মাস্টার সর্ব শক্তিমান হয়ে ওঠে। রোজ অমৃতবেলায় নিজের একটি টাইটেলকে (স্বমান) স্মৃতিতে নিয়ে আসো আর মনন করতে থাকো। এই মনন শক্তির দ্বারা বুদ্ধি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। শক্তিশালী বুদ্ধির উপর মায়া আক্রমণ করতে পারে না, অন্যের দ্বারা প্রভাবিতও হতে পারে না, কেননা মায়া সর্বপ্রথমেই ব্যর্থ সঙ্কল্প রূপী বাণ দ্বারা দিব্য বুদ্ধিকে দুর্বল করে তোলে, এই দুর্বলতা থেকে বাঁচার সাধনই হলো মনন শক্তি।

স্নোগান:- — আঞ্জাকারী বাচ্চারাই আশীর্বাদ পাওয়ার উপযুক্ত এবং আশীর্বাদের প্রভাব অন্তর্মনকে সবসময়ের জন্য সন্তুষ্ট রাখে।

05-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- ওয়ান্ডারফুল বাবা তোমাদের একটি কোন্ ওয়ান্ডারফুল রহস্য শুনিয়েছেন ?
- *উত্তর:- বাবা বলেন - এই অনন্ত অবিনাশী ড্রামা আগে থেকেই তৈরী অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত, এতে প্রত্যেকেরই পার্ট স্থির হয়ে আছে। যাই হোক না কেন- নাথিং নিউ (নূতন কিছুই নয়) । বাবা বলেন, হে বাচ্চারা এতে আমারও কোনো মহত্ব নেই, আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছি। এই ওয়ান্ডারফুল গুপ্ত রহস্য শুনিয়ে বাবা যেন নিজের পার্টের প্রাধান্য কমিয়ে দিয়েছেন।
- *গীত:- অবশেষে সেই দিন এল আজ

(আখির ওহ্ দিন আয়া আজ...)

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এই গান গাইছে। বাচ্চারা বোঝে যে কল্পের শেষে আবার আমাদের ধনবান, হেল্দি আর ওয়েল্দি করতে, পবিত্রতা, সুখ, শান্তির উত্তরাধিকার দিতে বাবা আসেন। ব্রাহ্মণরা ও (জাগতিক) যেমন আশীর্বাদ দেয়- আয়ুস্মান ভব, ধনবান ভব, পুত্রবান ভব। বাচ্চারা, তোমাদের তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে, আশীর্বাদের কোনো ব্যাপার নেই। বাচ্চারা পড়াশুনা করছে। বাচ্চারা জানে যে ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাবা এসে আমাদের মানুষ থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাচ্চারা যারা অধ্যয়ণ করে, তারা জানে যে আমরা কি অধ্যয়ণ করছি। কে অধ্যয়ণ করাচ্ছেন ? তাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জানে। এটা তো বলবেই যে আমরা বাচ্চারা জানি যে - এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে বা ডিটি কিংডম (দৈবী রাজত্ব) স্থাপন হচ্ছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। প্রথমে শূদ্র ছিলে তারপর ব্রাহ্মণ হলে এরপর দেবতা হতে হবে। দুনিয়াতে কারোর এটা জানা নেই যে এখন আমরা হলাম শূদ্র বর্ণের। বাচ্চারা, তোমরা মনে করো এটা তো হলো সত্যি কথা। বাবা সত্য বলে, সত্য-ভূমির স্থাপনা করছেন। সত্যযুগে মিথ্যা, পাপ ইত্যাদি কিছুই হয় না। কলিযুগেই অজামিল, পাপ আত্মারা হয়। এই সময় হলো একদম রৌরব নরকের (চরম পর্যায়) । দিন দিন রৌরব নরক দেখা যাচ্ছে। মানুষ এমন সব কর্ম করতে থাকবে, যার থেকে বোঝা যাবে একদমই তমোপ্রধান দুনিয়া হতে চলেছে। এতেও কাম হলো মহাশত্রু। কারোর পক্ষে পবিত্র শুদ্ধ থাকতে পারা মুশকিল। পূর্বে ফকিররা বলতো- এমন কলিযুগ আসবে যে ১২-- ১৩ বছরের কুমারীরা বাচ্চার জন্ম দেবে। এখন হলো সেই সময়। কুমার-কুমারী ইত্যাদি সব নোংরা কর্ম করতে থাকে। যখন একদমই তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন বাবা বলেন আমি আসি, ড্রামাতে আমারও পার্ট আছে। আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা হয়ে আছি। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য কোনো নূতন কথা নয়। বাবা বোঝানই এইরকম ভাবে। তোমরা চক্র পরিক্রমা করলে, তখন নাটক সম্পূর্ণ হয় । এখন বাবাকে স্মরণ করলে তবে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে, সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কতো সাধারণ পদ্ধতিতে বাবা বোঝান। বাবা কখনো নিজের পার্টকে এতো মহত্ব দেন না। এটা তো হলো আমার পার্ট, কোনো নূতন ব্যাপার নয় । প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমাকে আসতে হয়। আমি ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। এসে বাচ্চারা তোমাদের খুবই সহজ স্মরণের যাত্রা বলে দিই। অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনিই গতি হয়--- সেইটা এই সময়ের জন্যই বলা হয়েছিলো। এটা অন্তিম কাল যে না। বাবা যুক্তি বলে দেন - শুধুমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করলে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাচ্চারাও বুঝতে পারে আমরা নূতন দুনিয়ার মালিক হবো। বাবা ক্ষণে - ক্ষণে বলেন নাথিং নিউ অর্থাৎ নূতন কিছুই নয় । একটা জিনের গল্প আছে না- সে বলে কাজ দাও, তো বলে সিঁড়ি দিয়ে নামো আর ওঠো। বাবাও বলেন এই খেলাও নেমে যাওয়ার আর ওঠার। পতিত থেকে পবিত্র আর পবিত্র থেকে পতিত হতে হবে। এটা কোনো ডিফিকাল্ট (কঠিন) ব্যাপার নয় । খুবই সহজ যুদ্ধ কোনটা- এটা না বুঝতে পারার কারণে শাস্ত্রে লড়াই এর কথা লিখে দিয়েছে। বাস্তবে মায়া রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করা তো হলো খুবই বড়ো লড়াই। বাচ্চারা দেখে যে আমরা প্রতি ক্ষণে বাবাকে স্মরণ করি, তবুও স্মরণের যোগ ছিল হয়। মায়া দীপের শিখাকে নিভিয়ে দেয়। এর উপর গুলবকাবলীর গল্প আছে। বাচ্চারা বিজয় প্রাপ্ত করে। খুবই ভালো চলে আবার মায়া এসে দীপ নিভিয়ে দেয়। বাচ্চারাও বলে বাবা মায়ার ঝড় তো খুবই আসে। বাচ্চাদের কাছে ঝড়ও অনেক প্রকারের আসে। কখনো-কখনো তো এইরকম ঝড় খুব তীব্র ভাবে আসে যাতে ৮--১০ বছরের পুরনো ভালো ভালো বৃক্ষও পড়ে যায়। বাচ্চারা জানে, বর্ণনাও করে। ভালো-ভালো মালার দানাও ছিলো। আজ আর নেই। এও হলো উদাহরণ, হাতীকে

বৃহৎ আকারের কুমীরে খেলো। এই হলো মায়ার ঝড়।

বাবা বলেন এই পাঁচ বিকারের থেকে সামলে থাকো। স্মরণে থাকলে মজবুত হয়ে যাবে। দেহী-অভিমানী হয়ে ওঠো। বাবার এই শিক্ষা একবারই পাওয়া যায়। এইরকম কখনো আর কেউ বলবে না যে তোমরা আত্ম-অভিমানী হও। সত্যযুগেও এমনটা বলবে না। নাম, রূপ, দেশ, কাল সব স্মরণে রাখতেই হবে। বাচ্চারা, এই সময় তোমাদেরকে বাবা বোঝান - এখন গৃহে ফিরে যেতে হবে। তোমরা প্রথমে সতোপ্রধান ছিলে, সতো-রজো-তমোতে তোমরা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছো। এতেও নশ্বর ওয়ান হলেন ইনি, মানে ব্রহ্মা। আর কারোর ৮৩ জন্মও হতে পারে, ওঁনার জন্য হলো সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম। ইনি সর্বপ্রথমে শ্রী নারায়ণ ছিলেন। এঁনার জন্য বলা অর্থাৎ সকলের জন্যই উল্লেখ্য, অনেক জন্মের শেষ জন্মে জ্ঞান প্রাপ্ত করে আবার তিনি নারায়ণ হন। (কল্প) বৃক্ষে দেখানো হয়েছে না- এখানে শ্রী নারায়ণ আর শেষে ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন। নীচে রাজযোগ শিখছে। প্রজাপিতাকে কখনো পরমপিতা বলা হবে না। পরমপিতা একজনকেই বলা হয়। এঁনাকে(ব্রহ্মাকে) আবার প্রজাপিতা বলা হয়। ইনি হলেন দেহধারী, তিনি হলেন বিদেহী, বিচিত্র। লৌকিক বাবাকে পিতা বলা হবে, এঁনাকে প্রজাপিতা বলা হবে। সেই পরমপিতা তো থাকেন পরমধামে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা পরমধামে বলা যাবে না। তিনি তো এখানে সাকারী দুনিয়াতে। সূক্ষ্ম-দুনিয়াতেও নেই। প্রজা তো স্থূল-দুনিয়াতে থাকবে। প্রজাপিতাকে ভগবান বলা যায় না। ভগবানের কোনো শারীরিক নাম নেই। মনুষ্য শরীর যার উপর নাম নির্ধারিত হয়, তার থেকে তিনি স্বতন্ত্র। আত্মারা সেখানে থাকে তো স্থূল নাম-রূপ থেকে পৃথক থাকে। কিন্তু তারা তো আত্মাই। সাধু-সন্ত ইত্যাদি কিছুই জানে না। ওরা শুধুমাত্র ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে। এছাড়া দুনিয়ার বিকার গুলির তো অনুভাবী তারা। ছোটো বাচ্চাদের কিছুই জানা থাকে না, সেইজন্য তাদের মহাত্মা বলা হয়। ৫ বিকারের ব্যাপারে তাদের জানা থাকে না। ছোটো বাচ্চাদের পবিত্র বলা হয়। এই সময় তো কেউ পবিত্র আত্মা হতে পারে না। ছোটো থেকে বড় হবে আবার তখন অপবিত্র বলা হবে। বাবা বোঝান, সকলের পৃথক-পৃথক পাঁচ এই ড্রামাতে স্থির হয়ে আছে। এই চক্রে কতো শরীর ধারণ করে, কতো কর্ম করে, যার সব কিছু রিপোর্ট হয়। সর্বপ্রথমে আত্মাকে চিনতে হবে। এত ছোটো আত্মাতে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পাঁচ ভরা আছে। এটাই হলো সবচেয়ে ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর) ব্যাপার। আত্মাও হলো অবিনাশী। ড্রামাও হলো অবিনাশী, পূর্ব নির্ধারিত। এরকম বলা হয় না কবে থেকে শুরু হয়েছে। বলা হয় প্রাকৃতিক। আত্মা কি রকম, এই ড্রামা কীভাবে তৈরী হলো, এতে কেউই কিছুই করতে পারে না। সমুদ্র অথবা আকাশের যেমন অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না, এই ড্রামা হলো অনন্ত। কতো (ওয়ান্ডার) বিস্ময় জাগে। বাবা যেমন ওয়ান্ডারফুল তেমন জ্ঞানও হলো খুবই ওয়ান্ডারফুল। কখনো কেউ এই বিষয়ে বলতে পারে না। এতো সব অ্যাক্টস নিজের-নিজের পাঁচ পালন করেই আসছে। নাটক কখন সৃষ্টি হলো, এই প্রশ্নকে তুলতে পারে না। অনেকে বলে ভগবানের কি এমন মনে হলো যে বসে দুঃখ-সুখের দুনিয়া তৈরী করলো। আরে এতো হলো অনাদি-- অনন্ত। প্রলয় ইত্যাদি হয় না। পূর্ব থেকেই রচিত। এইরকম কি আর বলা যায় যে এই রকম কেন বানানো হল ! আত্মার জ্ঞানও বাবা তখনই শোনান যখন তোমরা সুবুদ্ধিসম্পন্ন হও। যত দিন যাচ্ছে তোমরা উন্নতি প্রাপ্ত করছো। প্রথমদিকে তো বাবা খুব অল্প অল্প শোনাতেন। ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার ছিলো তবুও আকর্ষণ তো ছিল। ওটাই আকৃষ্ট করতো। ভাট্টিরও আকর্ষণ ছিলো। শাস্ত্রতে আবার দেখিয়েছে কৃষ্ণকে কংসপুরী থেকে বের করে নিয়ে গেছে। এখন তোমরা জানো কংসপুরী ইত্যাদি তো সেখানে হয়ই না। গীতা ভাগবত, মহাভারত এই সবের কানেকশন আছে, কিন্তু এতে তো কিছুই নেই। মনে করে এই দশহরা ইত্যাদি তো পরম্পরায় চলে আসছে। রাবণ কি জিনিস, এটাও কেউ জানে না। যে সব দেবী-দেবতারা ছিলো তারা সকলে নীচে নামতে নামতে পতিত হয়ে গেছে। যারা বেশী পতিত হয়ে গেছে তারাই ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে, সেইজন্য ডাকতেও থাকে হে পতিত-পাবন। এই সব কথা বাবা বসে বোঝাতে থাকেন। সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তকে আর কেউ জানে না। জানার ফলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাও। ত্রিমূর্তিতে লিখে দেওয়া আছে-- এটা হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ, বিষ্ণু দ্বারা প্রতিপালন-- বিনাশও অবশ্যই হতে হবে। নূতন দুনিয়াতে খুব কমই আত্মা থাকে। এখন তো অনেক ধর্ম আছে। মনে করে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই নেই। অবশ্যই আবার সেই এক ধর্ম দরকার, মহাভারতও গীতার সাথে সম্বন্ধ রাখে। এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। এক সেকেন্ডও বন্ধ হতে পারে না। কোনো নূতন কথা নয়। তোমরা অনেকবারই রাজস্ব পেয়েছে, যাদের পেট ভরা থাকে তারা পরিপক্ক এবং গম্ভীর থাকে। ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারে আমরা কত বার রাজস্ব পেয়েছিলাম, এই তো কালকের ব্যাপার। কালকেই দেবী-দেবতা ছিলাম আবার চক্রে আবর্তিত হয়ে আজ আমরা পতিত হয়েছি, আবার আমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী গ্রহণ করি। বাবা বলেন প্রতি কল্পে তোমরাই বাদশাহী গ্রহণ করো। একটুও পার্থক্য নেই। রাজার পদে কারোর অনেক উঁচু, কারোর বা কিছু কম হয়। এটা পুরুষার্থের জন্যই হয়।

তোমরা জানো যে প্রথমে আমরা বাঁদরের থেকেও কুৎসিত ছিলাম। বাবা এখন মন্দিরের যোগ্য করে তুলেছেন।

ভালো-ভালো বাচ্চা যারা তাদের আত্মা রিয়েলাইস(অনুভব) করে, সবসময় আমি তো কোনো কাজের ছিলাম না। এখন আমরা ওয়ার্থ অ্যা পাউন্ড (মূল্যবান) হচ্ছি। প্রতি কল্পে বাবা আমাদের পেনী থেকে পাউন্ড করেন। যারা কল্প-পূর্বে ছিলো তারাই এই কথা বুঝতে পারবে। তোমরাও প্রদর্শনী ইত্যাদি করতে থাকো, নাথিং নিউ। এর দ্বারাই তোমরা অমরপুরীর স্থাপনা করছো। ভক্তি মার্গে দেব দেবীদের কতো মন্দির আছে। এই সব হলো পূজারী ভাবনার সামগ্রী। পূজ্য ভাবনার সামগ্রী কিছুই নেই। বাবা বলেন, দিন যত এগোচ্ছে তোমাদের গুহ্য পয়েন্টস্ বোঝাতে থাকি। আগেকার অনেক পয়েন্টস্ তোমাদের কাছে আছে। সেই সব এখন কি করবে ? যেমনকার তেমনই পড়ে থাকে। প্রেজেন্ট (বর্তমানে) তো বাপদাদা নূতন-নূতন পয়েন্ট বোঝাতে থাকেন। আত্মা হলো খুবই ছোট্ট বিন্দু, তার মধ্যে সমগ্র পার্ট নিহিত আছে। এই পয়েন্টস্ আগের কোনো কপিতে (খাতাতে) কি আর আছে! পুরানো পয়েন্টস্ গুলি তোমরা কি করবে। শেষের রেজাল্টই কাজে আসে। বাবা বলেন পূর্ব কল্পেও তোমাদের এমন করেই শুনিয়েছি। নস্বর অনুযায়ী পড়তে থাকে। কোনো সাবজেক্টে নীচে উপরে হতে থাকে। ব্যবসাতেও গ্রহের দশা লাগতে পারে, এতে হার্টফেল হতে নেই। আবার উঠে পুরুষার্থ করতে হয়। মানুষ দেউলিয়া থাকে আবার ধান্দা ইত্যাদি করে অনেক ধনবান হয়ে যায়। এখানেও কেউ বিকারগ্রস্ত হয়ে নীচে নেমে গেলে বাবা বলেন ভালো করে পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। আবার উপর দিকে ওঠা শুরু করা চাই। বাবা বলেন, পড়ে গেছো তো আবার ওঠো। এই রকম অনেকে আছে পতন হলে আবার উপরে ওঠার চেষ্টা করে। বাবা কি আর বারণ করবেন! বাবা জানেন যে এভাবেও অনেকে আসবে। বাবা বলবেন পুরুষার্থ করো। তবুও তো কিছু না কিছু সাহায্যকারী হতে পারবে। ড্রামা প্ল্যান অনুসারেই বলবেন। বাবা বলবেন- আত্মা, বাচ্চারা এখন তৃপ্ত হয়েছো তো ! অনেক গোঁড়া খেয়ে এখন আবার পুরুষার্থ করো। অসীম জগতের পিতা তো এরকমই বলবেন, তাই না। বাবার কাছে কতো লোক আসে সাক্ষাৎ করতে। আমি তাদেরকে বলি - অসীম জগতের বাবার কথা মানবে না, পবিত্র হবে না ! বাবা নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মাকে বলেন বলে তীর তো লাগবেই । ভাবো, স্ত্রীর তীর লাগলে তখন বলবে আমি তো প্রতিজ্ঞা করছি। পুরুষের তীর লাগল না। তখন সময়ের সাথে সাথে তাকেও উপরে ওঠানোর চেষ্টা করবে। আবার এইরকমও অনেকে আসে, যাদের স্ত্রী জ্ঞানে নিয়ে আসে। তখন বলে স্ত্রী হলো আমার গুরু। সেই ব্রাহ্মণরা হাতে সুতো বাঁধার সময় বলে এই তোমাদের গুরু হলো ঈশ্বর। এখানে বাবা বলেন তোমাদের একজন এই বাবা হলেন সব কিছু। আমার তো এক দ্বিতীয় কেউ নয় । সবাই তাঁকেই স্মরণ করে। ওই একের সাথেই যোগ যুক্ত হতে হবে। এই দেহও আমার নয় । আত্মা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো গ্রহের দশা এলে উৎসাহ হারিয়ে বসে থাকতে নেই। আবার পুরুষার্থ করে, বাবার স্মরণে থেকে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে।

২) নিজের স্থিতি স্মরণের দ্বারাই মজবুত করতে হবে, যাতে কোনো মায়ার ঝড় আক্রমণ করতে না পারে। বিকার গুলির থেকে নিজেকে সামলিয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- ত্রিকালদর্শী আর সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে প্রতিটি কর্ম করার সময় বন্ধনমুক্ত স্থিতির অনুভবের দ্বারা দৃষ্টান্ত রূপ ভব যদি ত্রিকালদর্শী স্টেজের উপর থাকো, কর্মের আদি-মধ্য- অন্তকে জেনে কর্ম করো তো কোনো কর্মই বিকর্ম হতে পারে না।, সর্বদা সুকর্ম হবে। এরকমই সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে কর্ম করলে কোনো কর্মের বন্ধনে কর্ম বন্ধনী আত্মা হবে না। কর্মের ফল শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে কর্ম সম্বন্ধে আসবে, বন্ধনে নয়। কর্ম করার সময় স্বতন্ত্র আর প্রেম-পূর্বক থাকলে অনেক আত্মাদের সামনে দৃষ্টান্ত রূপ অর্থাৎ এক্সাম্পেল হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যে মন থেকে সদা সন্তুষ্ট থাকে সে-ই ডবল লাইট হয়।

"স্মরণ, পবিত্রতা আর প্রকৃত সেবাধারীর তিন রেখা"

আজ সকলের স্নেহী, বিশ্ব-সেবাধারী বাবা তাঁর নিজের সদা-সেবাধারী বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। সেবাধারী বাপদাদার তাঁর নিজসম সেবাধারী বাচ্চারা সদা প্রিয়। আজ সমস্ত সেবাধারী বাচ্চার ললাটভাগে বাবা বিশেষ তিন রেখা দেখছেন। প্রত্যেকের ললাট ত্রিমূর্তি তিলক সমান ঝলমল করছে। এই তিন রেখা কিসের লক্ষণ? এই তিন রকম তিলক দ্বারা প্রত্যেক বাচ্চার বর্তমান রেজাল্ট দেখছেন। এক, সম্পূর্ণ যোগী জীবনের রেখা। দুই, পবিত্রতার রেখা। তিন, প্রকৃত সেবাধারীর রেখা। তিন রেখার মধ্যে সব বাচ্চার রেজাল্ট দেখছেন। স্মরণের রেখা সকলেরই ঝলমল করছে, কিন্তু নম্বর অনুক্রমে। কারও রেখা আদি থেকে এখনও পর্যন্ত অব্যভিচারী অর্থাৎ সদা একের ভালোবাসায় মগ্ন। দ্বিতীয়তঃ, সদা কি অটুট থেকেছে? সদা সরলরেখা অর্থাৎ ডাইরেক্ট বাবার সঙ্গে সদাসর্বদা সর্ব সন্তোষের প্রীতি থেকেছে নাকি কোনও নিমিত্ত আত্মাদের দ্বারা বাবার সঙ্গে সন্তোষ জুড়ে নেওয়ার অনুভাবী? বাবার ডাইরেক্ট ভরসা আছে নাকি কোনও আত্মার ভরসায় বাবার ভরসা অনুভব করো? এক, যারা সরলরেখায় চলে, দুই, যারা মাঝে মাঝে সামান্য বাঁকা রেখায় চলে। এটা স্মরণের রেখার বিশেষত্ব।

আরেক হলো সম্পূর্ণ পবিত্রতার সীমা বা রেখা। এতেও নম্বর অনুক্রম আছে। এক হলো, যেইমাত্র ব্রাহ্মণ জীবন নিলে, তোমরা ব্রাহ্মণ জীবনের, বিশেষতঃ বাবার বরদান প্রাপ্ত করে সদা সহজভাবে এই বরদান জীবনে অনুভব কর। তাদের রেখা এখনও পর্যন্ত সোজা। দুই, ব্রাহ্মণ জীবনের এই বরদান অধিকার রূপে অনুভব করে না, কখনো সহজে, কখনো কঠিন পরিশ্রমের সাথে, কখনো পুরুষার্থের দ্বারা আপন করে। তাদের রেখা সদা সোজা আর ঝলমলে থাকে না। বাস্তবে, স্মরণ বা সেবার সফলতার আধার - পবিত্রতা। শুধু ব্রহ্মচারী হওয়া পবিত্রতা নয়, বরং পবিত্রতার সম্পূর্ণ রূপ - ব্রহ্মচারী হওয়ার সাথে সাথে ব্রহ্মচারী হওয়া। ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ব্রহ্মার আচরণ পালনকারী, যাকে বলে, ফলো ফাদার, কারণ ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করতে হবে। স্থিতিতে শিববাবার সমান হতে হবে, কিন্তু আচরণ এবং কর্মে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করতে হবে। প্রতি পদে ব্রহ্মচারী হও। ব্রহ্মচার্যের ব্রত সদা সঙ্কল্পে এবং সপ্নেও পালন করবে। পবিত্রতার অর্থ - সদা বাবাকে কম্প্যানিয়ন (সাথী) বানাও আর সদা বাবার কম্পানীতে থাকো। তাঁকে তোমাদের কম্প্যানিয়ন বানিয়েছ? 'বাবা আমার' এই উপলব্ধিও আবশ্যিক, সবসময় বাবার কম্পানীও থাকা কিন্তু আবশ্যিক। একেই বলে, সম্পূর্ণ পবিত্রতা। সংগঠনের কম্পানী, পরিবারের স্নেহের মর্যাদা, সেই সব আলাদা বিষয়, সেটাও আবশ্যিক, কিন্তু বাবার কারণেই এই সংগঠনের স্নেহের কম্পানী - এটা ভুলো না। পরিবারের ভালোবাসা আছে, কিন্তু কার পরিবার? বাবার পরিবার। বাবা যদি না হ'তেন তাহলে পরিবার কোথা থেকে আসত? পরিবারের ভালোবাসা, পরিবারের সংগঠন খুব ভালো, কিন্তু পরিবারের বীজকে ভুলে যেও না। বাবাকে ভুলে পরিবারকেই তোমরা কম্পানী বানিয়ে দাও। যদি তোমরা মাঝে মাঝেই বাবাকে ছেড়ে দাও, তাহলে তো জায়গা খালি হয়ে গেল, সেখানে তখন মায়া প্রবেশ করবে, সেইজন্য সবার সঙ্গে স্নেহতে থেকে, স্নেহের আদান-প্রদানে সংগঠনকে ভুলো না। একে বলে, পবিত্রতা। বুদ্ধিতে অর্থাৎ বুঝে-শুনে চলাতে তোমরা তো সজাগ আছ, তাই না!

কোনো কোনো বাচ্চার সম্পূর্ণ পবিত্রতার স্থিতিতে এগিয়ে যেতে পরিশ্রম বোধ হয়, সেইজন্য মাঝে মাঝে কাউকে কম্প্যানিয়ন বানানোর সঙ্কল্প আসে; তাদের মনে এই সঙ্কল্পও আসে অন্য কম্পানী থাকাও আবশ্যিক। সন্ধ্যাসী তো হতে হবে না, কিন্তু আত্মাদের কম্পানীতে থেকে বাবার কম্পানী ভুলে যেয়োনা। নয়তো, সময়কালে সেই আত্মার কম্পানী স্মরণে আসবে আর বাবাকে ভুলে যাবে। সুতরাং সময়কালে ভুলপথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ সাকার শরীরধারীর ভরসায় অভ্যস্ত হলে অব্যক্ত বাবা এবং নিরাকার বাবাকে পরে মনে পড়বে, আগে শরীরধারী স্মরণে আসবে। যদি কোনো সময় আগে সাকারের ভরসা স্মরণে আসে, তাহলে নম্বর ওয়ান সে হয়ে গেল আর বাবা দ্বিতীয় নম্বরে। যদি কেউ বাবাকে দ্বিতীয় নম্বরে রাখ তাহলে সে কি পদ পাবে? নম্বর ওয়ান নাকি টু? শুধু সহযোগ নেওয়া, স্নেহী থাকা সে'সব আলাদা ব্যাপার, কিন্তু সহায় বানানো আলাদা ব্যাপার। এই বিষয়টা অতি গুরুত্বপূর্ণ। যথার্থ রীতিতে তা জানতে হবে। কোনও কোনও সংগঠনে স্নেহী হওয়ার পরিবর্তে তোমরা আলাদা-আলাদা থাকো, ভয় পাও, কি জানি যদি ফেসে যাই, তার চেয়ে বরং দূরে থাকাই ঠিক হবে। কিন্তু না! ২১ জন্মও প্রবৃত্তিতে, পরিবারে থাকতে হবে, তাই না! সুতরাং যদি ভয়ের কারণে সরে থাকো, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও তাহলে তা কর্ম-সন্ধ্যাসীর সংস্কার হয়ে যায়। কর্মযোগী হতে হবে, কর্ম-সন্ধ্যাসী নয়।

সংগঠনে থাকতে হবে, স্নেহী হতে হবে, কিন্তু বুদ্ধিতে ভরসা থাকবে শুধুমাত্র এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। বুদ্ধিকে কোনও আত্মার সঙ্গ, গুণ বা বিশেষত্ব আকৃষ্ট করবে না, সেটাকেই বলে পবিত্রতা।

পবিত্রতার ক্ষেত্রে পরিশ্রম মনে হলে তা' এটাই প্রমাণ করে তোমরা বরদাতা বাবার থেকে জন্মের বরদান নাওনি। বরদানে পরিশ্রম হয় না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার ব্রাহ্মণ জন্মের প্রথম বরদান - "পবিত্র ভব, যোগী ভব"-র বরদান প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, 'আমি কি পবিত্রতার বরদান-প্রাপ্ত, নাকি পরিশ্রম দ্বারা পবিত্রতাকে আপন করি? মনে রেখো, এটা তোমাদের ব্রাহ্মণ জন্ম। শুধু জীবন পরিবর্তন নয়, বরং ব্রাহ্মণ জন্মের আধারে জীবনের পরিবর্তন। জন্মের সংস্কার অনেক সহজ আর নিজে থেকেই হয়। নিজেদের মধ্যেও তো বলো যে জন্ম থেকেই আমার এইরকম সংস্কার। ব্রাহ্মণ জন্মের সংস্কারই হলো, "যোগী ভব পবিত্র ভব।" এটা বরদানও আবার তোমাদের নিজস্ব মূল সংস্কার। জীবনে দুটো জিনিসই আবশ্যিক। এক - কম্প্যানিয়ন, দুই - কম্পানী, সেইজন্য ত্রিকালদর্শী বাবা সবার আবশ্যিকতা জেনে তোমাদের সবচাইতে ভালো কম্প্যানিয়ন হয়েছেন এবং ভালো কম্পানী দিয়েছেন। ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দুইই চাই। সেইজন্য বাপদাদা ব্রাহ্মণ জন্ম হতেই কম্প্যানিয়নের অনুভব করিয়েছেন আর সনাথ (চির সধবা) বানিয়েছেন। জন্মের সাথে সাথেই কম্প্যানিয়ন পেয়ে গেছ, তাই না? কম্প্যানিয়ন পেয়ে গেছ নাকি খুঁজে বেড়াচ্ছ? সুতরাং পবিত্রতা নিজস্ব মূল সংস্কার রূপে অনুভব কর, যাকে বলে শ্রেষ্ঠ রেখা। ফাউন্ডেশন পাকাপোক্ত, তাই না?

তৃতীয় রেখা প্রকৃত সেবাধারীর। সেবাধারীর এই রেখা সবার ললাটে। সেবা ব্যতীত থাকতেও পারো না। সেবা ব্রাহ্মণ জীবনকে সদা নির্বিঘ্ন বানানোরও সাধন আর সেবাতেই বিঘ্নের পেপার বেশি আসে। নির্বিঘ্ন সেবাধারীকে প্রকৃত সেবাধারী বলা হয়। বিঘ্ন আসাও ড্রামাতে স্থিরীকৃত হয়ে আছে। সে'সব আসছেই আর আসতেও থাকবে, কারণ এই বিঘ্ন কিংবা পেপার অনুভাবী বানায়। এটাকে বিঘ্ন না মনে করে, অনুভবের উল্লিখিত হচ্ছে - এই ভাবনাতে দেখ, তবেই উল্লিখিত সিঁড়ি অনুভব হবে। এর থেকে আরও এগিয়ে যেতে হবে, সেবা অর্থাৎ সংগঠনের সব আত্মার থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার অনুভব করা। সেবার কার্যে সবার থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্তি এক সাধন, এই বিধিতে, এই বৃত্তিতে যদি দেখ তাহলে সদা নিজেকে এমন অনুভব করবে যেন অনুভবের অথরিটি আরও এগিয়ে যাচ্ছে। বিঘ্নকে বিঘ্ন মনে করনা আর বিঘ্নরূপে নিমিত্ত হওয়া আত্মাকে বিঘ্নকারী আত্মা মনে করনা, বরং অনুভাবী বানানোর শিক্ষক মনে কর। যখন তোমার নিন্দাকারীকে মিত্র বলো, তখন বিঘ্ন পাস করিয়ে যে তোমায় অনুভাবী বানালো সে তো শিক্ষকই হলো, তাই না! সে তো পাঠই পড়িয়েছে, পড়ায়নি! যেমন, আজকাল রোগ নিরাময় করতে ডক্টরস এক্সারসাইজ (ব্যায়াম) করায়, তখন প্রাথমিক ভাবে এক্সারসাইজ করতে ব্যথা হয়, কিন্তু সেই ব্যথা সবসময়ের জন্য ব্যথাহীন বানানোর নিমিত্ত হয়, যে এই ভাবে বুঝে-শুনে চলে না, সে মর্মসীড়ায় আর্তনাদ করে বলে, এতো আরও ব্যথা দিয়ে দিলো, অথচ এই ব্যথার মধ্যেই ওষুধ লুকিয়ে আছে। একইভাবে, হতে পারে রূপ বিঘ্নের, তোমার নজরে বিঘ্নকারী আত্মা রূপে আসতেই পারে, কিন্তু সবসময়ের জন্য বিঘ্নকে পার করানোর নিমিত্ত, অচল বানানোর নিমিত্ত সে-ই হয়, সেইজন্য সদা নির্বিঘ্ন সেবাধারীকে বলা হয় প্রকৃত সেবাধারী। এইরকম যাদের শ্রেষ্ঠ রেখা থাকে তাদের প্রকৃত সেবাধারী বলা হয়ে থাকে।

সেবায় সদাসর্বদা স্বচ্ছ বুদ্ধি, স্বচ্ছ বৃত্তি আর স্বচ্ছ কর্ম সফলতার সহজ আধার। যেকোন সেবার কার্য যখন আরম্ভ করো তখন প্রথমে চেক করো, বুদ্ধিতে কোনও আত্মার প্রতি স্বচ্ছতার পরিবর্তে যদি অতীত বিষয়ের এতটুকুও স্মৃতি থাকে এবং সেই বৃত্তি, দৃষ্টি দ্বারা তাকে দেখ, তার সাথে কথা বলো, তাহলে সেবাতে যে স্বচ্ছতার সাথে তোমার সম্পূর্ণ সফল হওয়া উচিত, তা' হবে না। অতীত বিষয়কে এবং বৃত্তি ইত্যাদি সবকিছু সমাপ্ত করাই স্বচ্ছতা। অতীত হওয়া কোনকিছু সম্বন্ধে সঙ্কল্প করাও কিন্তু কিছু পার্সেন্টেজে সামান্য পাপ। সঙ্কল্পও সৃষ্টি বানিয়ে ফেলে। বর্ণন করা তো আরও বড় ব্যাপার, কারণ সঙ্কল্প করলেও পুরানো সঙ্কল্পের স্মৃতি সৃষ্টি অথবা বায়ুমন্ডলকেও সেইরকমই তৈরি করে। তারপরে বলে - "আমি যা বলেছিলাম, সেটাই হয়েছে, হয়েছে তো!" কিন্তু হলো কেন? তোমার দুর্বলতা, ব্যর্থ সঙ্কল্প এই ব্যর্থ বায়ুমন্ডলের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং সদা প্রকৃত সেবাধারী অর্থাৎ যে পুরানো ভাইব্রেশন সমাপ্ত করে। যেমন বৈজ্ঞানিক অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রকে ধ্বংস করে, এক বিমান দ্বারা অন্য বিমানকে চুরমার করে দেয়। যুদ্ধে একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেয়, তাই না! সুতরাং তোমাদের শুদ্ধ ভাইব্রেশন পারে শুদ্ধ ভাইব্রেশনকে ইমার্জ করে ব্যর্থ ভাইব্রেশন সমাপ্ত করতে। সঙ্কল্প, সঙ্কল্পকে সমাপ্ত করতে পারে। যদি তোমার সঙ্কল্প পাওয়ারফুল (শক্তিশালী) হয়, তাহলে শক্তিশালী সঙ্কল্প ব্যর্থকে অবশ্যই শেষ করবে। বুঝে? সেবাতে প্রথমে স্বচ্ছতা অর্থাৎ পবিত্রতার শক্তি প্রয়োজন। বাবা এই তিন রেখা ঝলমল করতে দেখছেন।

সেবার অনেক বিশেষত্বের বিষয়ে তোমরা শুনেছও। সেই সব বিষয়ের সার - নিঃস্বার্থ, নির্বিকল্প স্থিতি দ্বারা সেবা করা সফলতার আধার। এই সেবাতেই তোমরা নিজেরাও সন্তুষ্ট আর উৎফুল্ল থাক আর অন্যেরাও সন্তুষ্ট থাকে। সেবা ব্যতীত

সংগঠন হতে পারে না। সংগঠনে বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন বিচার, বিভিন্ন উপায়, সাধন ইত্যাদি হবেই। কিন্তু পরিস্থিতি এলেও, বিভিন্ন সাধনের ব্যাপারে শুনেও অনেককে এক বাবার স্মরণে সংযুক্ত করে তুমি নিজে সদা একরস স্থিতিতে থাকো। কখনও বৈচিত্র্যের মধ্যে দিশাহারা হয়োনা - 'এখন কি করি ! অনেক মতামত এখন ! কাকে মানবো আর কাকে না মানবো !' যদি নিঃস্বার্থ, নির্বিকল্প ভাব দ্বারা নির্ণয় কর, তাহলে কখনো কারও কিছু ব্যর্থ সঙ্কল্প আসবে না, কারণ সেবা ব্যতীত কেউ থাকতে পারে না, স্মরণ ছাড়াও কেউ থাকতে পারে না। সেইজন্য নিরন্তর সেবা বাড়িয়ে যাও। নিজেকেও স্নেহ, সহযোগ আর নিঃস্বার্থ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাও। বুঝেছ ?

বাপদাদা খুশি, কেননা দেশ-বিদেশে ছোট-বড় সবাই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সেবার প্রমাণ দিয়েছে। বিদেশের সেবারও সফলতাপূর্বক কার্য সম্পন্ন হয়েছে আর দেশেও সবার সহযোগে সর্বকার্য সম্পন্ন হয়েছে, সফল হয়েছে। বাপদাদা বাচ্চাদের সেবার একাগ্রতা দেখে উৎফুল্ল হন। বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর ক্ষেত্রে সবার লক্ষ্য ভালো ছিল আর বাবার স্নেহে পরিশ্রমকে ভালোবাসায় বদলে কার্যের প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়েছে। বাচ্চারা সবাই বিশেষ সেবার নিমিত্তে এসেছে। বাপদাদাও তোমাদের মহিমা গান "বাঃ বাচ্চারা ! বাঃ"। সবাই খুব ভালো করেছে। এটা হয়নি যে কেউ করেছে কেউ করেনি। ছোট স্থানই হোক বা বড় স্থান, যারা ছোট স্থানের তারা কম কিছু করেনি, সেইজন্য সবার শ্রেষ্ঠ ভাবনা আর শ্রেষ্ঠ কামনা দ্বারা কার্য ভালো হয়েছে আর সদা ভালো হবে। সময়ও অনেক নিয়েছ, অনেক সঙ্কল্পও কার্যকর করেছে, প্ল্যান যখন বানিয়েছ, সেই সঙ্কল্প তো তোমাদের ছিলই, তাই না ! শারীরিক শক্তিও লাগিয়েছ, ধনের শক্তিও লাগিয়েছ, সংগঠনের শক্তিও লাগিয়েছ। সর্বশক্তির আহুতি দ্বারা সেবার যন্তু উভয় ক্ষেত্রেই (দেশ ও বিদেশ) সফল হয়েছে। খুব ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তোমরা ঠিক করেছে কি করনি সেই প্রশ্নই নেই। সবসময়ই ঠিক থাকে আর ঠিক থাকবেও। তা' মাল্টি মিলিয়ন পীসের দায়িত্ব পালনই হোক বা গোল্ডেন জুবিলির, সব কার্যই সুন্দর ছিল। যে বিধিতে করেছে, সেই বিধিও ঠিক। কোথাও কোথাও জিনিসের ভ্যালু বাড়ানোর জন্য সেই জিনিস পর্দার আড়ালে রাখা হয়, পর্দা ভ্যালুকে আরও বাড়িয়ে দেয় এবং পর্দার অন্তরালে কি আছে দেখার কৌতূহল উদ্বেক হয় - 'পর্দার মধ্যে তো অবশ্যই কিছু থাকবে !' কিন্তু এই পর্দাই প্রত্যক্ষতার পর্দা হয়ে যাবে। এখন তোমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। ক্ষেত্রভূমিতে যখন বীজ বপন করা হয় তখন সেটা মাটির নীচে লুকিয়ে (পুঁতে) বপন করা হয়। বীজকে বাইরের দিকে রাখে না, ভিতরে লুকিয়ে রাখা হয়। আর ফল বা বৃক্ষ গুপ্ত বীজেরই স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং এখন বীজ বপন করেছে এবং বৃক্ষ নিজে থেকেই বাইরে স্টেজে আসতে থাকবে।

খুশিতে সবাই তোমরা নাচছ, তাই না ! "বাঃ বাবা" তো তোমরা বলো, কিন্তু বাহ সেবাও বলো। আচ্ছা। বাপদাদা সব সমাচার শুনেছেন। এই সেবা দ্বারা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি-বর্গের সংগঠনের যে সেবা হয়েছে, সেটা চতুর্দিকে একই সময়ে একই আওয়াজ জোরদার হওয়ার বা ছড়ানোর সাধন হিসেবে ভালো। ভবিষ্যতেও যে প্রোগ্রামই করো, দেশে বিদেশে চারিদিকে একই সময়ে একই ধরনের সেবা করো, তারপরে আবার সেবার ফলস্বরূপ সংগঠিতভাবে মধুবনে হোক। চারিদিকে একই তরঙ্গের কারণে সবার মধ্যে উদ্যম-উৎসাহও থাকে আর চারিদিকে আধ্যাত্মিক রেস হয়, রীস (প্রতিযোগিতা) নয়। সবার মধ্যে কে সবচাইতে বেশি সেবার প্রমাণ দেবে। সুতরাং এই উদ্দীপনার সাথে চারিদিকে নাম মহিমাম্বিত হয়। অতএব, যেকোন বর্গের (উইংস) গ্রুপ বানাও, কিন্তু সারা বছর চারিদিকে একই রূপরেখায় সেবার প্রতি যেন অ্যাটেনশন থাকে। তাহলে সেই আত্মাদেরও চারিদিকের সংগঠন দেখে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগে আর এগিয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। নিরন্তর প্ল্যান বানাও আর সেই বিধিতে এগিয়ে চলো। প্রথমে তোমাদের নিজের নিজের এরিয়াতে ওই বর্গের সেবা করে ছোট ছোট সংগঠন রূপে প্রোগ্রাম করতে থাকো আর সেই ছোট সংগঠন থেকে যারা বিশেষ আত্মা তাদেরকে এই বড় সংগঠনের জন্য তৈরি করো। কিন্তু আশপাশের প্রতিটা সেন্টার সবাই মিলে করো কারণ কেউ কেউ এখানে আসতে পারে না, সেইজন্য ওখানে সংগঠনের যে প্রোগ্রাম হয়, সেখান থেকেও তাদের লাভ হয়। সুতরাং প্রথমে ছোট ছোট স্নেহ-মিলন করো, তারপরে সমগ্র জোন মিলে সংগঠন করো, তারপরে মধুবনে বড় সংগঠন হোক। তাহলে মধুবনে আসার আগে থেকেই তারা অনুভাবী হয়ে আসবে। কিন্তু দেশ-বিদেশে একই বর্গের জন্য একই টপিক হোক। এইরকম টপিকসও হোক যাতে দু'-চার বর্গের জন্যও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। যদি টপিক বিশাল হয়, তবে বিভিন্ন পেশার দু'-তিন বর্গও সেই টপিকে অংশগ্রহণ করতে পারে। সুতরাং এখন দেশ-বিদেশে ধর্ম সন্থা, রাজ্য সন্থা এবং সাইন্সের সন্থা এই সমস্ত ক্ষেত্র থেকে তিন ধরনের স্যাম্পল প্রস্তুত করো। আচ্ছা।

পবিত্রতার বরদানের অধিকারী সব আত্মাকে, সদা একরস, নিরন্তর যোগী জীবনের অনুভাবী আত্মাদের, সদা প্রতিটা সঙ্কল্পে, প্রতিটা মুহূর্তে প্রকৃত সেবাধারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বিশ্ব-স্নেহী, বিশ্ব-সেবাধারী বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- কস্মাইন্ড স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা নির্ভুল হয়ে নিরন্তর যোগী ভব

যে বাচ্চারা নিজেকে বাবার সঙ্গে কন্সাইন্ড অনুভব করে, তাদের নিরন্তর যোগী ভব-র বরদান আপনা থেকেই প্রাপ্ত হয়। কারণ তারা যেখানেই থাকে মিলন মেলা হতে থাকে। তাদের যতই কেউ ভুলানোর চেষ্টা করুক, তবুও তারা যথার্থ হয়। এইরকম নির্ভুল বাচ্চা যারা বাবার অতি প্রিয়, তারাই নিরন্তর যোগী, কারণ ভালোবাসার লক্ষণ হলো - স্বতঃ স্মরণ। তাদের সঙ্কল্প রূপী নখও অর্থাৎ সামান্যতম অংশও মায়া টলাতে পারে না।

স্লোগান:-

কারণ শোনানোর পরিবর্তে তার নিবারণ করো, তবেই আশীর্বাদের অধিকারী হয়ে যাবে।

07-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন: - নিজের স্থিতিকে একরস বানানোর সাধন কি ?

*উত্তর: - সর্বদা স্মরণে রেখো -- যে মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে গেছে তা ড্রামা। কল্প-পূর্বেও এমনই হয়েছিল। এখন নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান সবকিছুই সামনে আসবে, সেইজন্য নিজের স্থিতিকে একরস বানানোর জন্য অতীতের চিন্তা করো না।

ওম শান্তি । আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে আধ্যাত্মিক পিতা বোঝাচ্ছেন। আধ্যাত্মিক পিতার নাম কি ? শিববাবা। উনি সমস্ত আত্মাদের পিতা। সমস্ত আত্মিক বাচ্চাদের নাম কি ? আত্মা। জীবের(শরীর) পৃথক-পৃথক নাম হয়, আত্মার নাম একই থাকে। এও বাচ্চারা জানে যে, সৎসঙ্গ তো অসংখ্য রয়েছে। এ হলো সত্যিকারের সত্যের সঙ্গ যার মাধ্যমে সত্য পিতা রাজযোগ শিখিয়ে আমাদের সত্যযুগে নিয়ে যান। এমন আর কোনো সৎসঙ্গ বা পাঠশালা হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো। বাচ্চারা, সমগ্র সৃষ্টি-চক্রই তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাই হলে স্বদর্শন-চক্রধারী। বাবা বসে থেকে বোঝান যে, এই সৃষ্টি-চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। কাউকে বোঝাতে হলে তাকে চক্রের সামনে দাঁড় করাও। এখন তোমরা এদিকে যাবে। বাবা জীবাত্মাদের বলেন, নিজেদের আত্মা মনে করো। এ কোনও নতুন কথা নয়। তোমরা জানো, প্রতি কল্পেই শুনেছে, এখন পুনরায় শুনছে। কোনো দেহধারী পিতা, শিক্ষক, গুরু তোমাদের বুদ্ধিতে নেই। তোমরা জানো যে, বিদেহী শিববাবা আমাদের শিক্ষক ও গুরু। আর কোনো সৎসঙ্গে এমন কথা বলবে না। মধুবন তো একটাই। ওরা আবার এক মধুবনকে বৃন্দাবনে দেখায়। ভক্তিমার্গে মানুষ এসব বসে-বসে তৈরী করেছে। প্র্যাকটিক্যাল মধুবন তো এটাই। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমরা সত্যযুগ-ত্রৈতা থেকে পুনর্জন্ম নিতে-নিতে এখন সঙ্গমে এসে দাঁড়িয়েছি -- পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য। বাবা এসে আমাদের স্মৃতি প্রদান করেছেন। কে এবং কিভাবে ৮৪ জন্ম নেবে, তাও তোমরা জানো। মানুষ শুধু বলে দেয় বোঝে না কিন্তু কিছুই। বাবা ভালভাবে বোঝান। সত্যযুগে সতোপ্রধান আত্মারা ছিল, শরীরও সতোপ্রধান ছিল। এ'সময় তো সত্যযুগ নেই, এ হলো কলিযুগ। আমরা স্বর্ণযুগে ছিলাম। পুনরায় পরিক্রমণ করে পুনর্জন্ম নিতে-নিতে আমরা লৌহযুগে(আয়রন এইজ) এসে পৌঁছেছি এরপর অবশ্যই আবার পরিক্রমা করতে হবে। এখন যেতে হবে নিজের ঘরে। তোমরা তো হারানিধি বাচ্চা, তাই না! হারানিধি তাদের বলা হয় যারা নিখোঁজ হয়ে যায়, পুনরায় বহুকাল পরে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়। তোমরা ৫ হাজার বছর পর এসে মিলিত হয়েছো। বাচ্চারা, তোমরাই জানো -- ইনি হলেন সেই বাবা যিনি ৫ হাজার বছর পূর্বে আমাদের এই সৃষ্টি-চক্রের জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। স্বদর্শন-চক্রধারী বানিয়েছিলেন। এখন পুনরায় বাবা এসে মিলিত হয়েছেন। আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রদানের জন্য। এখানে বাবা আমাদের উপলব্ধি (রিয়েলাইজ) করান। এরমধ্যে আত্মার ৮৪ জন্মের উপলব্ধিও চলে আসে। এ'সব বাবা বসে-বসে বোঝান। যেমনভাবে ৫ হাজার বছর পূর্বেও বুঝিয়েছিলাম -- মানুষকে দেবতা বা কাঙ্গালকে মুকুটধারী বানানোর জন্য। তোমরা জানো যে, আমরা ৮৪ বার পুনর্জন্ম নিয়েছি। যারা নেয় নি তারা এখানে শেখার জন্য আসবেও না। কেউ অল্প বুঝবে। নশ্বরের অনুক্রম তো আছেই, তাই না! নিজের নিজের ঘর-গৃহস্থ থাকতে হবে। সকলে এখানে এসে তো বসবে না। রিফ্রেশ হতে তারাই আসবে, যারা অতি উচ্চপদ প্রাপ্ত করার অধিকারী হবে। স্বল্প পদাধিকারীরা অধিক পুরুষার্থও করবে না। এই জ্ঞান এমন যে, এতটুকুও যদি কেউ পুরুষার্থ করে তাও তা ব্যর্থ হয়ে যাবে না। সাজাভোগ করে চলে আসবে। ভাল পুরুষার্থ করলে সাজাও কম হয়। স্মরণের যাত্রা ব্যতীত বিকর্ম বিনাশ হবে না। প্রতিমুহূর্তে নিজেকে এ'কথা স্মরণ করাও। যদি কোনো মানুষকে পাও, তখন প্রথমে তাকে এটা বোঝাতে হবে -- নিজেকে আত্মা মনে করো। এই নাম তো পরে শরীরের জন্য পেয়েছো। কাউকে ডাকলে শরীরের নাম ধরে ডাকবে। এই সঙ্গমেই অসীম জগতের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের ডাকেন। তোমরা বলবে আধ্যাত্মিক পিতা এসেছেন। বাবা বলবেন, আমার আত্মিক বাচ্চারা। প্রথমে আত্মা, পরে বাচ্চাদের নাম নেন। আত্মা-রূপী বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আধ্যাত্মিক বাবা কি বোঝান। তোমাদের বুদ্ধি জানে -- শিববাবা এই ভগীরথে (ভাগ্যশালী রথ ব্রহ্মা) বিরাজমান, আমাদের তিনিই রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আর কোন মানুষ নেই যার মধ্যে বাবা এসে রাজযোগ শেখাবেন। সেই পিতা আসেনই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে, আর কোনো মানুষ এভাবে বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না। এও তোমরা জানো যে, এ'শিক্ষা এই বাবার(ব্রহ্মা) নয়। ইনি তো জানতেনই না যে কলিযুগ সমাপ্ত হয়ে সত্যযুগ আসবে। এঁনার এখন কোনো দেহধারী গুরু নেই আর সব মানুষই তো বলে যে, অমুকে আমাদের গুরু। অমুকে মহাজ্যোতিতে বিলীন হয়ে গেছে। সকলের দেহধারী গুরু রয়েছে। ধর্মস্থাপকও দেহধারী। এই ধর্ম

কে স্থাপন করেছে ? পরমপিতা পরমাত্মা ত্রিমূর্তি শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেছেন। ঐনার শরীরের নাম ব্রহ্মা। খ্রিস্টানরা বলবে খ্রাইস্ট এই ধর্ম স্থাপন করেছে। সে তো দেহধারী। চিত্রও রয়েছে। এই ধর্মের ধর্মস্থাপকের চিত্র কি দেখাবে ? শিবেরই দেখাবে। শিবের চিত্র কেউ বড়, কেউ ছোট বানায়। হন তো তিনি বিন্দুই। তাঁর নাম-রূপও রয়েছে কিন্তু অব্যক্ত। এই নয়নের দ্বারাই দেখতে পারবে না। বাচ্চারা, শিববাবা তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য দিয়ে গেছেন, তবেই তো স্মরণ করো, তাই না! শিববাবা বলেন -- মন্মুনাভব। আমায় অর্থাৎ একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো। কারোর স্তুতি করা উচিত নয়। আত্মার বুদ্ধিতে যেন কোন দেহ না আসে, এ হলো ভালভাবে বোঝার মতন বিষয়। আমাদের শিববাবা পড়ান, সারাদিন এটাই রিপীট করতে থাকো। শিব ভগবানুবাচ, সর্বপ্রথমে অল্ফ অর্থাৎ ঈশ্বরকেই বুঝতে হবে। এটাই পাকা না হলে, আর যদি বে অর্থাৎ বাদশাহীর(রাজস্ব) কথা বলি তাহলে তো কিছুই বুদ্ধিতে বসবে না। কেউ বলে, এ তো সঠিক কথা। কেউ বলে, এটা বোঝার জন্য সময়ের প্রয়োজন। কেউ বলে, বিচার-বিবেচনা করবো। অনেকধরনের আসে। এ হলো নতুন কথা। পরমপিতা পরমাত্মা শিব আত্মাদের বসে পড়ান। বিচার চলতে থাকে, কি করা যায় যাতে মানুষ এসব বুঝতে পারে। শিবই জ্ঞানের সাগর। আত্মাকে জ্ঞানের সাগর কিভাবে বলবে, যার শরীরই নেই। তিনি জ্ঞানের সাগর তাহলে অবশ্যই কখনো জ্ঞান শুনিয়েছেন তবেই তো তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। এমনি-এমনিই কেন বলবে? কেউ-কেউ অনেক পড়াশোনা করে,তখন বলা হয় ইনি তো অনেক বেদ-শাস্ত্রাদি পড়েছেন, তাই এনাকে শাস্ত্রী বা বিদ্বান বলা হয়। বাবাকে জ্ঞানের সাগর, সর্বময়কর্তা বলা হয়। অবশ্যই তিনি এখানে এসেছিলেন তারপর চলে গেছেন। প্রথমে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, এখন কলিযুগ না সত্যযুগ ? নতুন দুনিয়া নাকি পুরোনো দুনিয়া ? এইম অবজেক্ট তো তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ যদি থাকতো তাহলে ওঁনাদের রাজ্য হতো। এই পুরোনো দুনিয়া, এই কাঙ্গালদ্ব কখনই আসতো না। এখন কেবল ওঁনাদের চিত্রই রয়েছে। মন্দিরে মডেল দেখানো হয়। নাহলে ওখানে ওঁনাদের মহল, বাগিচাদি কত বড়-বড় হয়। তারা কি শুধু মন্দিরেই থাকবে! না তা থাকবে না। প্রেসিডেন্টের বাড়ি কত বিশালাকৃতির হয়। দেবী-দেবতারো তো বড়-বড় প্রাসাদে থাকবে। সেখানে অনেক জায়গা। ওখানে ভয়-ভীতি ইত্যাদির কোনও কথাই নেই। সদাই ফুলের মেলা অর্থাৎ ফুল ফুটেই থাকে। কাঁটা থাকেই না। ওটা হলো বাগিচা। ওখানে কাঠ ইত্যাদি জ্বালানো হবে না। কাঠ জ্বললে ধোঁয়া হয় তাতে দুঃখের অর্থাৎ অস্বস্তির অনুভূতি হয়। ওখানে আমরা অতি ছোট জায়গায় বসবাস করি। পরে সেই স্থান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। অনেক সুন্দর সুন্দর বাগান থাকবে, সুগন্ধ আসতে থাকবে। জঙ্গল হবেই না। যদিও দেখতে পাবে না কিন্তু এখন তা অনুভব করবে। ধ্যানে তোমরা অনেক বড়-বড় প্রাসাদাদি দেখে আসো, সেসব এখানে তৈরী করতে পারবে না। সাফাৎকার হয়ে আবার তা হারিয়ে যাবে। সাফাৎকার তো হয়েছে, তাই না! রাজা, যুবরাজ-যুবরানী থাকবে। স্বর্গ অতি রমণীয় হবে। যেমন এখানে মহীশূর ইত্যাদি রমণীয়, তেমনই ওখানে অতি মনোরম বাতাস বইতে থাকে। জলের ঝরনা বইতে থাকে। আত্মা মনে করে -- আমরা ভাল-ভাল জিনিস নির্মাণ করবো। স্বর্গ তো আত্মা তো স্বর্গকে স্মরণ করে, তাই না! বাচ্চারা, তোমরা রিয়েলাইজ করো -- কি কি হবে, কোথায় আমরা ছিলাম। এই সময় এসব স্মৃতিতে থাকে। চিত্র দেখো, তোমরা কত সৌভাগ্যশালী ছিলে। ওখানে দুঃখের কোন কথাই থাকবে না। আমরা তো স্বর্গে ছিলাম, পরে নীচে নেমেছি। এখন পুনরায় স্বর্গে যেতে হবে। কিভাবে যাবে ? দড়ি বেঁধে ঝুলে-ঝুলে যাবে কি ? আত্মারূপী আমরা তো শান্তিধামের বাসিন্দা। বাবা তোমাদের মনে করিয়েছেন যে, এখন তোমরা পুনরায় দেবতায় পরিনত হচ্ছে আর অন্যদেরকেও তৈরী করছো। ঘরে বসেও কতজন সাফাৎকার করে। সংসারজালে আবদ্ধ মাতারা(বাঁধেলী) কখনো সাফাৎ করেছে নাকি, না করে নি। কিভাবে আত্মা উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। নিজের ঘরে যাওয়ার সময় নিকটে এলে, আত্মার খুশী হতে থাকে। তারা বোঝে যে, বাবা আমাদের জ্ঞান-শৃঙ্গার করতে এসেছেন। শেষে একদিন সংবাদপত্রেও বেরোবে। এখন তো নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান সব সামনে আসবে। তারা জানে যে, কল্প-পূর্বেও এরকম হয়েছিল। যেই মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে গেছে তার চিন্তন করা উচিত নয়। কল্প-পূর্বেও সংবাদপত্রে এমনভাবে পড়েছিল। পুনরায় পুরুষার্থ করতে হয়। গোলমাল যা হওয়ার ছিল তা তো হয়েই গেছে। নাম তো হয়ে গেছে, তাই না! পুনরায় তোমরা রেসপন্স করো। কেউ পড়ে, কেউ পড়ে না। অবসর(সময়) পায় না। অন্যান্য কাজ করতে লেগে পড়ে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, এ হলো অসীম জগতের বড় ড্রামা। টিক-টিক করে চলতে থাকে, চক্র আবর্তিত হতে থাকে। এক সেকেন্ডে যা অতিবাহিত হয়ে যায় তা পুনরায় ৫ হাজার বছর পর রিপীট হয়। যা হয়ে গেছে তা এক সেকেন্ড পর স্মরণে আসে। এমন ভুল হয়ে গেছে, ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। কল্প-পূর্বেও এমনই ভুল হয়েছিল, যা অতীত হয়ে গেছে। এখন পুনরায় ভবিষ্যতে আর করবে না। পুরুষার্থ করতে থাকে। তোমাদের বোঝানো হয় যে, প্রতিমুহূর্তে এমন ভুল হওয়া ঠিক নয়। এই কাজ ভাল নয়। হৃদয় দংশিত হয় -- আমাদের দ্বারা এমন কার্য সংঘটিত হয়েছে। বাবা বোঝান, এমন কোরো না, কেউ দুঃখ পাবে। বারণ করা হয়। বাবা বলে দেন -- এমন কাজ কোরো না, না বলে কোনো জিনিস তুলে নিলে তাকে চুরি বলা হয়। এমন কাজ কোরো না। কড়া কথা বোলো না। আজকাল দুনিয়া দেখো কেমন হয়ে গেছে -- কেউ চাকরের উপর রাগ করলে সেও তখন শত্রুতা করতে থাকে। ওখানে তো বাঘে-গরুতে পরস্পর ক্ষীরখন্ড (মিলেমিশে) হয়ে থাকে। অনৈক্য(লুনপানী) আর

ঐক্য(ক্ষীরখন্ড)। সত্যযুগে সকল মনুষ্য আত্মারা পরস্পর ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকে। আর এই রাবণ-রাজ্যে সকল মানুষ পরস্পর বিরোধী হয়। বাবা আর তার সন্তানের মধ্যেও বিরোধ রয়েছে। কাম মহাশত্রু, তাই না! কাম-কুঠারের আঘাতে একে-অপরকে দুঃখ দেয়। সমগ্র এই দুনিয়াই বিরোধপূর্ণ। সত্যযুগীয় দুনিয়া হলো ক্ষীরখন্ড। এইসমস্ত কথা দুনিয়া কি জানে! মানুষ তো স্বর্গকে লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়। তাই কোনো কথা বুদ্ধিতে থাকতে পারে না। যারা দেবতা ছিল কেবল তাদেরই স্মৃতিতে আসে। তোমরা জানো যে, এই দেবতারা সত্যযুগে ছিল। যারা ৮৪ জন্ম নিয়েছিল পুনরায় তারাই এসে পড়বে এবং কাঁটা থেকে ফুল হবে। এ হলো বাবার একমাত্র ইউনিভার্সিটি, এর শাখা-প্রশাখা বের হতে থাকে। খুদা যখন আসবে তখন তাঁর সহযোগী হবে, যাদের দ্বারা স্বয়ং খুদা রাজত্ব স্থাপন করবেন। তোমরা জানো যে, আমরা হলাম খুদার(ঈশ্বর) সহযোগী। ওরা শারীরিক সহযোগিতা করে, এ হলো আত্মিক। বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে আত্মিক সেবা শেখাচ্ছেন কারণ আত্মাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। পুনরায় বাবা সতোপ্রধান বানাচ্ছেন। বাবা বলেন -- মামেকম্ স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এ হলো যোগ-অগ্নি। ভারতের প্রাচীন রাজযোগের গায়ন রয়েছে, তাই না! আর্টিফিসিয়াল যোগ তো অনেক আছে সেইজন্য বাবা বলেন, স্মরণের যাত্রা বলা সঠিক। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে তোমরা শিবপুরীতে চলে যাবে। এটা হলো শিবপুরী। ওটা হলো বিষ্ণুপুরী। আর এ হলো রাবণপুরী। বিষ্ণুপুরীর পর আসে রামপুরী। সূর্যবংশীয়-র পর চন্দ্রবংশীয়। এ হলো সাধারণ কথা। অর্ধেক কল্প সত্যযুগ-ত্রৈতা, অর্ধেককল্প দ্বাপর-কলিযুগ। এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছে। এও কেবলমাত্র তোমরাই জানো। যে ভালভাবে ধারণ করে সে অনেকেও বোঝায়। আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রয়েছি। এও যদি কারোর বুদ্ধিতে থাকে তাহলেও সমগ্র ড্রামা বুদ্ধিতে চলে আসবে। কিন্তু কলিযুগীয় দেহের আত্মীয়-পরিজনেরা স্মরণে আসতে থাকে। বাবা বলেন -- তোমাদের স্মরণ করতে হবে অদ্বিতীয় পিতাকেই। সকলের সঙ্গতিদাতা রাজযোগ শিক্ষা প্রদানকারী একজনই সেইজন্য বাবা বোঝান যে, শিববাবারই জয়ন্তী(জন্মদিন) পালিত হয় যিনি সমগ্র দুনিয়াকে পরিবর্তন করেন। তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো যে, এখন আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রয়েছি। যে ব্রাহ্মণ, তারই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এমন কোনো কর্ম করো না যার ফলে কারোর দুঃখ হয়। কড়া কথা বলা উচিত নয়। অনেক-অনেক ক্ষীরখন্ড (মিলেমিশে) হয়ে চলতে হবে।

২) কোনো দেহধারীর প্রশংসা করা উচিত নয়। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে আমাদের শিববাবা পড়াচ্ছেন, সেই এক-এরই মহিমা করা উচিত। আধ্যাত্মিক সহযোগী হতে হবে।

বরদান:- সকলের গুণ দেখতে-দেখতে নিজের মধ্যে বাবার গুণগুলির ধারণকারী গুণ-মূর্তি ভব সঙ্গমযুগে যে বাচ্চা সর্বগুণের মালা ধারণ করে, সে-ই বিজয়মালায় আসে। সেইজন্য হোলীহংস হয়ে সকলের গুণগুলিকে দেখো আর অদ্বিতীয় পিতার গুণগুলিকে নিজের মধ্যে ধারণ করো। এই গুণমালা সকলের গলায় যেন পড়ানো থাকে। যে যতখানি বাবার গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করে তার গলায় তত বড় মালা পড়ে। গুণমালাকে স্মরণ করলে নিজেও গুণ-মূর্তি হয়ে যায়। এরই স্মৃতি-চিহ্নরূপে দেবতাদের এবং শক্তিরূপিনীদের গলায় মালা দেখানো হয়।

স্লোগান:- সাক্ষীভাবের স্থিতিই যথার্থ নির্ণয়ের সিংহাসন।

08-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন: - — বাবাকে দীননাথ বলা হয় কেন ?

*উত্তর: - — এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া যখন দরিদ্র অর্থাৎ দুঃখী হয়ে পড়েছে তখনই বাবা এসেছেন সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে । দয়া করে কাউকে বস্ত্র দেওয়া, টাকা পয়সা দেওয়া এ কোনো চমত্কারের বিষয় নয় । এর জন্য কেউ বিত্তবান হতে পারে না। এমনটাও নয় যে, অর্থ সাহায্য করলে গরিবের বন্ধু বলা হবে। আমি (বাবা) গরিব অর্থাৎ পতিতদের, যাদের মধ্যে জ্ঞান নেই, তাদের জ্ঞান প্রদান করে পবিত্র করে তুলি।

*গীত:- - বিশ্বকে ভুলে যাওয়ার এই তো মরসুম...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনেছে । বাচ্চারা জানে এই গান দুনিয়ার মানুষ গেয়েছে , কারণ এর কথা বড়ো সুন্দর। এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে হবে। তোমরা প্রথমে এ'সব বুঝতে না। কলিযুগের মানুষের জানা নেই যে নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে, সুতরাং পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে হবে। যদিও এটা বুঝেছে যে পুরানো দুনিয়াকে ছেড়ে যেতে হবে কিন্তু ওরা ভাবে যে এখনও দীর্ঘ সময় বাকি আছে। নতুন থেকে পুরানো হবে, এটা তো বুঝেছে কিন্তু দীর্ঘ সময় (লক্ষ বছর) বলার কারণে ভুলে গেছে। তোমাদের এখন স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাবা বলছেন, নতুন দুনিয়া স্থাপন হতে চলেছে, সেইজন্য পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে হবে। ভুলে গেলে কি হবে ? আমরা এই শরীর ত্যাগ করে নতুন দুনিয়াতে যাব । কিন্তু অজ্ঞতার জন্য এইসব বিষয়ের অর্থ বোঝার জন্য কেউ মনোযোগী হয় না। যেভাবে বাবা বুঝিয়ে বলেন, এমন কেউ নেই যে বুঝিয়ে বলবে। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ। বাচ্চারা এটাও জানে — বাবা (ব্রহ্মা) অতি সাধারণ। অনেক বিশেষ বাচ্চারাও এটা বুঝতে পারে না, ভুলে যায় যে, এনার মধ্যেই শিববাবা আসেন । কোনো ডায়রেকশন দিলে তারা বুঝতে পারে না এটা শিববাবারই ডায়রেকশন । শিববাবাকে সারাদিন ভুলে থাকে । সম্পূর্ণরূপে বুঝতে না পারার কারণে মায়া স্মরণ করতে দেয় না। স্থায়ী ভাবে স্মরণ টিকে থাকে না। পুরুষার্থ করতে-করতে শেষে গিয়ে স্মরণের অবস্থা অবশ্যই স্থায়ী হবে। এই সময় এমন কেউ নেই যে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। বাবা যেমন ঠিক তেমন ভাবে তাঁকে জানতে প্রশস্ত বুদ্ধির প্রয়োজন।

কিছু মানুষ জিজ্ঞাসা করে বাপদাদা গরম পোশাক পড়েন ? তোমরা উত্তরে বলে থাক দুজনেই পড়েন (কস্মাইন্ড রূপে) । শিববাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন আমি কি গরম পোশাক পড়ি ? আমার তো ঠান্ডা লাগে না। তবে হ্যাঁ, যার মধ্যে প্রবেশ করি তার ঠান্ডা লাগে। আমার তো না ক্ষিদে পায়, না তৃষ্ণা, কিছুই পায়না। আমি তো নির্লেপ । সার্ভিস করতে-করতেও এইসব বিষয় থেকে ডিট্যাচ থাকি। আমি খাদ্যও গ্রহণ করিনা, তৃষ্ণাও মেটাই না। যেমন এক সাধু বলত না, না আমি খাই , না পান করি... তারপর কৃত্রিম বেশও ধারণ করে নিয়েছে । অনেকেই তো নিজের নামও দেবতাদের নামে রেখে দেয়। অন্য কোনও ধর্মে দেবী-দেবতা তৈরি হয়না। এখানে কত মন্দির নির্মাণ হয়েছে। সর্বত্র শুধু এক শিববাবাকেই সবাই মানে। বুদ্ধিও বলে ফাদার তো হন একজনই। ফাদারের কাছ থেকেই অবিদ্যার উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে কল্পের এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। যখন আমরা সুখধামে যাই অন্যান্য সবাই তখন শান্তিধামে থাকে। তোমাদের মধ্যেই নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী সবাই যায় এটা বুঝেছ। যারা জ্ঞান সম্পর্কে মনন করে তারা অতি সহজেই এই সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হবে। বাবার দ্বারা-তোমরা রূপ-বসন্ত হয়ে উঠছ। তোমরা রূপ এবং বসন্ত দুটোই (যোগ এবং জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক) । দুনিয়াতে আর কেউ একথা বলতে পারবে না যে আমরা রূপ-বসন্ত। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করছ , শেষ পর্যন্ত নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী পড়বে। শিববাবা আমরা আমাদের পিতা না ! তোমরা অন্তর্মম থেকে এটা অনুভব করো, তাইনা। ভক্তি মার্গে কখনোই অন্তর্মম থেকে এই অনুভব হয়না। এখানে তোমরা সঙ্গমে বসে আছ। বুঝেছ বাবা আবারও এই সময়েই (সঙ্গম যুগে) আসবেন । অন্য সময় বাবার আসার প্রয়োজনই পড়ে না। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা আসার প্রয়োজন নেই। দ্বাপর থেকে কলিযুগেও আসার প্রয়োজন নেই। তিনি আসেন কল্পের সঙ্গম যুগে। বাবা হলেন দীননাথ অর্থাৎ সম্পূর্ণ দুনিয়া যা গরিব ও দুঃখী হয়ে যায় তাদের পিতা। ওঁনার অন্তরে কি হয় ? তিনি ভাবেন যে আমি গরিবের ত্রাণকর্তা, প্রত্যেকের দুঃখ, দারিদ্র্য নিবারণ হওয়া উচিত। জ্ঞান ছাড়া এই দুঃখ দারিদ্র্য দূর করা যায় না। বস্ত্র ইত্যাদি দান করে কাউকে বিত্তশালী বানানো যায় না, তাইনা। অনেক সময়ই গরিবদের দেখে কাপড়-চোপড় দেওয়ার মন হয়। কারণ মনে করা হয় আমি-গরিবের

বন্ধু। শিববাবা বলেন উনি তো শুধুমাত্র এক ধরনের গরিবদের জন্য নন। তিনি গরিব মনে করেন যারা পতিত হয়ে পড়ে আছে, উনি তাদের পাবন করে তোলেন। কারণ তিনি হলেন গরিব-নিবাজ(গরিবদের ত্রাণকর্তা) । ওঁনার কর্তব্যই হলো পতিত থেকে পাবন করে তোলা। তাই তিনি বলছেন আমি কিভাবে অর্থ দিতে পারি ? অর্থ দেওয়ার মতো দুনিয়াতে অনেকেই আছে, তারা প্রচুর ফান্ড (তহবিল) সংগ্রহ করে অনাথদের দান করে থাকে। তারা ভাবে অনাথ অর্থাৎ যাদের কোনো নাথ বা পিতা নেই। অনাথ অর্থাৎ গরিব। তোমরাও গরিব ছিলে, কারণ তোমাদের পিতা ছিলনা , জ্ঞান ছিল না। যে রূপ-বসন্ত (যোগী ও জ্ঞানী) হতে পারে না সে অনাথ তুল্য হয়। যার এদুটোই আছে (জ্ঞান ও যোগ) তাকে সনাথ বলা হয়। সনাথ বিত্তবানকে আর অনাথ গরিবকে বলা হয়। তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে দুনিয়ায় সবাই গরিব, সুতরাং সবাইকে কিছু (জ্ঞান রত্ন) দেওয়া উচিত। বাবা যেহেতু গরিবের নাথ তাই উনি বলেন এমনই কিছু দেওয়া উচিত যাতে সবসময়ের জন্য বিত্তবান হয়ে উঠতে পারে। কাপড়-চোপড় দেওয়া তো অতি সাধারণ ব্যাপার, (যে কেউ-ই দিতে পারে) । আমি কেন ওর মধ্যে যাব । আমি তো তাদের অনাথ থেকে সনাথ করে তুলব। কেউ যতই লক্ষপতি হোক না কেন সে তো অল্প সময়ের জন্য। এটা হলো অনাথদের দুনিয়া, হলোই বা ধনী কিন্তু অল্প সময়ের জন্য। ওখানে (সত্য যুগে) সদা কালের জন্য সনাথ । ওখানে কেউ এমন কর্ম করে না যে তার জন্য অনুশোচনা হবে। এখানে অসংখ্য গরিব, যে ধনী সে তো মন করে আমি স্বর্গে আছি। কিন্তু স্বর্গে যে নেই তোমরা সেটা জানো। এই সময় কোনও মানুষ সনাথ নয়, সবাই অনাথ। এইসব টাকা-পয়সা ইত্যাদি তো সব মাটিতে মিশে যাবে। মানুষ তো মনে করে তাদের এতো ধন-সম্পত্তি রয়েছে যে তাদের নাতি-নাতনিরা ব্যবহার করতে পারবে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অব্যাহত থাকবে। তবে এমনটা হবে না। তোমরা জান এসবই বিনাশ হয়ে যাবে। সেইজন্যই তোমাদের এই সম্পূর্ণ দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসে।

তোমরা জান নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ, পুরানো দুনিয়াকে নরক বলা হয়। বাবা আমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য বিত্তবান করে তুলছেন। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। বাবা কত বিত্তবান করে তোলেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিত্তবান কীভাবে হয়েছে ? কোনও বড় ব্যবসায়ী বা বিত্তবানের কাছ থেকে কি উত্তরাধিকার পেয়েছে না কি লড়াই করে পেয়েছে ? যেমন অন্যরা রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত করে, তেমন করেই এরা কি রাজ সিংহাসন পেয়েছিল ? নাকি কর্ম অনুসারে এই ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছে ? পরমাত্মা পিতা যেভাবে কর্ম সম্পর্কে বুঝিয়েছেন তা অনন্য। কর্ম-অকর্ম-বিকর্ম শব্দের অর্থ তো তোমাদের পরিষ্কার হয়েছে, তাইনা। শাস্ত্রে যদিও কিছু শব্দ আছে সঠিক, কিন্তু এক বস্তু আটাতে এক চিমটে নুনের মতো (আটা মাখার সময় যেটুকু নুন দেওয়া হয়)। বর্তমান দুনিয়াতে যেখানে কোটি কোটি মানুষ, সেখানে সত্যযুগে মাত্র ৯ লক্ষ। শতকরা ভগ্নাংশে যা এক চতুর্থাংশও নয়। এরই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে আটাতে নুনের ভাগ। দুনিয়ার বেশির ভাগ অংশই বিনাশ হয়ে যাবে, অল্প সংখ্যকই সঙ্গম যুগের শেষে অবশিষ্ট থাকবে। তার আগেই যারা শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে, তারা পরের দিকে যাওয়া আত্মাদের ঘরে নিয়ে যাবে। যেমন মুগলী নামে যে মেয়েটি ছিল, সে সুন্দর ঘর পরিবার পেয়েছিল । কৃত কর্মের ফলাফলের উপরেই সুখ-শান্তি নির্ভর করে। সেই অনুযায়ী সুখ থাকে। অল্প কিছু দুঃখের মুখও দেখে থাকে। কারণ, সম্পূর্ণ কর্মাতীত অবস্থায় তো কেউ পৌঁছাতেই পারে না। তবুও জন্ম তো বড় আর সুখী ঘরেই নেবে। এমনটাও ভেবো না যে, এখানে কোনও সুখী ঘর নেই। অনেক ভালো পরিবার এখনও দেখা যায়। কিছু পরিবার তো এতো ভালো হয় যে কিছু বলার অপেক্ষাই রাখে না । বাবা (ব্রহ্মা) এমন কিছু পরিবার দেখেছেন । বড় পরিবার একত্রে থাকা সত্ত্বেও এতো শান্ত পরিবেশে সবাই মিলেমিশে থাকে। সবাই একত্রে ভক্তি-অর্চনা করে, গীতা পাঠ ইত্যাদি করে । ব্রহ্মা বাবা জানতে চেয়েছিলেন, একত্রে এতজন থাকে তবুও কি তাদের মধ্যে কোনও ঝগড়া-ঝাটি নেই ? উত্তরে জানিয়েছিল আমাদের কাছে তো স্বর্গ এসে ধরা দিয়েছে যে আমরা সবাই একসাথে থাকি। কোনো লড়াই ঝগড়াতে নেই, সকলে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকে। তারা এখানেই স্বর্গ সুখ অনুভব করে। বুদ্ধিতে যখন স্বর্গের ধারণা আছে - স্বর্গ তো অবশ্যই কখনও ছিল, যা এখন অতীত হয়ে গেছে। আবার তার সূচনা হতে চলেছে। কিন্তু স্বর্গে যাওয়ার জন্য যে স্বভাব-সংস্কার প্রয়োজন তা সচরাচর দেখা যায় না। যদিও স্বর্গে দাস-দাসীরও প্রয়োজন। (সেই সব পদ নির্ণয় হবে গুণের তারতম্য অনুসারে) । রাজধানী স্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে। যারা ব্রাহ্মণ হবে, তারাই দৈবী ঘরানায় যাবে কিন্তু নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। যেমন কারো স্বভাব খুব মিষ্টি হয়, সবার সাথে মিষ্টি ব্যবহার করে। কারো প্রতি রাগ ভাব থাকে না। ক্রোধই মূল দুঃখের কারণ। মনসা-বাচা-কর্মণা (ভাবনা, বাক্য, কর্ম) যার দ্বারাই হোক দুঃখ দিয়ে থাকে, তাদের দুঃখী আত্মা বলে। যেমন বলা হয় — পাপ আত্মা অথবা পুণ্য আত্মা, তখন কিন্তু শরীরের প্রসঙ্গ আসে না। বাস্তবে গুণ বা অবগুণ সে তো আত্মাই ধারণ করে। সেইজন্যই সব পাপ আত্মাও একই রকমের হয়না। সব পুণ্য আত্মাও একইরকম হয়না । নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী হয়। যেমন কোনো স্টুডেন্ট নিজেরাই অনুমান করতে পারে নিজেদের চরিত্র ও অবস্থা সম্পর্কে যে আমরা কেমন আচরণ করি ? সবার সাথেই কি মধুর আচরণ করি ? কেউ কিছু বললে উল্টো-পাল্টা উত্তর দিই না তো ? বাবাও বাচ্চাদের শিক্ষা দেন — সবার সাথেই মধুর ব্যবহার করার জন্য। কেউ যদি সেই ধরনের কিছু বলে, তবুও তাকে উল্টো-পাল্টা জবাব না

দিতে। অনেকেই বাবাকে বলে - বাচ্চাদের ব্যবহারে রাগ হয়। বাবা বলেন যতদূর সম্ভব ভালোবাসা রেখে কাজ করবে। নির্মোহী (মোহহীন) হতে হবে।

বাচ্চারা তোমরা তো বুঝেছ— আমাদের এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হতে হবে। এইম অবজেক্ট সামনে। কত উচ্চ এই এইম অবজেক্ট। শিক্ষা প্রদানকারী বাবাও উচ্চ থেকেও উচ্চতম। কতভাবে শ্রী কৃষ্ণের মহিমা করা হয় — সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পন্ন এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এই রকম হতে চলেছি। তোমরা এখানে এসেছ দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য। এটাই হলো প্রকৃত সত্য-নারায়ণ কথা, যা নর থেকে নারায়ণ তৈরি করে। অমরপুরীতে যাওয়ার জন্য অমরকথা। কোনও সন্ন্যাসীই এইসব বিষয়ে জানেনা। কোনও মানুষকেই জ্ঞানের সাগর বা পতিত-পাবন বলা যায় না। যখন সম্পূর্ণ দুনিয়াই পতিত হয়ে গেছে তখন আমরা কাকে পতিত-পাবন বলতে পারি? এখানে কেউ-ই পুণ্য আত্মা হতে পারে না। বাবা বোঝান — এই দুনিয়া পতিত। শ্রী কৃষ্ণ প্রথম নম্বরে কিন্তু তাকেও ভগবান বলা যায় না। ভগবান হলেন জন্ম-মৃত্যু রহিত যাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় শিব পরমাত্মায়ঃ নমঃ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে দেবতা বলে কিন্তু শিবকে পরমাত্মা বলে থাকে। সুতরাং শিব সবার উপরে। উনি হলেন সবার পিতা, উত্তরাধিকারও তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায়, সর্বব্যাপী বলে দিলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। বাবা স্বর্গ স্থাপনা করেন। সুতরাং অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো প্রথম নম্বরে। ঐশ্বর্যীয় জ্ঞান দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত করেছে। ভারতের প্রাচীন যোগ কেন প্রসিদ্ধ হবে না! যার দ্বারা মানুষ বিশ্বের মালিক হতে পারে, একে বলে সহজ যোগ, সহজ জ্ঞান। অতি সহজ যোগ, এক জন্মের পুরুষার্থ দ্বারাই কত বিশাল প্রাপ্তি হয়ে যায়। ভক্তি মার্গে তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে ঠোঁকর খেয়ে আসছে, প্রাপ্তি কিন্তু কিছুই হয়না। এখানে এক জন্মেই প্রাপ্তি হয়। তাই একে সহজ যোগ বলা হয়। সেকেন্ডেই জীবন মুক্তি। আজকাল কত রকম আবিষ্কার হয়ে চলেছে। সায়েন্সেরও কত ওয়ান্ডার, সাইলেন্সেরও দেখো কত ওয়ান্ডার! কত কিছুই না দেখতে পাওয়া যায়। সে তুলনায় এখানে কিছু নেই। তোমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে বসে আছ। চাকরি বাকরিও করছ। কাজকর্ম করছ...হাত কাজ করে যাচ্ছি (হৃদয় বাবাকে স্মরণ করছে)...কিন্তু মন পড়ে থাকে প্রীতমের প্রতি, বলা প্রিয় আর প্রিয়তম। একে অপরের চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাতে বিকারের সম্বন্ধ না থাকলেও - যেখানেই বসে থাকুক না কেন, সহজেই মনে পড়ে যায়। এক্ষেত্রে তো এমনই হবে থাবার থাচ্ছো, মনে হবে যেন তোমার সামনে উনি দাঁড়িয়ে আছেন। এই অনুভূতির মজা এমনই যে, পরে এমনই অবস্থা হবে যে সবসময়, সর্বক্ষেত্রেই শুধুমাত্র বাবার স্মরণেই মশগুল হয়ে পড়বে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ

১) রূপ-বসন্ত হয়ে সবসময় সুখদায়ী বোল বলতে হবে। কারো দুঃখদায়ী হবে না। জ্ঞানের চিন্তনের মধ্যেই থাকতে হবে। মুখ থেকে যেন জ্ঞান রত্নই নির্গত হয়।

২) নির্মোহী (মোহ মুক্ত) হতে হবে। প্রত্যেকের সাথে ভালোবাসা রেখে কর্ম ব্যবহারে আসতে হবে। ক্রোধ করা চলবে না। অন্যদের সনাথে পরিণত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বরদানঃ অপবিত্রতার চিহ্নকে সমাপ্ত করে হিজ হোলীনেসের টাইটেল প্রাপ্তকারী হোলী হংস ভব হংস কখনোই কাঁকড় চয়ন করে না, রত্নই ধারণ করে। তেমনই হোলী হংস কারো অবগুণ অর্থাৎ কাঁকড়কে ধারণ করে না। সে ব্যর্থ আর সমর্থকে আলাদা করে ব্যর্থকে ছেড়ে দিয়ে, সমর্থকে গ্রহণ করে। এমন হোলী হংসরাই পবিত্র শুদ্ধ আত্মা, তাদের আহাৰ, ব্যবহার সব শুদ্ধ হয়। যখন অশুদ্ধ অর্থাৎ অপবিত্রতার চিহ্ন পর্যন্ত সমাপ্ত হয়ে যাবে তখনই ভবিষ্যতে "হিজ হোলীনেস" টাইটেল প্রাপ্ত হবে। সেইজন্য ভুল করেও কারো অবগুণ ধারণ করবে না।

স্লোগানঃ সর্বস্ব ত্যাগী সে-ই - যে পুরানো স্বভাব, সংস্কারের বংশকেও ত্যাগ করতে পারে।

09-12-20 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- বিকর্মের হাত থেকে রক্ষা পেতে, কোন্ কর্তব্য পালন করেও নিরাসক্ত থাকো ?

*উত্তর:- আত্মীয় এবং বন্ধুদের সেবা করলেও অলৌকিক ঈশ্বরীয় দৃষ্টি রেখে সেবা করো। ওদের প্রতি যেন বিন্দুমাত্রও মোহ তৈরী না হয়। যদি কোনো বিকারগ্রস্ত সম্বন্ধের প্রতি সঙ্কল্পমাত্রও উৎপন্ন হয়, তাহলেই বিকর্ম হয়ে যায়। তাই নিরাসক্ত হয়ে কর্তব্য পালন করো। যতটা সম্ভব দেহী অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করো।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, আজকে তোমাদেরকে সঙ্কল্প, বিকল্প, সঙ্কল্পশূন্যতা অথবা কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের ওপরে বোঝানো হবে। তোমরা যতক্ষণ এখানে আছো, ততক্ষণ অবশ্যই সঙ্কল্প চলবে। সঙ্কল্প ধারণ না করে কোনো মানুষ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। এখানেও সঙ্কল্প চলছে, সত্যযুগেও সঙ্কল্প চলবে এবং জ্ঞানহীন অবস্থাতেও সঙ্কল্প চলে। কিন্তু জ্ঞানমার্গে আসার পরে সঙ্কল্পগুলোকে সঙ্কল্প বলা যাবে না, কারণ তোমরা পরমাত্মা-সেবার নিমিত্ত হয়েছ এবং যজ্ঞের প্রয়োজনে যেসব সঙ্কল্প চলে সেগুলো সঙ্কল্প নয়, সঙ্কল্পশূন্যতা। তবে যেসব নিষ্ফলা সঙ্কল্প চলে, অর্থাৎ কলিযুগের সংসার এবং কলিযুগের আত্মীয় এবং বন্ধুদের প্রতি যেসব সঙ্কল্প চলে সেগুলোকে বিকল্প বলা হয়। সেগুলির জন্যই বিকর্ম তৈরী হয় এবং বিকর্মের জন্যই দুঃখ আসে। তবে যজ্ঞের প্রতি কিংবা ঈশ্বরীয় সেবার প্রতি যেসব সঙ্কল্প চলে, সেগুলো সঙ্কল্পশূন্যতা। সেবার জন্য যদি শুদ্ধ সঙ্কল্প চলে, তাহলে চলুক। দেখো, বাবা তো এখানে তোমাদেরকে লালন পালন করার জন্য বসে আছেন। তাঁর সেবা করার জন্য মা-বাবার অবশ্যই সঙ্কল্প চলে। কিন্তু এই সঙ্কল্পগুলোকে সঙ্কল্প বলা যাবে না, এর দ্বারা কোনো বিকর্ম হয় না। কিন্তু যদি কারোর বিকারগ্রস্ত সম্বন্ধের প্রতি কোনো সঙ্কল্প চলে, তাহলে অবশ্যই বিকর্ম তৈরি হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা বলছেন - আত্মীয়, বন্ধুদের সেবা করতে চাইলে করো কিন্তু অলৌকিক ঈশ্বরীয় দৃষ্টি রেখে করো। যেন একটুও মোহ তৈরী না হয়। নিরাসক্ত হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করা উচিত। যদি কেউ এখানে থেকেও কর্ম সম্বন্ধে থাকার কারণে সেগুলোকে ছিন্ন করতে না পারে, তাদেরও পরমাত্মাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। হাত ধরে থাকলে কিছু না কিছু পদ অবশ্যই পেয়ে যাবে। প্রত্যেকেই নিজেকে জানো যে আমার মধ্যে কোন্ বিকার আছে। যদি কারোর মধ্যে একটাও বিকার থাকে, তাহলে অবশ্যই তাকে দেহ-অভিমানী বলা হবে। যার মধ্যে কোনো বিকার নেই, তাকেই দেহী-অভিমানী বলা যাবে। যদি কারোর মধ্যে একটাও বিকার থাকে, তাহলে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং যে বিকারকে ত্যাগ করবে সে শাস্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে। যেমন দেখো, কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে না কাম আছে, না ক্রোধ আছে, না লোভ আছে, না মোহ আছে..., তারা খুব ভালো সেবা করতে পারে। তারা সর্বদা জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরপুর থাকে। তোমরা সবাই ওদের পক্ষে ভোট দেবে। এটা যেমন আমি জানি, তোমরা বাচ্চারাও জানো - যে ভালো, তাকে সবাই ভালো বলে, যার মধ্যে কোনো কমতি থাকে, তাকে সবাই ভোট দেয় না। এটা নিশ্চিত যে, যার মধ্যে কোনো বিকার আছে, সে সার্ভিস করতে পারবে না। যে বিকার প্রফ, সে সার্ভিস করে অন্যকেও নিজের সমান বানাতে পারবে। তাই বিকার এবং বিকল্পের ওপর সম্পূর্ণ বিজয়ী হতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি সঙ্কল্প চললে তাকে সংকল্পশূন্যতা বলা যায়। বাস্তবে কোনো সঙ্কল্প না চলাকে, সুখ দুঃখের থেকে নির্লিপ্ত হয়ে যাওয়াকে সঙ্কল্পশূন্য অবস্থা বলা হয়। কিন্তু সেটা তো অন্টিমে যখন তোমরা সমস্ত হিসাব চুকিয়ে সুখ দুঃখের থেকে নির্লিপ্ত অবস্থায় ফিরে যাও, তখন কোনো সঙ্কল্প চলে না। তখন কর্ম অকর্মের উর্ধ্বে কর্মহীন অবস্থায় থাকো। এখানে তোমাদের অবশ্যই সঙ্কল্প চলবে, কারণ তোমরা সমগ্র দুনিয়াকে শুদ্ধ করার নিমিত্ত হয়েছ। তাই এরজন্য তোমাদের মধ্যে অবশ্যই শুদ্ধ সঙ্কল্প চলবে। সত্যযুগেও শুদ্ধ সঙ্কল্প চলার জন্য সঙ্কল্পকে সঙ্কল্প বলা হয় না, কর্ম করলেও কর্মের বন্ধন তৈরি হয় না। বুঝেছ। কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের এই পরিমাণ তো পরমাত্মার পক্ষেই বোঝানো সম্ভব। তিনিই বিকর্ম থেকে মুক্ত করেন, যিনি এখন সঙ্গমযুগে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তাই বাচ্চারা, নিজের প্রতি খুব সাবধান হও। নিজের হিসাবপত্রের প্রতি নজর দাও। তোমরা এখানে হিসাবপত্র মেটানোর জন্য এসেছ। এমন যেন না হয় যে এখানে এসেও হিসাব তৈরি করতে থাকলে। তাহলে শাস্তি পেতে হবে। গর্ভজেলের শাস্তি কিন্তু মোটেই কম শাস্তি নয়। তাই অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। এটা খুব উঁচু লক্ষ্য, তাই খুব সাবধানে চলতে হবে। বিকৃত সঙ্কল্পগুলোকে পরাজিত করতে হবে। এখন পর্যন্ত তোমরা কতদূর বিকল্পের ওপর জয়ী হয়েছ এবং কতটা সঙ্কল্পশূন্য অর্থাৎ সুখ দুঃখের থেকে নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকো, সেটা তোমরা নিজেরাই জানো। যে নিজেকে বুঝতে পারে না, সে মাশ্বা বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারে। তোমরা ওনাদের উত্তরাধিকারী, তাই ওনারা বলতে পারবেন। সঙ্কল্পশূন্য অবস্থায় থাকলে তোমরা কেবল নিজেরই নয়, যেকোনো বিকারগ্রস্ত মানুষের

বিকর্মকে দমিয়ে রাখতে পারবে। যেকোনো কামুক পুরুষ তোমাদের সামনে আসুক না কেন, তার মধ্যে কোনো বিকারের সঙ্কল্প চলবে না। যেভাবে কেউ যখন দেবতাদের কাছে যায়, তখন ওদের সামনে শান্ত হয়ে যায়, সেইরকম তোমরাও গুপ্ত রূপে দেবতা। তোমাদের সামনে কারোর কোনো বিকারের সঙ্কল্প চলতেই পারে না। কিন্তু এমন কিছু কামুক পুরুষ আছে, যাদের হয়তো কিছু সঙ্কল্প চলবে, কিন্তু তোমরা যদি যোগযুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, তবে তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। দেখো বাচ্চারা, তোমরা তো এখানে পরমাত্মার কাছে বিকারের আহুতি দেওয়ার জন্য এসেছো। কিন্তু কেউ কেউ যথাযথ ভাবে আহুতি দেয়নি, পরমপিতার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়নি। সারাদিন তার বুদ্ধির যোগ বিভিন্ন দিকে ঘুরে বেড়ায় অর্থাৎ সে দেহী-অভিমানী হয়নি। দেহ-অভিমানী হওয়ার জন্য সে যেকোনো ব্যক্তির স্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায় এবং যার ফলে পরমাত্মার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরী হয় না অর্থাৎ পরমাত্মার জন্য সার্থিস করার অধিকারী হয় না। সুতরাং, যারা পরমাত্মার কাছ থেকে সেবা নিয়ে তারপরে অন্যদের সেবা করছে অর্থাৎ পতিতদেরকে পবিত্র করছে, তারাই আমার সত্যিকারের পাকাপোক্ত বাচ্চা। ওরা অনেক ভালো পদ পাবে। এখন স্বয়ং পরমাত্মা এসে তোমাদের বাবা হয়েছেন। সাধারণ রূপধারী ওই বাবাকে চিনতে না পেরে কোনো রকমের সঙ্কল্প তৈরি হওয়ার অর্থ নিজের বিনাশ করা। এবার সেই সময়ও আসবে যখন ১০৮ জন স্ত্রানের গঙ্গা তাদের সম্পূর্ণ অবস্থায় পৌঁছাবে। আর যারা পড়াশুনা করছে না, তারা নিজেরই সর্বনাশ করছে। এটা নিশ্চিতরূপে জানবে যে এই ঈশ্বরীয় যন্ত্রে কেউ যদি লুকিয়ে কোনো কাজ করে, তাহলে জানিজননহার বাবা তাকে অবশ্যই দেখতে পান এবং তারপর তাকে সাবধান করার জন্য তিনি তাঁর সাকার স্বরূপ বাবাকে টাচ করান। তাই কোনো কিছুই লুকানো উচিত নয়। হয়তো কিছু ভুল হয়ে যায়, কিন্তু সেটা বলে দিলেই ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা পেয়ে যাবে। তাই বাচ্চারা, তোমরা সাবধানে থাকবে। বাচ্চাদেরকে প্রথমে নিজেকে বুঝতে হবে যে আমি কে, হোয়াট অ্যাম্ আই। শরীরটাকে তো “আমি” বলা হয় না, আত্মাকেই আমি বলা হয়। আমি আত্মা কোথা থেকে এসেছি ? আমি কার সন্তান ? আত্মা যখন বুঝতে পারে যে আমি আত্মা আসলে পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, তখনই নিজের বাবাকে স্মরণ করার ফলে আনন্দ হবে। বাচ্চারা তখনই আনন্দ পায় যখন তারা বাবার অক্যুপেশন জানতে পারে। যতক্ষণ ছোট থাকে, বাবার অক্যুপেশন জানে না, ততক্ষণ অতটা খুশি আসে না। যখন তারা বড় হতে থাকে, বাবার অক্যুপেশন জানতে পারে, তখন তাদের খুশি এবং নেশা বাড়তে থাকে। তাই আগে তাঁর অক্যুপেশন জানতে হবে যে আমার বাবা কে ? তিনি কোথায় থাকেন ? যদি বলে যে আত্মা তাঁর মধ্যে লীন হয়ে যাবে, তাহলে তো আত্মার বিনাশ হয়ে গেল। তখন কার আনন্দ হবে ? তোমাদের কাছে যেসব কৌতূহলী ব্যক্তির আসেন, তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত যে তোমরা এখানে কোন্ বিষয়ে পড়াশোনা করছো ? এই শিক্ষার দ্বারা কেমন পদ পাওয়া যাবে ? যারা ওই কলেজে পড়াশোনা করে, তারা তো বলে যে আমি ডাক্তার হচ্ছি, আমি ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছি...। তাদের কথা সকলেই বিশ্বাস করে যে এরা সত্যিসত্যিই এইরকম পড়াশোনা করছে। এখানেও স্টুডেন্টরা বলছে যে এটা হলো দুঃখের দুনিয়া যাকে নরক, হেল অথবা ডেভিল ওয়ার্ল্ড বলা হয়। এর বিপরীতে রয়েছে হেভেন অথবা ডিটি ওয়ার্ল্ড, যাকে স্বর্গ বলা হয়। এটা তো সবাই জানে এবং বুঝতেও পারে যে এই দুনিয়াটা ঐরকম স্বর্গ নয়। এটা তো নরক অথবা দুঃখের দুনিয়া, পাপ আত্মাদের দুনিয়া। সেইজন্যই তাঁকে আহ্বান করে - আমাদেরকে পুণ্যের দুনিয়ায় নিয়ে যাও। এখানে যেসব বাচ্চারা পড়াশোনা করছে, তারা জানে যে আমাদেরকে বাবা ওই পুণ্যের দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন। তাই যেসব নতুন স্টুডেন্টরা আসে, তাদের বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত এবং বাচ্চাদের কাছে পড়াশুনা করা উচিত। ওরা তাদের টিচারের অথবা বাবার অক্যুপেশন বলতে পারবে। বাবা তো এখানে বসে বসে নিজের প্রশংসা করবেন না। টিচার কি নিজেই নিজের গুণগান করবে ? সেটা তো স্টুডেন্টরাই বলবে যে ইনি এইরকম টিচার। তাই বলা হয় স্টুডেন্ট শোজ মাস্টার। বাচ্চারা, তোমরা তো এতো কোর্স পড়াশোনা করেছ। তোমাদের কাজ হলো নতুনদেরকে বোঝানো। কিন্তু দুনিয়ায় টিচার যাদের বি.এ., এম.এ. পড়ায়, তারা কখনো নতুন স্টুডেন্টদেরকে এ, বি, সি শেখায় না। তবে কোনো স্টুডেন্ট খুব বুদ্ধিমান হয় এবং তারা অন্যকেও পড়ায়। এক্ষেত্রে গুরু মা-র সুখ্যাতি আছে। ইনি হলেন ডিটি ধর্মের প্রথম মা, যাকে জগদম্মাও (বিশ্বমাতা) বলা হয়। মাতাদের অনেক গুণগান আছে। বঙ্গ কালী, দুর্গা, সরস্বতী এবং লক্ষ্মী - এই চারজন দেবীর প্রচুর পূজা হয়। কিন্তু এই চারজন দেবীর অক্যুপেশন তো জানতে হবে। যেমন লক্ষ্মী হলেন সম্পদের দেবী। তিনি এখানেই রাজত্ব করতেন। তবে কালী, দুর্গা ইত্যাদি নাম তো এনাকেই দেওয়া হয়েছে। যদি চারজন মাতা থাকেন, তাহলে তো চারজন পতিও থাকতে হবে। লক্ষ্মীর পতি হিসেবে তো নারায়ণ সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কালীর পতি কে ? (শঙ্কর) কিন্তু শঙ্করকে তো পার্বতীর পতি বলা হয়। পার্বতী আর কালী তো এক নয়। অনেকেই আছে যারা কালীর পূজা করে, মায়ের আরাধনা করে, কিন্তু পিতার ব্যাপারে কিছু জানে না। কালীর হয় একজন পতি থাকবে, নয়তো একজন পিতা থাকবে। কিন্তু কেউই এইসব বিষয় জানে না। তোমাদেরকে বোঝাতে হবে যে দুনিয়া আসলে একটাই। এটাই একটা সময়ে দুঃখের দুনিয়া বা দোজক হয়ে যায় এবং এটাই তারপরে সত্যযুগে বেহেশ্ত অথবা স্বর্গ হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ এই দুনিয়াতেই সত্যযুগে রাজত্ব করত। এছাড়া কোথাও সূক্ষ্মভাবে কোনো বৈকুণ্ঠ নেই যেখানে সূক্ষ্ম শরীরে লক্ষ্মী-নারায়ণ আছে। তাদের ছবি যখন এখানেই আছে, সুতরাং তারা

নিশ্চয়ই এখানেই রাজত্ব করত। সকল খেলা এই সাকার জগতেই হয়। এই সাকার জগতেরই হিস্ট্রি জিওগ্রাফি রয়েছে। সূক্ষ্ম বতনের কোনো হিস্ট্রি জিওগ্রাফি হয় না। কিন্তু সবকিছু বাদ দিয়ে কোনো কৌতূহলী ব্যক্তিকে সবার আগে বাবার পরিচয় শেখাতে হবে, তারপরে বাদশাহীর সম্মুখে বোঝাতে হবে। বাবা মানে ভগবান, তিনি সুপ্রীম সোল। এটা যতক্ষণ না বুঝতে পারছে, ততক্ষণ পরমপিতার জন্য ততটা ভালোবাসা এবং খুশি আসবে না। কারণ আগে বাবাকে জানলেই তাঁর অক্যুপেশনও জানতে পারবে এবং তখনই খুশি আসবে। এই প্রাথমিক বিষয়টা বুঝতে পারলেই খুশি হবে। ভগবান (গড) তো এভার হ্যাপি, আনন্দ স্বরূপ। আমরা তাঁর সন্তান, তাই আমাদের মধ্যেও কেন ঐরকম খুশি আসবে না ? ঐরকম অপার খুশি কেন আসে না ? আমি ভগবানের সন্তান, সদাসুখী মাস্টার ভগবান। কিন্তু ঐরকম খুশি না থাকলে বোঝা যায় যে নিজেকে বাচ্চা বলে বুঝতে পারেনি। ভগবান এভার হ্যাপি হলেও আমি হ্যাপি নেই, কারণ নিজের বাবাকেই চিনি না। খুব সহজ ব্যাপার। অনেকে আছে যাদের কাছে এই জ্ঞান ধারণ করার থেকেও শান্তি ভালো লাগে, কারণ অনেকেই এই জ্ঞান বুঝতে পারবে না। এতো সময়ও নেই। কেবল বাবাকে জেনে নিয়ে সাইলেন্সে থাকলেও কল্যাণ। যেমন সল্ল্যাসীরা পাহাড়ের ওয়ায় বসে পরমাত্মাকে স্মরণে করে। সেইরকম পরমপিতা পরমাত্মাকে, ওই সুপ্রীম লাইটকে স্মরণ করলেও কল্যাণ হবে। তাঁকে স্মরণ করে সল্ল্যাসীরাও নির্বিকার হতে পারে। কিন্তু ঘরে বসে স্মরণ করতে পারে না। ঘরে থাকলে সন্তানদের প্রতি মোহ তৈরি হয়, তাই সল্ল্যাস নিয়ে নেয়। পবিত্র হয়ে গেলে অবশ্যই সুখের অনুভব হয়। সল্ল্যাসীরা সর্বোত্তম। এই আদিদেবও তো সল্ল্যাসী হয়েছেন। সামনেই এনার মন্দির রয়েছে যেখানে ইনি তপস্যারত আছেন। গীতাতেও বলা আছে - সকল দৈহিক ধর্ম থেকে সল্ল্যাস নাও। ওরা সল্ল্যাস নেওয়ার পরে মহাত্মা হয়ে যায়। গৃহস্থকে মহাত্মা বলার রীতি নেই। স্বয়ং পরমাত্মা এসে তোমাদেরকে সল্ল্যাস করিয়েছেন। সুখ পাওয়ার জন্যই সল্ল্যাস নেয়। মহাত্মারা কখনো দুঃখী হয় না। রাজারাও যখন সল্ল্যাস নেয় তখন মুকুট ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যেমন গোপীচাঁদ সল্ল্যাস নিয়েছিল। নিশ্চয়ই ওতে সুখ পাওয়া যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো খারাপ কাজ করা উচিত নয়। বাপদাদার কাছে কোনো কথা লুকানো উচিত নয়। খুব সাবধানে থাকতে হবে।

২) স্টুডেন্ট শোজ মাস্টার। যাকিছু পড়েছ, সেটা অন্যকেও পড়াতে হবে। এভারহ্যাপী (সদা সুখী) ভগবানের সন্তান - এটা স্মরণে রেখে অসীম খুশিতে থাকতে হবে।

বরদান:- প্রত্যেক আত্মাকে ওপরে ওঠানোর ভাবনা দ্বারা সম্মান প্রদানকারী শুভচিন্তক ভব
প্রত্যেক আত্মার প্রতি শ্রেষ্ঠ ভাবনা অর্থাৎ ওপরে ওঠানোর কিংবা আগে এগিয়ে দেওয়ার ভাবনা রাখার অর্থ শুভচিন্তক হওয়া। নিজের শুভ বৃত্তি এবং শুভ চিন্তক স্থিতির দ্বারা অন্যের খারাপ গুণকেও পরিবর্তন করা, যেকোনো ব্যক্তির দুর্বলতা বা খারাপ গুণকে নিজের দুর্বলতা মনে করে সেটাকে বর্ণনা করা কিংবা ছড়ানোর বদলে অন্তর্লীন করে পরিবর্তন করা - এটাই হলো সম্মান প্রদর্শন। বড় ব্যাপারকে ছোট করে দেওয়া, নিরাশ ব্যক্তিকে শক্তিশালী করা, তার সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তার মধ্যেও সর্বদা উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করা - এটাই হচ্ছে রিগার্ড। যে এইরকম রিগার্ড দিতে পারে, সে-ই শুভচিন্তক।

স্লোগান:- পুরাতন স্বভাব সংস্কারগুলো ত্যাগের ভাগ্যকে নষ্ট করে দেয়, তাই এগুলোকেও ত্যাগ করো।

10-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের সার্ভিস করার শখ থাকে তাদের মুখ্য লক্ষণ কি ?

*উত্তর:- ১. তাদের পুরানো দুনিয়ার আবহাওয়া একেবারেই ভালো লাগবে না, ২. তাদের অনেককে নিজের মতন তৈরি করার সেবা করে খুশী অনুভব হবে, ৩. তাদের পড়া করতে এবং অন্যদের পড়াতে আরাম অনুভব হবে, ৪. বোঝাতে-বোঝাতে গলা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও খুশীতে থাকবে, ৫. তাদের কারো সম্পত্তি চাই না। তারা অন্যদের সম্পত্তির জন্য সময় নষ্ট করবে না। ৬. তাদের মোহ সব দিক থেকে ছিন্ন হয়ে থাকবে। ৭. তারা বাবার মতন উদারচিত্ত হবে। সেবা ছাড়া কিছুই তাদের ভালো লাগবে না।

*গীত:- ওম্ নমো শিবায়....

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা যাঁর মহিমা শুনলে তিনি বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন, এ হল পাঠশালা, তাইনা। তোমরা সবাই এখানে পাঠ পড়ছো টিচারের কাছে। ইনি হলেন সুপ্রিম টিচার, যাঁকে পরমপিতাও বলা হয়। পরমপিতা আত্মিক পিতাকেই বলা হয়। লৌকিক পিতাকে কখনও পরমপিতা বলবে না। তোমরা বলবে এখন আমরা পারলৌকিক পিতার পিতার কাছে বসে আছি। কেউ বসে আছে, কেউ অতিথি হয়ে এসেছে। তোমরা বুঝেছো যে আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে বসে আছি, অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্যে। সুতরাং অন্তরে অনেক খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। মানুষ তো আর্তনাদ করে। এই সময় দুনিয়ায় সবাই বলে যাতে দুনিয়ায় শান্তি হোক। মানুষ তো জানেনা, যে শান্তি কি জিনিস। জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর বাবা কেবল শান্তি স্থাপন করেন। নিরাকারী দুনিয়ায় তো শান্তি-ই থাকে। এখানে চিৎকার করে যে দুনিয়ায় শান্তি কীভাবে হবে ? নতুন দুনিয়া সত্যযুগে শান্তি ছিল, তখন একটি ধর্ম ছিল। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় প্যারাডাইজ, দেবতাদের দুনিয়া। শাস্ত্রে সর্ব ক্ষেত্রে অশান্তির কথা লিখে দিয়েছে। দেখানো হয়েছে দ্বাপরে কংস ছিল, তারপরে হিরণ্যকশ্যপ কে সত্যযুগে দেখানো হয়েছে, ত্রেতায় রাবণের ঝামেলা। সর্বত্র অশান্তি দেখিয়ে দিয়েছে। মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে। প্রার্থনায় ডাকে অসীমের পিতাকে। যখন গড ফাদার আসেন তখনই উনি এসে শান্তি স্থাপন করেন। গড কে মানুষ জানেনা। শান্তি হয় নতুন দুনিয়ায়। পুরানো দুনিয়ায় হয় না। নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন একমাত্র বাবা। তাঁকেই প্রার্থনা করা হয় এসে শান্তি স্থাপন করুন। আর্থ সমাজগণ গান গায় শান্তি দেবা।

বাবা বলেন প্রথমে হল পবিত্রতা। এখন তোমরা পবিত্র হচ্ছে। সেখানে পবিত্রতাও আছে, শান্তিও আছে, হেল্থ-ওয়েলথ সব আছে। ধন ব্যতীত মানুষ উদাসীন হয়ে যায়। তোমরা এখানে আসো এই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ সম বিত্তবান হওয়ার জন্যে। তারা বিশ্বের মালিক ছিলেন তাইনা। তোমরা এসেছো বিশ্বের মালিক হতে। কিন্তু সেই বুদ্ধি নম্বর অনুসারে থাকে। বাবা বলেছিলেন - যখন প্রভাতফেরীতে যাও তখন সাথে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র অবশ্যই রাখবে। এমন যুক্তি রচনা করো। এখন বাচ্চাদের বুদ্ধি স্পর্শবুদ্ধি হবে। এই সময় বুদ্ধি তমোপ্রধান থেকে রজো পর্যন্ত গেছে। এখনও সতো, সতোপ্রধান পর্যন্ত যেতে হবে। তেমন শক্তি এখন নেই। স্মরণে থাকে না। যোগবল কম আছে। চট করে সতোপ্রধান হতে পারবে না। এই যে গায়ন আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি, সে তো ঠিক কথা। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছে অর্থাৎ জীবনমুক্ত তো হয়েই গেছে, পরে জীবনমুক্তিতেও সর্বোত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ আছে। যারা বাবার আপন হয় তাদের জীবনমুক্তি তো প্রাপ্ত হয়ই। যদি বাবার আপন হয়ে বাবাকে ত্যাগও করে তবুও জীবনমুক্তি অবশ্যই পাবে। স্বর্গে সাফাইয়ের কর্তব্যে নিয়োজিত হবে। স্বর্গে তো যাবেই। যদিও পদমর্যাদা কম প্রাপ্ত হয়। বাবা অবিনাশী জ্ঞান প্রদান করেন, সেই জ্ঞান কখনও বিনাশ হয় না। বাচ্চাদের মনে খুশীর ঢাক ঢোল ধ্বনিত হওয়া উচিত। এই হায়-হায় হওয়ার পরে বাঃ-বাঃ হবে।

এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। পরে দৈব সন্তান হবে। এই সময় তোমাদের এই জীবন হল হীরে তুল্য। তোমরা ভারতের সার্ভিস করে ভারতকে পীসফুল বানাও। সেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব থাকে। এই জীবন তোমাদের দেবতাদের চেয়েও উঁচু। এখন তোমরা রচয়িতা পিতাকে এবং সৃষ্টি চক্রকে জেনেছো। বলা হয় এই উৎসব ইত্যাদি যা আছে সবই পরম্পরা থেকে চলে আসছে। কিন্তু কবে থেকে ? সে কথা কেউ জানে না। তারা ভাবে যখন থেকে সৃষ্টি শুরু হয়েছে, রাবণ দহন ইত্যাদি সবই পরম্পরা ধরে হয়ে আসছে। এবারে সত্যযুগে তো রাবণ থাকে না। সেখানে কেউ দুঃখে থাকে না তাই গড কেও স্মরণ করে না। এখানে সবাই গড কে স্মরণ করতে থাকে। ভাবে গড ই স্বয়ং বিশ্বে শান্তি স্থাপন করবেন, তাই বলেন

এসে দয়া করুন। আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করুন। বাম্বারা ই বাবাকে স্মরণ করে আহ্বান করে কারণ বাম্বারা তো সুখ দেখেছে। বাবা বলেন - তোমাদেরকে পবিত্র করে সঙ্গে নিয়ে যাবো। যারা পবিত্র হবে না তারা দন্ড ভোগ করবে। এতে মন, বচন, কর্মে পবিত্র থাকতে হবে। মন খুব ভালো হওয়া দরকার। এতখানি পরিশ্রম করতে হবে যাতে শেষ সময়ে কোনও ব্যর্থ চিন্তন না আসে। একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে। বাবা বোঝান এখনও মনে তো সঙ্কল্প আসবেই, যতক্ষণ কর্মতীত অবস্থা না হচ্ছে। হনুমানের মতন অটল হও, এতেই তো খুব পরিশ্রম চাই। যারা আঙুকারী, বিশ্বস্ত, সুপুত্র বাম্বারা আছে তাদের প্রতি বাবার ভালোবাসা বেশি থাকে। ৫ বিকারকে যে জয় করে সে ও এত প্রিয় হয় না। তোমরা বাম্বারা জানো আমরা কল্প-কল্প বাবার কাছে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি অতএব খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকা উচিত। এই কথাও জানো যে স্থাপনের কার্য তো হবেই। এই পুরানো দুনিয়া কবরে পরিণত হবে নিশ্চয়ই। আমরা পরীক্ষানে যাওয়ার জন্যে কল্প পূর্বের মতন পুরুষার্থ করতে থাকি। এই হল কবরখানা। পুরানো দুনিয়া ও নতুন দুনিয়া সিঁড়িতে বোঝাতে হয়। এই সিঁড়ির স্তান খুব ভালো, তবুও মানুষ বোঝে না। এখানে সাগরের তীরের বাসিন্দাও পুরো বোঝে না। তোমাদের তো স্তান ধনের দান করা উচিত। ধন দান করলে ধন বৃদ্ধি পায়। দানী, মহাদানী বলা হয়, তাইনা। যারা হাসপাতাল, ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ করায়, তাদের মহাদানী বলে। তার ফল পর জন্মে অল্পকালের জন্যে অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। যদি ধর্মশালা নির্মাণ করে তো পরজন্মে বাড়ির সুখ পাবে। কেউ অনেক ধন দান করে তো রাজার ঘরে ধনীর ঘরে জন্ম নেয়। সেসব দানের ফল। তোমরা পড়াশোনা করে রাজত্ব প্রাপ্ত করো। এই হল পড়াশোনা এবং দান। এখানে হল ডাইরেক্ট, ভুক্তিমার্গে হয় ইনডাইরেক্ট। শিববাবা তোমাদের পড়াশোনা দ্বারা এইরকম বানিয়ে দেন। শিববাবার কাছে তো আছে ই অবিনাশী স্তান রত্ন। এক-একটি রত্ন হল লক্ষ টাকার। ভক্তির জন্যে এমন বলা হয় না। একে স্তান বলা হয়। শাস্ত্রে ভক্তির স্তান আছে, ভক্তি কীভাবে করা উচিত তারই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। বাম্বারা, তোমাদের রয়েছে স্তানের অপরিমিত নেশা। ভক্তির পরে তোমাদের স্তানের প্রাপ্তি হয়। স্তানের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহীর অপরিমিত নেশা থাকে। যে বেশি সার্ভিস করবে, তাদের নেশা বৃদ্ধি পাবে। প্রদর্শনী অথবা মিউজিয়ামেও যে ভালোভাবে ভাষণ দিতে পারে তাকে ডাকা হয়। সেখানেও অবশ্যই নম্বর অনুসারে হবে। মহারথী, অশ্বারোহী, পদাতিক বিভিন্ন শ্রেণী আছে। দিলওয়াডা মন্দিরেও স্মরণিকা বানানো আছে। তোমরা বলবে এই হল চৈতন্য দিলওয়াডা, ওই হল জড়। তোমরা হলে গুপ্ত তাই তোমাদেরকে জানে না।

তোমরা হলে রাজাধ্বষি, তারা হল হঠযোগ ধ্বষি। এখন তোমরা হলে স্তান স্তানেশ্বরী। স্তান সাগর তোমাদের স্তান প্রদান করেন। তোমরা হলো অবিনাশী সার্জনের সন্তান। সার্জেন তো নাড়ি দেখবেন। যে নিজের নাড়ি দেখতে জানেনা সে অন্যের দেখবে কীভাবে। তোমরা হলে অবিনাশী সার্জনের সন্তান। স্তান অঞ্জন সদগুরু প্রদান করেন এই হল স্তান ইনজেকশন তাইনা। আত্মাকে ইনজেকশন লাগানো হয় তাইনা। এই হল বর্তমানের মহিমা বর্ণনা। এই হল সদগুরুর মহিমা। গুরুদেরকে স্তান ইনজেকশন সদগুরুই দেবেন। তোমরা অবিনাশী সার্জনের সন্তান তাই তোমাদের কর্তব্য হল স্তান ইনজেকশন লাগানো। ডাক্তারদের মধ্যেও কেউ মাসে লক্ষ টাকা, কেউ ৫০০ টাকা আয় করবে। নম্বর অনুসারে এক-দুইজনের কাছে যায়। হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টে জাজমেন্ট প্রাপ্ত হয় - ফাঁসি হবে। তারপরে প্রেসিডেন্টের কাছে আপীল করে তখন প্রেসিডেন্ট ক্ষমাও করে দেন।

বাম্বারা, তোমাদের তো নেশা থাকা উচিত, উদারচিত হওয়া উচিত। এই ভাগীরথে বাবা প্রবেশ করে এনাকে বাবা উদারচিত করে দিয়েছেন তাইনা। স্বয়ং সব কিছু করতে পারেন। এনার দেহে প্রবেশ করে মালিক হয়ে বসেছেন। এই সব ভারতের কল্যাণ অর্থে লাগাতে হবে। তোমরা ধন লাগাও, ভারতের কল্যাণের জন্যে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে খরচের টাকা কোথা থেকে আনছে? বলা, আমরা নিজেরা ই তন-মন-ধন দ্বারা সার্ভিস করি। আমরা রাজত্ব করবো তাই ধনও আমরা ই লাগাবো। আমরা নিজেরাই খরচ করি। আমরা ব্রাহ্মণ রা শ্রীমৎ অনুযায়ী রাজত্ব স্থাপন করি। যে ব্রাহ্মণ হবে সে খরচ করবে। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবে তারপরে দেবতা হবে। বাবা তো বলেন সব চিত্র গুলি এমন ট্রান্সলাইটের বানাও যাতে মানুষ আকৃষ্ট হয়। কারো চট করে স্তান বাণ লেগে যাবে। কেউ জাদুর ভয়ে আসবেই না। মানুষ থেকে দেবতা হওয়া - এই হল জাদু তাইনা। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি। হঠযোগী কখনও রাজযোগ শেখাতে পারে না। এইসব কথা তোমরা এখন বুঝেছো। তোমরা মন্দির সম পরিণত হচ্ছে। এই সময় এই সম্পূর্ণ বিশ্ব হল অসীমের লক্ষ্য (রাবণের রাজ্য)। সম্পূর্ণ বিশ্বে এখন রাবণের রাজত্ব। সত্যযুগ-ত্রৈতায রাবণ ইত্যাদি কীভাবে থাকবে।

বাবা বলেন, আমি এখন যে স্তান শোনাছি, সেসব শোনো। এই চোখ দিয়ে কিছু দেখো না। এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে, তাই নিজের শান্তিধাম-সুখধামকেই স্মরণ করো। এখন তোমরা পূজ্য থেকে পূজারী হচ্ছে। ইনি নম্বর ওয়ান পূজারী ছিলেন, নারায়ণের অনেক পূজা করতেন। এখন পুনরায় পূজ্য নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হচ্ছেন। তোমরাও পুরুষার্থ করে

এমন স্বরূপে পরিণত হতে পারো। রাজধানী তো চলে তাইনা। যেমন কিং অ্যাডওয়ার্ড দি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড চলে। বাবা বলেন তোমরা সর্বব্যাপী বলে আমার অপমান করে এসেছো। তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের উপকার করি। এই খেলাটি এমনই ওয়ান্ডারফুল বানানো হয়েছে। পুরুষার্থ নিশ্চয়ই করতে হবে। কল্প পূর্বে যারা পুরুষার্থ করেছে, তারা ই ড্রামা অনুসারে করবে। যে বাচ্চাদের সার্ভিস করার শখ থাকে, তার রাত-দিন শুধুমাত্র এই চিন্তনই থাকে। তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে রাস্তা পেয়েছো, তাই বাচ্চারা তাই তোমাদের সার্ভিস ছাড়া অন্য কিছু ভালো লাগে না। দুনিয়ার পরিবেশ ভালো লাগে না। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের সার্ভিস না করলে আরাম অনুভব হবে না। টিচারের তো পড়ালেই আনন্দ হয়। এখন তোমরা হয়েছে উচ্চ মানের টিচার। তোমাদের কর্ম কর্তব্য হল এই, যত ভালোভাবে টিচার নিজের মতন বানাবে, তারা ততই পুরস্কার প্রাপ্ত করে। না পড়ালে তাদের আরাম অনুভব হবে না। প্রদর্শনী ইত্যাদিতে রাত বারোটা বাজলেও খুশী অনুভব হয়। ক্লাস্টি অনুভব হয়, গলা ব্যথা হয়ে যায় তবু খুশী অনুভব হয়। ঈশ্বরীয় সার্ভিস তাইনা। এই হল খুব উঁচু সার্ভিস, তাদের আর কিছু ভালো লাগে না। তারা বলবে আমরা এই বাড়ি ইত্যাদি নিয়ে কি করব, আমাদের তো পড়াতে হবে। এই সার্ভিস করতে হবে। সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ হলে বলবে এই সোনা কোন্ কাজে লাগবে যার দ্বারা কান কেটে যায়। সার্ভিস দ্বারা তো ভব সাগর পার হবে। বাবা বলেন, বাড়ি যার নামেই থাকুক, বি.কে.দের সার্ভিস করতে হবে। এই সার্ভিসে কোনো রকম বাইরের বন্ধন ভালো লাগে না। কারো মোহ থাকে। কারো মোহ থাকে না। বাবা বলেন, "মন্মনাভব", তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। খুব সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই সার্ভিস করা উচিত। এতে আয় হয় অনেক। বাড়ি ইত্যাদির কথা নেই। বাড়ি দেবে আর বন্ধনে আবদ্ধ করবে এমন নেবে না। যারা সার্ভিস করতে জানে না তার কাজের নয়। টিচার নিজের মতন বানাবে। তা নাহলে কোনও কাজের নয়। সাহায্যকারী হাতের দরকার তো থাকেই। এতে কন্যাদের, মাতাদের প্রয়োজন বেশি থাকে। বাচ্চারা বোঝায় - বাবা হলেন টিচার, বাচ্চারাও টিচার চাই। এমন নয় টিচার অন্য কোনও কাজ করতে পারবে না। সব কাজ করা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দিন-রাত সার্ভিসের চিন্তনে থাকতে হবে এবং সব রকমের মোহ ত্যাগ করতে হবে। সার্ভিস ছাড়া আরাম নেই, সার্ভিস করে নিজের মতন বানাতে হবে।

২) বাবার মতন উদার চিত্ত হতে হবে। সবার নাড়ি দেখে সেবা করতে হবে। নিজের তন-মন-ধন ভারতের কল্যাণে লাগাতে হবে। অটল-অনড় হওয়ার জন্য আঙুলকারী বিশ্বস্ত হতে হবে।

বরদান:- অন্তর্মুখিতার গুহায় নিবাসরত দেহের উর্ধ্ব অবস্থানকারী নির্লিপ্ত দেহী ভব পাণ্ডবদের যে গুহাগুলি দেখানো হয় - সেসবই হল অন্তর্মুখিতার গুহা। যত দেহের উর্ধ্ব নির্লিপ্ত, দেহী রূপে স্থিত হওয়ার গুহায় বাস করবে, ততই দুনিয়ার আবহাওয়া থেকে উর্ধ্ব থাকবে, পরিবেশের প্রভাব পড়ে না। যেমন গুহার ভিতরে থাকলে বাইরের আবহাওয়া থেকে দূরে থাকা যায়, তেমনই এই অন্তর্মুখিতার গুহাও সব কিছুর থেকে নির্লিপ্ত বানিয়ে বাবার প্রিয় বানিয়ে দেয়। আর যে বাবার প্রিয় হয়, সে স্বতঃতই সবেতে নির্লিপ্ত হয়ে যায়।

শ্লোগান:- সাধনা হল বীজ আর সাধন হল বিস্তার। বিস্তারে সাধনাকে হারাতে হবে না।

১১ - ১২ - ২০ প্রাতঃ মুরলী "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- এই ঈশ্বরীয় মিশনে যারা দৃঢ়ভাবে নিশ্চয়বুদ্ধির, তাদের নিদর্শন কি হবে ?
- *উত্তর:- ১) তারা স্তুতি - নিন্দা --- সবকিছুতেই ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করবে, ২) ক্রোধ করবে না, ৩) কাউকেই দৈহিক দৃষ্টিতে দেখবে না । আত্মাকেই দেখবে, আত্মা হয়েই কথা বলবে, ৪) স্ত্রী - পুরুষ সাথে থেকেও কমল ফুল সমান থাকবে, ৫) কোনো প্রকারের ইচ্ছা থাকবে না ।
- *গীত:- জ্বলবে না কে বহি-পতঙ্গ....

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের পিতা বোঝাচ্ছেন অর্থাৎ ভগবান পড়াচ্ছেন আত্মারূপী ছাত্রদের । ওই স্কুলে যে বাচ্চারা পড়ে, তাদের কেউ আত্মারূপী ছাত্র বলবে না । ওরা তো হলো আসুরী বিকারী সম্প্রদায় । আগে তোমরাও আসুরী অথবা রাবণ সম্প্রদায়ের ছিলে । এখন তোমরা রাম রাজ্যে যাওয়ার জন্য পাঁচ বিকার রূপী রাবণকে জয় করার পুরুষার্থ করছো । এই জ্ঞান যারা প্রাপ্ত করে না, তাদের বোঝাতে হয় - তোমরা রাবণ রাজ্যে আছো । তারা নিজেরা বোঝে না । তোমরা তোমাদের আত্মীয় - পরিজন ইত্যাদিদের বলে -- আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে পড়ি, তাহলেও এমন নয় যে, তারা এতে নিশ্চয় করে । যতই বাবা বলুক না কেন, বা ভগবানই বলুক, তাও নিশ্চিত করে না । নতুনদের তো এখানে আসার অনুমতি নেই । চিঠি ছাড়া বা অনুমতি না নিয়ে কেউই এখানে আসতে পারে না, কিন্তু কোথাও কোথাও কেউ না কেউ এসে যায়, এও হলো নিয়ম ভাঙ্গা । এক একজনের সম্পূর্ণ খবর, নাম ইত্যাদি লিখে জিজ্ঞেস করতে হয় । একে পাঠাবো কি ? তারপর বাবা বলে দেন, আচ্ছা পাঠিয়ে দাও । আসুরী, পতিত দুনিয়ার স্টুডেন্ট যদি হয়, তাহলে বাবা বোঝাবেন, ওই পড়া তো বিকারী, পতিতরা পড়ায় । এখানে ঈশ্বর পড়ান । ওই পড়াতে পাই - পয়সা উপার্জনের দরজা পাওয়া যায় । যদিও কেউ অনেক বড় পরীক্ষায় পাস করে, তাও কতো উপার্জন করবে ? বিনাশ তো সামনে উপস্থিত । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও সব আসবে । এও তোমরাই বুঝতে পারো, যারা বুঝতে পারে না, তাদের বাইরে ভিজিটিং রুমে বসিয়ে বোঝানো হয় । এ হলো ঈশ্বরীয় পাঠ, এখানে নিশ্চয়বুদ্ধিই বিজয়ন্তী হবে অর্থাৎ বিশ্বে তারাই রাজত্ব করবে । রাবণ সম্প্রদায়ের যারা, তারা তো একথা জানেই না । এতে অনেক বড় সাবধানতার প্রয়োজন । অনুমতি ছাড়া কেউই ভিতরে আসতে পারে না । এ কোনো ঘুরে বেড়াবার জায়গা নয় । কিছুদিনে এই নিয়ম কড়া হয়ে যাবে, কেননা ইনি হলেন 'হোলিয়েস্ট অফ দি হোলি' । শিববাবাকে ইন্দ্রও তো বলা হয়, তাই না । এ হলো ইন্দ্রসভা । আগুলে তো নব রত্নও ধারণ করা হয়, তাই না । ওই রত্নের মধ্যে নীলাও তো হয়, পান্না, মাণিকও হয় । এইসব নাম রাখা হয়েছে । পরীদেরও তো নাম আছে, তাই না । তোমরা পরীরা হলে উড়ন্ত আত্মা । তোমাদেরই বর্ণনা আছে, কিন্তু মানুষ এইসব কথা কিছুই বোঝে না ।

মানুষ আগুলেও রত্ন ধারণ করে, তারমধ্যে কিছুকিছু পোখরাজ, নীলম, পেরুজও হয় । কিছুর দাম হাজার টাকা, আবার কিছু - কিছুর দাম ১০ - ২০ হাজার টাকা । বাচ্চারাও তেমনই নম্বরের ক্রমানুসারে থাকে । কেউ তো ভালো পড়ে মালিক হয়ে যায় । কেউ আবার অল্প পড়ে দাস - দাসী হয়ে যায় । রাজধানী তো স্থাপন হচ্ছে, তাই না । তাই বাবা বসে পড়ান । তাঁকেই ইন্দ্র বলা হয় । এ হলো জ্ঞানের বর্ষণ । এই জ্ঞান তো বাবা ছাড়া কেউই দিতে পারে না । তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো এখানেই । যদি নিশ্চিত হয়ে যায় যে, বাবা পড়াচ্ছেন, তাহলে তারা এই পড়াকে আর ছাড়বে না । যারা পাথর বুদ্ধির হবে, তাদের কখনোই তীর লাগবে না । এখানে এসে তারা চলতে - ফিরতে আবার পড়ে যায় । পাঁচ বিকার হলো অর্ধেক কল্পের শত্রু । মায়া তোমাদের দেহ - বোধে নিয়ে এসে থাপ্পড় মেরে দেয়, তারপর আশ্চর্যবত শুনন্তী, কথন্তী আর ভাগন্তী হয়ে যায় । এই মায়া বড়ই প্রবল, এক থাপ্পড়েই ফেলে দেয় । মনে করে যে, আমরা কখনোই নেমে যাবো না, তবুও মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় । এখানে স্ত্রী - পুরুষ উভয়কেই পবিত্র বানানো হয় । এ তো ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই বানাতে পারে না । এ হলো ঈশ্বরীয় মিশন ।

বাবাকে কাণ্ডারী বা মাঝি বলা হয়, আর তোমরা হলে নৌকা । কাণ্ডারী আসে সকলের নৌকাকে পার করাতে । তিনি বলেনও -- সত্যের নৌকা দুলবে কিন্তু ডুবে যাবে না । এতো বিভিন্ন মঠ - পথ আছে । জ্ঞান এবং ভক্তির যেন লড়াই হয় । কখনো ভক্তির বিজয় হবে, অবশেষে তো জ্ঞানেরই বিজয় হবে । ভক্তির দিকে দেখো, সেখানেও কতো বড় - বড় যোদ্ধা

আছে । জ্ঞান মার্গের দিকেও কতো বড় বড় যোদ্ধা আছে । অর্জুন - ভীম ইত্যাদি নাম রাখা হয়েছে । এই সব কাহিনী তো বসে বানানো হয়েছে । তোমাদেরই তো এই মহিমা । তোমাদের এখন হিরো - হিরোইনের অভিনয় চলছে । এই সময়ই যুদ্ধ চলে । তোমাদের মধ্যেও এমন অনেকেই আছে যারা এইসব কথা কে একদম বুঝতে পারে না । যারা খুব ভালো হবে, তাদেরই তীরবিদ্ধ হবে । থার্ড ক্লাস তো এখানে বসতেই পারবে না । দিনে - দিনে অনেক কড়া নিয়ম হতে থাকবে । পাথর বুদ্ধির, যারা কিছুই বুঝতে পারে না, তাদের এখানে বসানোই হলো অনিয়ম ।

এই হল হলো হোলিয়েস্ট অফ হোলি । পোপকে হোলি বলা হয় । এই বাবা তো হলেন 'হোলিয়েস্ট অফ হোলি ।' বাবা বলেন - আমাদের এদের সকলেরই কল্যাণ করতে হবে । এই সবই বিনাশ হয়েই যাবে । এও তো সব কেউ বুঝতেই পারে না । যদিও বা শোনে, কিন্তু এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয় । তাই না কিছু নিজে ধারণ করে, আর না অন্যকে করায় । এমন বাবা - কালাও অনেকেই আছে । বাবা বলেন যে - হিয়ার নো ইভিল (কোনো মন্দ কথা শুনো না) ---- ওরা তো বানরের চিত্র দেখিয়ে দেয়, কিন্তু এ তো মানুষের জন্য বলা হয় । মানুষ তো এই সময় বানরের থেকেও খারাপ । নারদের গল্পও বসে বানানো হয়েছে । তাকে বলা হয়েছিলো - তুমি নিজের মুখ দেখো, পাঁচ বিকার তো ভিতরে নেই ? যেমন সাক্ষাৎকার হয় । হনুমানেরও তো সাক্ষাৎকার হয়, তাই না । বাবা বলেন যে, কল্প - কল্প এইরকম হয় । সত্যযুগে এইসব কোনো ঘটনাই ঘটে না । এই পুরানো দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে । যারা দৃঢ় নিশ্চয়বুদ্ধির, তারা মনে করে যে, পূর্ব কল্পেও আমরা এই রাজত্ব করেছিলাম । বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, এখন দৈবী গুণ ধারণ করো । কোনো নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করো না । স্তুতি - নিন্দা সবকিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে । তোমাদের ক্রোধ করা উচিত নয় । তোমরা কতো উচ্চ স্টুডেন্ট, ভগবান বাবা তোমাদের পড়ান । ওরা তো সরাসরি পড়ায়, তবুও কতো বাচ্চারা ভুলে যায়, কেননা সাধারণ শরীরের দ্বারা পড়ানো তো, তাই না । বাবা বলেন যে, দেহধারীদের দেখলে তোমরা এতটা উঁচুতে উঠতে পারবে না । তোমরা আত্মাকে দেখো । আত্মা ক্রকটের মাঝে থাকে । আত্মা সব শুনে মাথা নাড়ায় । তোমরা সবসময় আত্মার সঙ্গে কথা বোলো । তোমরা আত্মা এই শরীর রূপী আসনে বসে আছো । তোমরা তমোপ্রধান ছিলে, এখন সতোপ্রধান হও । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে দেহ ভাব দূর হয়ে যাবে । তোমাদের অর্ধেক কল্পের দেহ বোধ রয়ে গিয়েছে । এই সময় সকলেই দেহ অভিমানী ।

বাবা এখন বলেন, তোমরা দেহী - অভিমানী হও । আত্মাই সবকিছু ধারণ করে । খাওয়াদাওয়া সবকিছু আত্মাই করে ॥ বাবাকে তো অভ্যক্তা বলা হয় । তিনি হলেন নিরাকার । এই শরীরধারীরাই সবকিছু করে । তিনি কিছুই খান না, তিনি হলেন অভ্যক্তা । তাই একেই সব লোক অনুকরণ করে । কতো মানুষকে ঠকানো হয় । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, পূর্ব কল্পে যারা বুঝেছিলো, তারাই এখন বুঝবে । বাবা বলেন, আমিই কল্পে কল্পে এসে তোমাদের পড়াই আর সাক্ষী হয়ে দেখি । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে যারা তখন পড়েছিলো, তারাই এখন পড়বে । এতে সময় লাগে । বলা হয় - কলিযুগ এখনো চল্লিশ হাজার বছর বাকি আছে । তাহলে তো ঘোর অন্ধকারে আছে, তাই না । একেই অজ্ঞান অন্ধকার বলা হয় । ভক্তি মার্গ আর জ্ঞান মার্গে রাতদিনের তফাৎ । এও বোঝার মতো কথা । বাচ্চাদের খুব খুশীতে ডুবে থাকা উচিত । তোমাদের সবকিছুই আছে, আর কোনো ইচ্ছাই বাকি নেই । তোমরা জানো যে, পূর্ব কল্পের মতো আমাদের সব কামনা পূরণ হয়, তাই তোমাদের উদর পূরণ থাকে । যাদের জ্ঞান নেই, তাদের উদর পূরণ হয়ই না । বলা হয় - খুশীর মতো খাবার নেই । এখানে জন্ম - জন্মান্তরের জন্য রাজত্ব পাওয়া যায় । দাস - দাসী যারা হবে, তাদের এতো খুশী থাকবে না । তোমাদের সম্পূর্ণ মহাবীর হতে হবে । মায়া যেন তোমাদের নাড়াতে না পারে ।

বাবা বলেন - এই দৃষ্টির অনেক সুরক্ষা রাখতে হবে । দৃষ্টি যেন ক্রিমিনাল না হয়, বা ক্রিমিনাল জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট না হয় । নারীকে দেখলেই দৃষ্টি চলায়মান হয়ে যায় । আরে, তোমরা তো ভাই - বোন, কুমার এবং কুমারী, তাই না । তাহলে কর্মেন্দ্রিয় কেন চঞ্চলতা করে । বড় বড় লাথপতি, কোটিপতিদেরও মায়া শেষ করে দেয় । গরীবদেরও মায়া একদম মেরে ফেলে । তখন বলে, বাবা আমি ধাক্কা খেলাম । আরে, দশ বছর পরেও হেরে গেলো । এখন তো পাতালে নেমে গেছে । ভিতর - ভিতর বুঝতে পারে যে, এর অবস্থা কেমন । কেউ কেউ তো আবার খুব ভালো সেবা করে । কন্যাই তো ভীষ্ম পিতামহকে বাণ মেরেছিলো, তাই না । গীতাতে এর অল্পকিছু আছে । এ তো হলোই ভগবান উবাচঃ । কৃষ্ণ ভগবানই যদি গীতা শুনিয়েছিলো, তাহলে কেন বলে - আমি যা বা যেমন, কোনো বিরলতমই (সামান্য কয়েকজন) তা জানতে পারে । কৃষ্ণ যদি এখানে থাকতো, তাহলে না জানি কি করে দিতো । কৃষ্ণের শরীর তো সত্যযুগে থাকে । এও জানে না যে, কৃষ্ণের অনেক জন্মের অন্ত শরীরে আমি প্রবেশ করি । কৃষ্ণের সামনে তো সকলেই চলে আসবে । পোপ ইত্যাদি এলে তো কতো লোক গিয়ে তো দলে দলে জড়ো হয় । মানুষ তো একথা বুঝতেই পারে না যে, এইসময় সকলেই পাতিত, তমোপ্রধান ।

তারা বলেও থাকে যে, হে পতিত পাবন এসো, কিন্তু বুদ্ধিতেই পারে না যে, আমরাই পতিত । বাবা বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । বাবার বুদ্ধি তো সব সেন্টারের অনন্য বাচ্চাদের প্রতি চলে যায় । যখন খুব বেশী অনন্য বাচ্চা এখানে আসে, তখন এখানে দেখি, তা না হলে বাইরের বাচ্চাদের মনে করতে হয় । তাদের সামনে জ্ঞান নৃত্য করি । বেশীরভাগ যদি জ্ঞানী তু আত্মা হয়, তাহলে মজাও আসে । নাহলে মেয়ে সন্তানদের উপর কতো অত্যাচার হয় । কল্পে - কল্পে সহ্য করতে হয় । জ্ঞানে আসার কারণে ভক্তিও ছেড়ে যায় । মনে করো, ঘরে মন্দির আছে, স্ত্রী - পুরুষ উভয়েই ভক্তি করে, স্ত্রীর যদি জ্ঞানের রং লেগে যায়, ফলে ভক্তি করা ছেড়ে দেয়, তাহলে কতো হাস্যামা হয়ে যাবে । বিকারেও যদি না যায়, বা শাস্ত্র ইত্যাদিও না পড়ে, তাহলে তো ঝগড়া হবে, তাই না । এতে অনেক বিঘ্ন আসে, অন্য সৎসঙ্গে যাওয়ার জন্য কেউ আটকায় না । এখানে হলো পবিত্রতার কথা । পুরুষ তো থাকতে পারে না, তখন জঙ্গলে চলে যায়, স্ত্রী কোথায় যাবে ? স্ত্রীর জন্য ওরা মনে করে, এ হলো নরকের দ্বার । বাবা বলেন, স্ত্রী তো হলো স্বর্গের দ্বার । তোমরা মেয়েরাই এখন স্বর্গ স্থাপন করো । এর পূর্বে নরকের দ্বার ছিলো । এখন স্বর্গের স্থাপনা হয় । সত্যযুগ হলো স্বর্গের দ্বার, কলিযুগ হলো নরকের দ্বার । এ হলো বোঝার মতো কথা । বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বুদ্ধিতে পারো । তবুও তো পবিত্র থাকে । বাকি জ্ঞানের ধারণা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে হয় । তোমরা তো ওখান থেকে বের হয়ে এখানে এসে বসেছো, কিন্তু এখন তো বোঝানো হয়, তোমাদের গৃহস্থ জীবনে থাকতে হবে । ওদের এতে সমস্যা হয় । এখানে যারা থাকে তাদের তো কোনো সমস্যা নেই । বাবা তাই বোঝান, গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্পের সমান পবিত্র থাকো । এও এই অস্তিম জন্মের কথা । গৃহস্থ জীবনে থেকে নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মাই শোনে, আবার আত্মাই এমন তৈরী হয়েছে । আত্মাই জন্ম - জন্মান্তর ধরে ভিন্ন - ভিন্ন পোশাক পড়ে এসেছে । এখান আমাদের এই আত্মাদের ফিরে যেতে হবে । বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হতে হবে । মূল বিষয় হলো এটাই । বাবা বলেন যে, আমি আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি । আত্মা ব্রহ্মকুটির মধ্যে থাকে । আত্মা এই অর্গ্যাসের দ্বারা শোনে । এই শরীরের মধ্যে যদি আত্মা না থাকে, তাহলে এই শরীর মৃতদেহ হয়ে যায় । বাবা এসে কতো আশ্চর্য জ্ঞান দেন । পরমাত্মা ছাড়া তো এই কথা কেউই বোঝাতে পারে না । সন্ন্যাসী ইত্যাদি তো কেউই আত্মাকে দেখতেই পারে না । ওরা তো আত্মাকে পরমাত্মা মনে করে । আবার অন্যেরা বলে যে, আত্মাতে কোনো দাগ লাগে না । শরীরকে পরিষ্কার করার কারণে মানুষ গঙ্গা স্নানে যায় । একথা বুদ্ধিতেই পারে না যে, আত্মাই পতিত হয় । আত্মাই সবকিছু করে । বাবা বোঝাতে থাকেন - এমন মনে করো না যে, আমি অমুক - আমি তমুক । তা নয়, সকলেই হলো আত্মা । কোনো জাতিভেদ থাকা উচিত নয় । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো । গভর্নমেন্ট বিশেষভাবে কোনো ধর্মকে মানে না । এই সব ধর্ম তো হলো দেহের কিন্তু সমস্ত আত্মাদের বাবা তো হলো একজনই । আত্মাকেই তো দেখতে হবে । সকল আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যে কথা কাজের নয়, তা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতে হবে, কোনো খারাপ কথা শুনো না -- বাবা যে শিক্ষা দেন, তা ধারণ করতে হবে ।

২) জাগতিক কোনো ইচ্ছা রাখবে না । দৃষ্টির অনেক সুরক্ষা করতে হবে । দৃষ্টি যেন ক্রিমিনাল না হয় । কোনো কর্মেন্দ্রিয়ই যেন চলায়মান না হয় । তোমাদের সর্বদা খুশীতে ভরপুর থাকতে হবে ।

বরদানঃ- মনোযোগ রূপী ঘূতের দ্বারা আত্মিক স্বরূপের তারার চমককে বুদ্ধিকারী আকর্ষণ মূর্ত ভব বাবার দ্বারা, এই জ্ঞানের দ্বারা যখন আত্মিক স্বরূপের তারা ঝলমলে হয়েছে, তখন তা নিভতে পারে না, কিন্তু চমকের অনুপাত কম - বেশী হতে পারে । এই তারা সদা ঝলমলে হয়ে তখনই সবাইকে আকর্ষণ করবে, যখন রোজ অমৃতবেলায় মনোযোগ রূপী ঘূত ঢালতে থাকবে । দীপকে যখন ঘূত ঢালা হয় তখন একরস স্বলতে থাকে । এমনই সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও, অর্থাৎ বাবার সর্ব গুণ বা শক্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করো । এই মনোযোগেই আকর্ষণ মূর্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা সাধনার বীজকে প্রত্যক্ষ করো ।

12-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- নূতন দুনিয়া স্থাপনার নিমিত্ত হবে যে বাচ্চারা, বাবার থেকে তাদের কোন্ ডায়রেকশন প্রাপ্ত হয়েছে ?
- *উত্তর:- বাচ্চারা, এই পুরানো দুনিয়ার সাথে তোমাদের কোনো কানেকশন নেই। নিজেদের হৃদয় এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি রেখো না। বিচার বিবেচনা করে দেখো যে আমি শ্রীমত উলঙ্ঘন করে কর্ম করছি না তো ?
- *গীত:- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই....

(ভোলানাথ সে নিরালা)

ওম্ শান্তি । এখন গান শোনার আর কোনো দরকার হয় না। গান বিশেষ করে ভক্তরাই গায় আর শোনে। তোমরা তো অধ্যয়ন করো। এই গানও বাচ্চাদের জন্যই বিশেষ করে বের হয়েছে। বাচ্চারা জানে, বাবা আমাদের ভাগ্য উচ্চ করে তুলছেন। এখন আমাদের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে আর দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। নিজের পোতামেল (আমি আত্মা রোজা যে কাজ করছি তার হিসাব-পত্র) দেখতে হবে। জমা হচ্ছে না কি, না ঘাটতি হতেই থাকছে ! আমাদের মধ্যে কোনো কমতি নেই তো ? যদি কমতি থাকে, তার জন্য আমাদের ভাগ্যে ঘাটতি পড়ে যাবে, তাই সেটাকে বের করে দেওয়া উচিত। এই সময় প্রত্যেকের নিজেদের ভাগ্য উচ্চ মানের গড়ে তুলতে হবে। তোমরা মনে করো যে আমরা এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারি। যদি একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কাউকে স্মরণ না করো তবে। কারোর সাথে কথা বলার সময়, দেখার সময় বুদ্ধি একের সাথে যুক্ত থাকবে। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে। আমি ব্যতীত আর কারোর প্রতি হৃদয় দিও না আর দৈবী গুণ ধারণ করো। বাবা বোঝান, তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আবার তোমরা গিয়ে এক নম্বর নাও রাজ্য-পদে। এমন না হোক রাজ-পদ থেকে প্রজাতে নেমে গেলে, প্রজার থেকেও নীচে চলে যাও। না, নিজেকে নিরীক্ষণ করো। এই বোধটা তো বাবা ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। বাবাকে, টিচারকে স্মরণ করলে ভয় থাকবে, আমাকে শাস্তি না পেতে হয় । ভক্তিতেও বোঝানো হয় পাপ কর্ম করলে আমরা শাস্তির ভাগীদার হয়ে যাবো। বড় বাবার ডায়রেকশন তো এখনই প্রাপ্ত হয়, যাকে শ্রীমত বলে। বাচ্চারা জানে যে শ্রীমতের দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ হই। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে। কোথাও-কোথাও আমরা শ্রীমত উলঙ্ঘন করে কিছু করছি না তো ? যে ব্যাপারটা ভালো না লাগবে সেটা করা উচিত নয়। ভালো-খারাপ তো এখন বুঝতে পারো, আগে বুঝতে না। এখন তোমরা এমন কর্ম শিখছো যাতে আবার জন্ম-জন্মান্তর কর্ম-অকর্ম হয়ে যায়। এই সময় তো সকলের মধ্যে ৫ ভূত প্রবেশ করে আছে। এখন ভালো করে পুরুষার্থ করে কর্মাতীত হতে হবে। দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। সময় সংকটপূর্ণ হতে থাকছে, দুনিয়া খারাপ হতে থাকছে। প্রত্যেক দিন খারাপ হতে থাকবে। এই দুনিয়ার সাথে তোমাদের যেন কোনো কানেকশনই নেই। তোমাদের কানেকশন হলো নূতন দুনিয়ার সাথে, যা স্থাপন হচ্ছে। তোমরা জানো যে নূতন দুনিয়া স্থাপন করতে আমরা নিমিত্ত হয়েছি। তাই যে এইম্ অবজেক্ট সামনে আছে, তাদের মতো হতে হবে। কোনো আসুরিক গুণ যেন ভিতরে না থাকে। নিরন্তর আত্মিক সার্ভিসে থাকার ফলে অনেক উন্নতি হয়ে থাকে। প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি তৈরী করে। মনে করে অনেক লোক আসবে, বাবার পরিচয় দেবে, আবার সেও বাবাকে স্মরণ করতে লেগে যাবে। সারাদিন এই ভাবনাই চলতে থাকে। সেন্টার খুলে সার্ভিস বাড়ানো, এই সব রত্ন তোমাদের কাছে আছে। বাবা দৈবীগুণও ধারণ করান আর আর ধনভান্ডার প্রদান করেন। তোমরা এখানে বসে বুদ্ধিতে রাখো সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে। পবিত্রও থাকো। মনসা-বাচা-কর্মে কোনো খারাপ কাজ যেন না হয়, তার সম্পূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। বাবা এসেই থাকেন পতিতকে পবিত্র করতে। তার জন্য যুক্তি সমূহও বলতে থাকেন। ওই গুলিই রমণ করতে থাকতে হবে। সেন্টার খুলে অনেককে নিমন্ত্রণ দিতে হবে। প্রেম-পূর্বক বসে বোঝাতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। প্রথমে তো নূতন দুনিয়ার স্থাপনা অত্যাৱশ্যক। স্থাপনা হয় সঙ্গমযুগে। এটাও মানুষের জানা নেই যে এখন হলো সঙ্গমযুগ। এটাও বোঝাতে হবে নূতন দুনিয়ার স্থাপনা, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ - এখন হলো তার সঙ্গম। নূতন দুনিয়ার স্থাপনা শ্রীমত অনুযায়ী হচ্ছে। বাবা ব্যতীত আর কেউই নূতন দুনিয়া স্থাপনার মত দেবে না। বাচ্চারা, বাবা এসেই তোমাদের দ্বারা নূতন দুনিয়ার উদ্ঘাটন করান। একা তো করবেন না। সব বাচ্চাদের সাহায্য করেন। তারা উদ্ঘাটন করার জন্য সাহায্য নেয় না। এসে কাঁচি দিয়ে রিবন (ফিতে) কাটে। এখানে তো সেই ব্যাপার নেই। এক্ষেত্রে তোমরা এই ব্রাহ্মণ কুলভূষণ সাহায্যকারী হও। সব মানুষেরই রাস্তা একদম বিভ্রান্তিকর। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করা এটা বাবারই কাজ। একমাত্র বাবা নূতন দুনিয়ার

স্থাপনা করেন, যার জন্য আত্মিক নলেজ প্রদান করেন। তোমরা জানো যে বাবার কাছে নূতন দুনিয়া স্থাপনা করার যুক্তি আছে। ভক্তি মার্গে তাঁকে ডাকে - হে পতিত-পাবন এসো। যদিও শিবের পূজা করতে থাকে। কিন্তু এটা জানে না যে পতিত-পাবন কে। দুঃখে স্মরণ তো করে - হে ভগবান, হে রাম। রামও নিরাকারকেই বলে। নিরাকারকেই উচ্চ ভগবান বলে। কিন্তু মানুষ খুবই বিভ্রান্ত। বাবা এসে তার থেকে বের করেছেন। যেমন কুয়াশাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে না! এটা তো হলো অসীম জগতের ব্যাপার। অনেক বড় জঙ্গলে এসে পড়া গেছে। বাবা তোমাদেরও ফিল(অনুভব) করিয়েছেন আমরা কোন্ জঙ্গলে পড়ে ছিলাম। এটাও এখন জানতে পারা গেছে- এটা হলো পুরানো দুনিয়া। এরও অন্ত আছে। মানুষ তো রাস্তা একদমই জানে না। বাবাকে ডাকতে থাকে। তোমরা এখন ডাকো না। বাচ্চারা, তোমরা এখন ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো, তাও নম্বর অনুযায়ী। যারা জানতে পারে তারা অনেক খুশিতে থাকে। আরো সকলকে রাস্তা বলে দেওয়ার জন্য তৎপর থাকে। বাবা তো বলতে থাকেন বড়ো-বড়ো সেন্টার খোলো। চিত্র বড়-বড় হলে তো মানুষ সহজে বুঝতে পারবে। বাচ্চাদের জন্য ম্যাপস্ (চিত্র) অবশ্যই চাই। বলা উচিত- এটাও হলো স্কুল। এখানকার হলো এই ওয়ান্ডারফুল ম্যাপস্, ওই স্কুলের নক্সাতে তো থাকে পার্থিব ব্যাপার। এটা হলো অসীম জগতের ব্যাপার। এটাও হলো পার্শালা, যেখানে বাবা আমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দেন আর যোগ্য করে তোলেন। এটা হলো মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠার ঐশ্বরীয় পার্শালা। লেখাই আছে ঐশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। এটা হলো আত্মাদের পার্শালা। শুধু ঐশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় থেকেও মানুষ বুঝতে পারে না। ইউনিভার্সিটিও লিখতে হবে। এইরকম ঐশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় কোথাওই নেই। বাবা কার্ডস্ দেখেছিলেন। কিছু শব্দ ভুল হয়েছিলো। বাবা কতবার বলেছিলেন প্রজাপিতা শব্দটি অবশ্যই রাখো, তবুও বাচ্চারা ভুলে যায়। লেখা সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। যাতে মানুষ জানতে পারে যে এটা হলো ঐশ্বরীয় বড় কলেজ। যে বাচ্চারা সার্ভিসে উপস্থিত হয়, ভালো সার্ভিসেবল, তাদেরও মনের মধ্যে থাকে আমি অমুক সেন্টারের আরও শ্রীবৃদ্ধি করবো, ঠান্ডা হয়ে গেছে, ওদের জাগাবো, কারণ মায়া এমনই যা বারংবার ভুলিয়ে দেয়। আমি হলাম স্বদর্শন চক্রধারী, এটাও ভুলে যায়। মায়া খুবই অপজিশন (বিরোধ) করে। তোমরা আছো যুদ্ধের ময়দানে। মায়া না মাথা মুড়িয়ে উল্টো দিকে নিয়ে যায়, সেটা খুবই সামলে রাখতে হয়। মায়ার ঝড়ের সব দাপট তো অনেকেরই লাগে। ছোটো অথবা বড়ো তোমরা সব আছো যুদ্ধের ময়দানে। পালোয়ানকে মায়ার তুফান নড়াতে পারে না। এই অবস্থাও আসতে চলেছে।

বাবা বোঝান- সময় খুবই খারাপ, অবস্থার অবনতি হয়েছে। রাজস্ব তো সব শেষ হয়ে যাবে। সবাইকে গদি থেকে নামিয়ে দেবে। তখন প্রজারও প্রজার উপর রাজ্য সমগ্র দুনিয়াতে হয়ে যাবে। তোমরা নিজেদের নূতন রাজস্ব স্থাপন করছো যখন তখন এখানে রাজত্বের নামও শেষ হয়ে যাবে। পঞ্চায়েতি রাজ্য হতে চলেছে। যখন প্রজার রাজ্য, তখন তো নিজেদের মধ্যে লড়বে ঝগড়া করবে। স্বরাজ্য বা রামরাজ্য তো বাস্তবে এখানে নেই, সেইজন্য সমগ্র দুনিয়াতে ঝগড়াই হতে থাকে। আজকাল তো হাস্যামা সর্বত্র। তোমরা জানো যে- আমরা নিজেদের রাজস্ব স্থাপন করছি। তোমরা সকলকে রাস্তা বলে দাও। বাবা বলেন- মামেকম্ মানে শুধুই আমাকে স্মরণ করো। বাবার স্মরণে থেকে আরো সকলকেও বোঝাতে হবে- দেহী-অভিমানী হয়ে ওঠো। দেহ-অভিমান ত্যাগ করো। এইরকম না যে তোমাদের মধ্যে সবাই দেহী- অভিমানী হয়েছে। না, হয়ে উঠবে। তোমরা পুরুষার্থ করো আর সকলকেও করাও। স্মরণ করার প্রচেষ্টা করে আবার ভুলে যায়। এই পুরুষার্থ করতে হবে। মূল কথা হলো বাবাকে স্মরণ করা। বাচ্চাদের কতো বোঝান। নলেজ খুবই ভালো প্রাপ্ত হয়। মূল কথা হলো পবিত্র থাকা। বাবা পবিত্র করে তুলতে এসেছেন, তাই আবার পতিত হতে নেই, স্মরণের দ্বারাই তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এটা ভুলে যেতে নেই। মায়া এতেই বিঘ্ন ঘটিয়ে ভুলিয়ে দেয়। দিন-রাত এই রেশ থাকুক আমি বাবাকে স্মরণ করে সতোপ্রধান হবো। স্মরণ এমন সুপরিপক্ক হওয়া উচিত যাতে অন্তিমে এক বাবা ব্যতীত আর কেউই না স্মরণে আসে। প্রদর্শনীতেও সর্বপ্রথম এটা বোঝানো উচিত ইনিই হলেন সকলের পিতা- উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান। সকলের পিতা পতিত-পাবন সন্নতি দাতা হলেন ইনি। ইনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা।

বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে বাবা আসেনই সঙ্গমযুগে। বাবা-ই একমাত্র রাজযোগ শেখান। পতিত-পাবন এক ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না। সর্বপ্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হয়। এখন এক-এক জনকে বসে এইরকম একটা চিত্রের উপর বোঝালে তবে এতো ভীড়কে কীভাবে সামলাতে পারবে! কিন্তু সর্বপ্রথম বাবার চিত্রের উপর বোঝানোটা হলো মুখ্য। বোঝাতে হয়- ভক্তি হলো অপার, জ্ঞান তো হলো এক। বাবা কতো যুক্তি বাচ্চাদের বলতে থাকেন। পতিত-পাবন হলো এক বাবা। রাস্তাও বলে দেন। গীতা কখন শুনিয়েছেন? এটাও কারোর জানা নেই। দ্বাপর যুগকে কেউ সঙ্গমযুগ বলবে না। বাবা তো যুগে-যুগে আসেন না। মানুষ তো একদমই বিভ্রান্ত। সারাদিন এই চিন্তাই চলতে থাকে, কীভাবে-কীভাবে বোঝানো যায়। বাবাকে ডায়রেকশন দিতে হয়। টেপেও মুরলী সম্পূর্ণ শুনতে পারো। কেউ-কেউ বলে টেপের দ্বারা আমি শুনছি, কেননা গিয়ে ডায়রেক্ট শুনি, সেইজন্য সামনে আসে। বাচ্চাদের অনেক সার্ভিস করা উচিত।

রাস্তা বলে দিতে হবে। প্রদর্শনীতে আসে। আচ্ছা-আচ্ছাও বলতে থাকে আবার বাইরে গেলে মায়ার বায়ুমন্ডলে সব উড়ে যায়। জপ(যা শুনে এলো) আর করে না। ওটার আবার পুনরাবৃত্তি করা উচিত। বাইরে গেলে মায়া টেনে নেয়। উত্থিত করতে লেগে যায়। সেইজন্য মধুবনের গায়ন আছে। তোমাদের তো এখন বোধগম্য হয়েছে। তোমরা ওখানে গিয়েও বোঝাবে, গীতার ভগবান কে ? আগে তো তোমরাও এরকমই গিয়ে মাথা ঝাঁকাতো। এখন তো তোমরা একদমই পরিবর্তিত হয়ে গেছো। ভক্তি ছেড়ে দিয়েছো। তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছে। বুদ্ধিতে সমগ্র নলেজ আছে। কে আর জানে ব্রহ্মাকুমার,কুমারীরা কে? তোমরা বুঝতে পারো, বাস্তবে তোমরাও প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমার কুমারী হও। এই সময়ই ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে। ব্রাহ্মণ কুলও অবশ্যই চাই, তাই না! সঙ্গমেই ব্রাহ্মণ কুল হয়। পূর্বে ব্রাহ্মণদের টিকি প্রসিদ্ধ ছিলো। টিকির দ্বারা চিনতো অথবা উত্তরীয় দ্বারা চিনতো এই হলো হিন্দু। এখন তো এই চিহ্নও চলে গেছে। এখন তোমরা জানো যে আমরা হলো ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হওয়ার পর আবার দেবতা হতে পারা যায়। ব্রাহ্মণরাই নূতন দুনিয়া স্থাপন করছে। যোগবলের দ্বারা সতোপ্রধান হচ্ছে। নিজের সমীক্ষা করতে হবে। কোনো আসুরিক গুণ যেন না হয়। নুনজল হতে নেই। এটা তো হলো যজ্ঞ, তাই না! যজ্ঞ দ্বারা সকলের পালন-পোষণ হতে থাকে। যজ্ঞে যারা প্রতিপালিত হন তারা ট্রাস্টি (তত্ত্বাবধায়ক) হয়ে থাকে। যজ্ঞের মালিক তো হলেন শিববাবা। এই ব্রহ্মাও হলেন ট্রাস্টি বা অছি। যজ্ঞের পালন-পোষণ করতে হয়। বাচ্চারা, তোমাদের যা দরকার যজ্ঞ থেকে নিতে হবে। আর কারোর থেকে নিয়ে পরিধান করো, তবে সে স্মরণে আসতে থাকবে। এতে বুদ্ধির লাইন খুবই ক্লিয়ার দরকার। এখন তো ফিরে যেতে হবে। সময় খুবই কম, সেইজন্য স্মরণের যাত্রা সুদূর হোক। এই পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের উন্নতির জন্য আত্মিক সার্ভিসে তৎপর থাকতে হবে। যা কিছু জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত হবে সেই সমস্ত ধারণ করে অপরকেও করাতে হবে।

২) নিজেকে সমীক্ষা করতে হবে- আমার মধ্যে কোনো আসুরিক গুণ নেই তো ? আমি ট্রাস্টি হয়ে থাকি ? কখনো নুনজল হই না তো ? বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার আছে ?

বরদান:- বলা, ভাবা আর করা - এই তিনটিকে সমান করতে সক্ষম জ্ঞানী তু আত্মা ভব
এখন বাণপ্রস্থ অবস্থাতে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হচ্ছে। সেইজন্য দুর্বলতার আমিশ্র ভাবকে বা ব্যর্থতার খেলাকে সমাপ্ত করে বলা, ভাবা আর করা সমান করো, তবে বলা হবে জ্ঞান স্বরূপ। যারা এইরকম জ্ঞান স্বরূপ বাবার মতো জ্ঞানী আত্মা, তাদের প্রতিটি কর্ম, সংস্কার, গুণ আর কর্তব্য সমর্থ (শক্তিশালী) বাবার সমান হবে। তারা কখনো ব্যর্থের বিচিত্র খেলা খেলতে পারে না। সর্বদা পরমাত্মা মিলনের খেলাতে বিজি (ব্যস্ত) থাকবে। এক বাবার সাথে মিলন উদযাপন করবে আর অন্যান্যদেরও বাবার সমান করে তুলবে।

শ্লোগান:- সেবার উৎসাহ ছোটো-ছোটো অসুস্থতাকে বিলীন করে দেয়, সেইজন্য সেবাতে সদা বিজি(ব্যস্ত) থাকো।

"প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রিয়তমার লক্ষণ"

আজ অধ্যাত্ম (রুহানী) প্রিয়তম তাঁর অধ্যাত্ম অনুরাগী আত্মাদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন। সারা কল্পে এই সময়ই আধ্যাত্মিক প্রিয়তম আর প্রিয়াদের মিলন হয়। বাপদাদা নিজের প্রত্যেক প্রিয়াকে দেখে উৎফুল্ল হন - কীভাবে আধ্যাত্মিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে প্রকৃত আপন প্রিয়তমকে জেনে নিয়েছে, প্রাপ্ত করেছে! হারিয়ে যাওয়া প্রিয়াদের দেখে প্রিয়তমও খুশি হন, আবারও নিজেদের যথার্থ ঠিকানায় তারা পৌঁছে গেছে। সর্বপ্রাপ্তি করানোর এমন প্রিয়তম আর অন্য কাউকে খুঁজে পাবে না। আধ্যাত্মিক প্রিয়তম সদা আপন প্রিয়াদের সাথে মিলনের জন্য কোথায় আসেন? যেমন শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম এবং প্রিয়া, এইরকম শ্রেষ্ঠ স্থানেই তোমাদের সাথে মিলিত হতে আসেন। এটা কোন্ স্থান যেখানে তোমরা মিলনোৎসব পালন করছ? এই স্থানকে যেটাই বলো, যে নামে তোমরা চাও সেই সব নাম এই স্থানের জন্য দিতে পারো। সাধারণতঃ, মিলনের স্থান যা সবার অতি প্রিয় লাগে সেটা কোন্ স্থান? মিলন হয় ফুলের বাগিচায় অথবা সাগরের কিনারে, যাকে তোমরা বীচ (সমুদ্রের কিনারা) বলো। তাহলে এখন তোমরা কোথায় বসে আছ? স্তান সাগরের কিনারে আত্মিক মিলন-স্থানে বসে আছ। এ হল আধ্যাত্মিক ও গডলি গার্ডেন (আল্লার বাগিচা)। তোমরা অনেক রকমের গার্ডেন দেখেছ, কিন্তু এমন বাগিচা যেখানে প্রত্যেকে পরস্পর পরস্পরের থেকে অধিক প্রস্ফুটিত ফুল, প্রত্যেকে নিজের পরম (শ্রেষ্ঠ) সৌন্দর্যের সুগন্ধি দিচ্ছে - এমন বাগিচা। এই বাগিচায় বাপদাদা তথা প্রিয়তম মিলিত হতে আসেন। সে'সব বীচ তো তোমরা অনেক দেখেছ, কিন্তু এমন বীচ কবে দেখেছ যেখানে স্তান সাগরের স্নেহের তরঙ্গ, শক্তির তরঙ্গ এবং অন্যান্য বিভিন্ন তরঙ্গ তরঙ্গিত হয়, সদাসর্বদা তোমাদের রিফ্রেশ করে দেয়! এই স্থান তোমাদের পছন্দ, তাই না? স্বচ্ছতাও আছে, মধুরতাও আছে। আর সত্য বিকাশের সৌন্দর্যও আছে। অনেক প্রাপ্তিও আছে। মনোরঞ্জনের এমন বিশেষ স্থান তোমরা সব প্রিয়ার জন্য প্রিয়তম বানিয়েছেন, যেখানে চিরানুরাগ-সীমায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই তোমরা অনেক রকম পরিশ্রম থেকে রেহাই পেয়ে যাও। সবচাইতে বড় - ন্যাচারাল স্মরণের পরিশ্রম তোমরা সহজ অনুভব করো আর কোনো পরিশ্রম থেকে তোমরা অব্যাহতি পাও? লৌকিক জব (চাকরি) থেকেও নিষ্কৃতি পেয়ে যাও। ভোজন বানানো থেকেও নিস্তার পাও। সবকিছু তৈরি করা পেয়ে যাও, তাই না! স্মরণও আপনা থেকেই অনুভব হয়। স্তান রক্তের ঝুলিও ভরতে থাকে। এমন স্থানে তোমরা আসো যেখানে পরিশ্রম থেকে তোমাদের অব্যাহতি মেলে আর অনুরাগে লীন হয়ে যাও।

সাধারণতঃ, স্নেহের বিশেষ লক্ষণ এটাই - দুই, দুই হয়ে না থেকে বরং দুইয়ে মিলে এক হও। একেই বলে, সমাহিত হওয়া। ভক্তরা স্নেহের এই স্থিতিকে সমাহিত হওয়া বা লীন হওয়া বলে দিয়েছে। তারা লীন হওয়ার অর্থ বোঝে না। ভালোবাসায় লীন হওয়া - এটা স্থিতি, কিন্তু স্থিতির পরিবর্তে তারা আত্মার অস্তিত্বকে সবসময়ের জন্য সমাপ্ত করা বোঝে। সমাহিত হওয়া অর্থাৎ সমান হয়ে যাওয়া। যখন বাবার, রুহানী প্রিয়তমের মিলনে মগ্ন হয়ে যাও, তখন সমান অথবা সমাহিত হওয়ার অর্থাৎ বাবার সমান হওয়ার অনুভব করো তোমরা। এই স্থিতিকে ভক্তরা সমাহিত হয়ে যাওয়া বলেছে। তোমরা লীনও হয়ে যাও, সমাহিতও হয়ে যাও। যেমনই হোক, এটা হলো প্রীতি-মিলনের স্থিতির অনুভূতি। বুঝেছ! সেইজন্য বাপদাদা আপন প্রিয়াদের দেখছেন।

প্রকৃত প্রিয়া অর্থাৎ যে সদাসর্বদা প্রিয়া, ন্যাচারাল (স্বতঃ) প্রিয়তমা। প্রকৃত প্রিয়তমার বিশেষত্বও তোমরা জানো, তবুও তার মূখ্য লক্ষণ হলো:-

প্রথম লক্ষণ - সময় অনুসারে এক প্রিয়তমের সাথে সর্ব সস্বন্ধের অনুভূতি করা। প্রিয়তম এক, কিন্তু একের সাথেই সর্ব সস্বন্ধ। যে সস্বন্ধ তুমি চাও, আর যে সময়ে যে সস্বন্ধের আবশ্যিকতা সেই সময় সেই সস্বন্ধকে প্রীতির পরিপূর্ণতার দ্বারা অনুভূতি করতে পারো। সুতরাং প্রথম লক্ষণ, সর্ব সস্বন্ধের অনুভূতি। 'সর্ব' শব্দকে আন্ডারলাইন করো। শুধু সস্বন্ধ নয়, এমন অনেক তরলমতি প্রিয়া আছে যারা ভাবে তাদের সস্বন্ধ তো জুড়ে গেছে! কিন্তু 'সর্ব' সস্বন্ধ কি জুড়েছে? আর দ্বিতীয়তঃ, সময়মতো সস্বন্ধের অনুভূতি হয়? নলেজের আধারে সস্বন্ধ নাকি হৃদয়ের অনুভূতিতে? বাপদাদা সত্যিকার সরল হৃদয়ের সাথেই খুশি হন। শুধু অত্যন্ত তেজ মস্তিষ্কের সাথে তিনি খুশি হন না, কিন্তু হৃদয়নিধি তাদের হৃদয়ের প্রতি খুশি। সেইজন্য হৃদয়ের অনুভব হৃদয় জানে, হৃদয়নিধি জানে। সমাহিত হওয়ার স্থান হৃদয়কে বলা হয়, মস্তিষ্ককে নয়। নলেজের সমাহিত হওয়ার স্থান মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধি, যতই হোক, প্রিয়তমকে সমাহিত করতে হয় হৃদয়-স্থলে। প্রিয়তম তাঁর

প্রিয়াদের বিষয়েই তো শোনাবেন, তাই না ! কোন কোন প্রিয়া বেশি মাথা খাটায়, কিন্তু যখন হৃদয় দিয়ে করছ, সেই পরিশ্রম মাথার পরিশ্রমের থেকে অর্ধেক হয়ে যায়। যে হৃদয় দিয়ে সেবা করে বা স্মরণ করে, তার পরিশ্রম কম ও সন্তুষ্টিতা বেশি হয় এবং যে হৃদয়ের স্নেহে স্মরণ করে না ও সেবা করে না, তার বেশি পরিশ্রম করতে হয়, সন্তুষ্টিতা কম হয়। সফলতা যদিও বা হয়, তথাপি হৃদয়ের সন্তুষ্টিতা কম হবে। এটাই ভাবতে থাকবে - 'যা হয়েছে ভালো, কিন্তু তবু, তবুও ...' করতে থাকবে আর যারা হৃদয়ের পরিশ্রম করে তারা নিরন্তর সন্তুষ্টিতার গীত গাইতে থাকবে। হৃদয়ের সন্তুষ্টিতার গীত, মুখের সন্তুষ্টিতার গীত নয়। সত্যিকারের প্রিয়তমা সময় অনুযায়ী হৃদয়ে সর্ব সস্বন্ধের অনুভূতি করে।

দ্বিতীয় লক্ষণ - সত্যিকারের প্রিয়া সব পরিস্থিতিতে, সব কর্মে সদা প্রাপ্তির খুশিতে থাকবে। এক হয় অনুভূতি, আরেক হয় তার থেকে প্রাপ্তি। কেউ কেউ অনুভূতি করে, হ্যাঁ, তিনি আমার বাবা, প্রিয়তম এবং বাচ্চাও, কিন্তু আমি যতটা প্রাপ্তি চাই ততটা হয় না। তিনি বাবা, অথচ অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রাপ্তির খুশি থাকে না। অনুভূতির সাথে সর্ব সস্বন্ধ দ্বারা প্রাপ্তিরও অনুভব হোক। যেমন, বাবার সস্বন্ধ দ্বারা সদা উত্তরাধিকারের প্রাপ্তির অনুভব হোক, পরিপূর্ণতার উপলব্ধি হোক। সঙ্গুর দ্বারা বরদান থেকে সদা সম্পন্ন স্থিতির এবং সদা সম্পন্ন স্বরূপের অনুভব হতে দাও। সেইজন্য প্রাপ্তির অনুভবও আবশ্যিক। একটা হলো সস্বন্ধের অনুভব, আরেকটা হলো প্রাপ্তির অনুভব। কারও কারও সর্বপ্রাপ্তির অনুভব হয় না। তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান, কিন্তু সময়মতো শক্তির প্রাপ্তি হয় না। যদি প্রাপ্তির অনুভূতি না হয় তাহলে প্রাপ্তিতেও ঘাটতি হয়। সুতরাং অনুভূতির সাথে সাথে প্রয়োজন প্রাপ্তিস্বরূপ হওয়া, এটা প্রকৃত প্রিয়তমার লক্ষণ।

তৃতীয় লক্ষণ - যে প্রিয়ার অনুভূতিও আছে, প্রাপ্তিও আছে, সে সদা তৃপ্ত থাকবে, কোনও পরিস্থিতিতে সে নিজেকে অপ্রাপ্ত আত্মা অনুভব করবে না। সুতরাং, 'তৃপ্তি' - এটা প্রিয়তমার বিশেষত্ব। যেখানে প্রাপ্তি, সেখানে তৃপ্তি অবশ্যই আছে। যদি তোমরা তৃপ্ত না হও, তাহলে প্রাপ্তিতে অবশ্যই ঘাটতি আছে আর যেখানে প্রাপ্তি নেই সেখানে সর্ব সস্বন্ধের অনুভূতিতে কিছু অভাব রয়েছে। সুতরাং তিন লক্ষণ হলো, অনুভূতি, প্রাপ্তি আর তৃপ্তি, সদা তৃপ্ত আত্মা। যেমনই সময় হোক, যেমনই বায়ুমন্ডল হোক, যেমনই সেবার সাধন হোক, সেবার সংগঠনের সাথী যেমনই হোক, কিন্তু প্রতিটা পরিস্থিতিতে, প্রতিটা কর্ম-আচরণে তোমরা অবশ্যই তৃপ্ত থাকো। এইরকম সত্যিকারের প্রিয়তম-অনুরাগী তোমরা, তাই না? তৃপ্ত আত্মার মধ্যে সীমিত পরিসরের কোনরকম ইচ্ছা থাকবে না। যদি তোমরা দেখ, তাহলে দেখবে তৃপ্ত আত্মার মাইনরিটি। যাদের কোন না কোনও পরিস্থিতিতে, হয় মানের জন্য, নতুবা মর্যাদার জন্য চাহিদা বা খিদে থাকে তারা কখনও তৃপ্ত হয় না। সদা যাদের পেট ভরা হয় তারা তৃপ্ত থাকে। সুতরাং ঠিক যেমন শরীরের খিদে ভোজনের জন্য, তেমনই মন ক্ষুধার্ত হয় মান, যশ, স্যালভেশন, সাধনের জন্য। এই সব মনের খিদে। অতএব, যেভাবে শরীরগতভাবে তৃপ্ত যারা সবসময় সন্তুষ্ট হবে, ঠিক তেমনই ভাবে যাদের মন তৃপ্ত তারা সদাসর্বদা সন্তুষ্ট হবে। সন্তুষ্টিতা তৃপ্তির লক্ষণ। আত্মা তৃপ্ত না হলে, যদি শরীরের জন্য, মনের জন্য খিদে থাকে তাহলে তারা যতই পেয়ে যাক, এমনকি যদি বেশিও পায় তারা তৃপ্ত আত্মা না হওয়ার কারণে সদাই অতৃপ্ত থাকবে, অসন্তুষ্ট থাকবে। যে রয়্যাল হয় সে অল্পেই তৃপ্ত হয়। রয়্যাল আত্মাদের লক্ষণ হলো - তারা সদা পরিপূর্ণ হবে। তারা একটা রুটিতেও তৃপ্ত তো ৩৬ রকম খাবারেও তৃপ্ত হবে। আর যারা অতৃপ্ত হবে, তাদের ৩৬ রকম খাবার দিলেও তারা তৃপ্ত হবে না, কারণ খিদে মনের। প্রকৃত প্রিয়তমার লক্ষণ - সে সদা তৃপ্ত আত্মা হবে। সুতরাং তিনটে লক্ষণই চেক করো। সদা এটা ভাবো - 'আমরা কার প্রিয়া! যিনি সদা সম্পন্ন, তেমনই প্রিয়তমের প্রিয়তমা!' অতএব, সন্তুষ্টিতা কখনও ছেড়ে দিও না। সেবা হয়তো ছেড়ে দিলে, কিন্তু সন্তুষ্টিতা ছেড়ে দিওনা। যে সেবা তোমায় অসন্তুষ্ট বানায়, সেই সেবা, সেবা নয়। সেবার অর্থ এটাই - সেবা মেওয়া প্রদানকারী। সুতরাং যে সত্যিকারের প্রিয়তম-অনুরাগী সে সীমিত পরিসরের সবরকম আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে, সদাই সম্পন্ন আর সমান হবে। আজ বাবা প্রেমপ্রিয়াদের কাহিনী শোনাচ্ছেন। তোমরাও অনেক আবদার-বাহানা করো। সে'সব দেখে প্রিয়তমও হাসতে থাকেন। আবদার-বাহানা যাই করো, কিন্তু প্রিয়তমকে প্রিয়তম মনে করে তাঁর সামনে করো, অন্যদের সামনে নয়। সীমিত পরিসরের বিভিন্নরকম স্বভাব সংস্কারের নাটকীয় হাব-ভাব করো। যেখানে 'আমার স্বভাব' 'আমার সংস্কার' এই শব্দের সূচনা হয়, সেখানেই চপলতা শুরু হয়ে যায়। বাবার স্বভাব 'আমার' হতে হবে। আমার স্বভাব বাবার স্বভাব থেকে আলাদা হতে পারে না। সেটা মায়ার স্বভাব, পরের স্বভাব। তাকে কীভাবে আমার বলবে? মায়া বিদেশি, স্বজন নয়। বাবা আপন। আমার স্বভাব অর্থাৎ বাবার স্বভাব। মায়ার স্বভাবকে আমার স্বভাব বলাও রং। 'আমার' শব্দই ঘুরপাক খাওয়ায় অর্থাৎ চক্রে নিয়ে আসে। প্রিয়তমা প্রিয়তমের সামনে এমন মন ভোলানো কথাও বলে। যা বাবার তাই আমার। সব বিষয়ে ভুক্তিতে এটাই বলা হয়, যা তোমার তা' আমার, কিছু আর আমার নেই। কিন্তু যা কিছু তোমার সে'সবই আমার। যা বাবার সঙ্কল্প, তা' আমার সঙ্কল্প। সেবার ভূমিকা (পার্ট) পালনে, বাবার সংস্কার-স্বভাব আমার। তাহলে এতে কি হবে? সীমিত পরিসরের যা কিছু 'আমার', 'তোমার' হয়ে যাবে। যা কিছু তোমার, তাই আমার, আলাদাভাবে আমার কিছু নেই। যা কিছু বাবার

থেকে ভিন্ন, তা' আমার নয়ই, সেটা মায়ার ঘুরপাক খাওয়ানো। সেইজন্য সীমিত পরিসরের এইসব মন ভোলানো কথার থেকে বেরিয়ে আত্মগোঁড় বজায় রাখো - "আমি তোমার, তুমি আমার।" বিভিন্ন সম্বন্ধের অনুভূতির আধ্যাত্মিক আবদার যদিও বা করো, কিন্তু যা বাবার নয় তাকে আপন কর না। সম্বন্ধের দায়িত্ব পালনেও আত্মিক আবদার করতে পারো। ভালোবাসার প্রীতিভাব ভালো। কখনো কখনো সখা সম্বন্ধে ভালোবাসার ভাবের অনুভব করো। সেটা তখন চপলতা নয় বরং অনুভূতির গভীরতা (অনন্য ভাব)। স্নেহের ভাব প্রিয় হয়, যেমন ছোট বাচ্চারা খুব স্নেহী আর পিওর (পবিত্র) হওয়ার কারণে তাদের আবদার সবার খুব ভালো লাগে। বাচ্চাদের মধ্যে শুদ্ধতা আর পবিত্রতা থাকে। আর বড় কেউ যদি আবদার করে তাহলে সেটা খারাপ মনে করা হয়, সুতরাং বাবার সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধের - স্নেহের, পবিত্রতার আবদার-বায়না করতে পারো, যদি করতেই হয় তবে !

'সদা হাত আর সাথ' প্রকৃত প্রিয়া আর প্রিয়তমের লক্ষণ। কখনো সাথ আর হাত আলাদা হতে দিও না। সদা বুদ্ধি সহায় হোক, আর সব কার্যে বাবার সহযোগের হাত হোক। একে অপরকে সহযোগের লক্ষণ হিসেবে হাতে হাত ধরে দেখানো হয়, তাই না ! সুতরাং বাবার সহযোগী হওয়া - সদা বাবার হাতে হাত আর সদা বুদ্ধি দ্বারা বাবার সাথে থাকা। মনের একাগ্রতা আর বুদ্ধির সাথ, এই স্থিতিতে থাকা অর্থাৎ প্রকৃত প্রিয়া এবং প্রিয়তমের পোজে (উপযুক্ত ভাব নিয়ে) থাকা। বুঝেছ ? প্রতিজ্ঞাই এটা যে সদা সাথে থাকবে। কখনো কখনো তাঁর সাথে থাকবে, এই প্রতিজ্ঞা তোমরা করনি। প্রিয়তমের প্রতি মনের টান কখনো হয় আর কখনো হয় না, তাহলে সেটা সদা সাথে হওয়া তো হলো না, তাই না ! অতএব প্রকৃত প্রিয়ার পজিশনে থাকো। তোমার দৃষ্টিতে প্রিয়তম, মনের বৃত্তিতে প্রিয়তম এবং প্রিয়তমই হন তোমার জগত।

সুতরাং এটা হলো প্রিয়তম আর প্রিয়াদের খুশির সমারোহ। বাগিচাও আছে এবং সাগরের কিনারাও আছে। এটা এমনই ওয়ান্ডারফুল প্রাইভেট বীচ (সাগরের কিনারা), যা হাজার হাজার বীচের মধ্যেও প্রাইভেট। প্রত্যেকে তোমরা প্রিয়তমের সাথে পার্সোনাল প্রীতি অনুভব করো। প্রত্যেকের পার্সোনাল প্রীতির ফিলিং প্রাপ্ত হওয়া- সেটাই হলো ওয়ান্ডারফুল প্রিয়তম আর প্রিয়তমা হওয়া। শুধু তিনিই এক প্রিয়তম, কিন্তু তিনি সকলের। প্রত্যেকের অধিকার প্রত্যেকের থেকে বেশি। সকলের অধিকার আছে। অধিকারে নম্বর নেই, কিন্তু অধিকার প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে নম্বর অনুক্রম হয়ে যায়। সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ যে 'গডলি গার্ডেনে তোমরা তাঁর হাতে হাত রেখে তার সঙ্গে চলছ অথবা বসে আছ ! তাঁকে তোমাদের হাত আর সাথ দিয়ে আত্মিক বীচে খুশি উদযাপন করছ।' তাহলে সদাই মনের আনন্দে থাকবে, সদা খুশি থাকবে সদা সম্পন্ন থাকবে। আচ্ছা।

এই ডবল বিদেশিও ডবল লাকি। ভালো হয়েছে যে ইতিমধ্যে তোমরা এখানে পৌঁছে গেছ। ভবিষ্যতে কী পরিবর্তন হয়, সেটা তো ড্রামা। কিন্তু তোমরা লাকি যে সময় অনুসারে এখানে পৌঁছে গেছ। আচ্ছা।

সদা অবিনাশী প্রিয়তম-অনুরাগী হয়ে প্রিয়তমের প্রতি প্রীতির দায়িত্ব পালন করে, সদা নিজেদের সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন অনুভব করে, সদা সব পরিস্থিতিতে তৃপ্ত থেকে, সদা সন্তুষ্টতার ভাঙারে নিজেরা পরিপূর্ণ হয়ে অন্যদেরও পরিপূর্ণ করে, সদা সাথী আর হাতে হাত দিয়ে থাকে, এইরকম সত্যিকারের প্রিয়তম-অনুরাগী সকলকে আধ্যাত্মিক প্রিয়তমের হৃদয়ের স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- সদা শ্রেষ্ঠ আর নতুন রকম সেবা দ্বারা বৃদ্ধি করে সহজ সেবানারী ভব*
সঙ্কল্প দ্বারা ঈশ্বরীয় সেবা করা - এও সেবার শ্রেষ্ঠ আর নতুন উপায়। যেমন, জহরী রোজ সকালে নিজের রক্তরাজি চেক করে যে সে'সব পরিষ্কার আছে কিনা, দ্যুতি ঠিক আছে কিনা, ঠিক জায়গায় আছে কিনা ... এইভাবে প্রতিদিন অমৃতবেলায় তোমার নিজের সম্পর্কে আসা আত্মাদের উপরে সঙ্কল্পের দ্বারা তাদের এক ঝলক দেখো, সঙ্কল্প দ্বারা তুমি যত তাদের মনে করবে, ততই সেই সঙ্কল্প তাদের কাছে পৌঁছাবে ... সেবার এইরকম নতুন উপায় গ্রহণ করে নিরন্তর বৃদ্ধি করতে থাকো। তোমার সহযোগের সূক্ষ্ম শক্তি আত্মাদের তোমার দিকে আপনা থেকেই আকর্ষণ করবে।

স্লোগান:- অজুহাত দেখানোকে মার্জ করো আর অসীম জগতের বৈরাগ্যবৃত্তিকে ইমার্জ করো।*

14-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্নঃ - কোন্ দুটি শব্দের রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে থাকার কারণে পুরোনো দুনিয়ার থেকে অসীমের বৈরাগ্য আসে ?
- *উত্তরঃ - অবতরণ-কলা আর উত্তরণ-কলার রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমরা জানো যে, অর্ধেক কল্প ধরে আমরা অবতরণ করেছি, এখন উত্তরণের সময়। বাবা এসেছেন নর থেকে নারায়ণে পরিনত করার সত্য জ্ঞান প্রদান করতে। আমাদের জন্য এখন কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে সে'জন্য এর(কলিযুগ) থেকে অসীমের বৈরাগ্য এসেছে।
- *গীতঃ- ধৈর্য ধরো আত্মগ.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা গান শুনেছে। আধ্যাত্মিক পিতা বসে-বসে বোঝান -- এ হলো একটাই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যখন প্রতি কল্পে বাবা এসে আত্মা-রূপী বাচ্চাদের পড়ান। রাজযোগ শেখান। বাবা আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে বলেন -- মনুষ্য অর্থাৎ আত্মা, হে আত্মগ ধৈর্য ধরো। আত্মাদের সঙ্গে কথা বলে। এই শরীরের মালিক হলো আত্মা। আত্মা বলে -- আমি অবিনাশী আত্মা, এ হলো আমার বিনাশী শরীর। আধ্যাত্মিক পিতা বলেন -- বাচ্চারা, আমি একবারই কল্পের সঙ্গমে এসে তোমাদের ধৈর্য প্রদান করি যে এখন সুখের দিন আসতে চলেছে। এখন তোমরা দুঃখধাম, ... নরকে রয়েছে। কেবলমাত্র তুমিই নও, সমগ্র দুনিয়াই এখন.... নরকে রয়েছে, তোমরা যে আমার বাচ্চা হয়েছো, ... নরক থেকে বেরিয়ে এসে স্বর্গে যাচ্ছে। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কলিযুগও তোমাদের কাছে গত হয়ে গেছে। তোমাদের কাছে এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যখন তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাও। আত্মা যখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে তখন এই শরীর পরিত্যাগ করবে। সতোপ্রধান আত্মার সত্যযুগে নতুন শরীর চাই। ওখানকার সবকিছুই নতুন হয়। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এখন দুঃখধাম থেকে সুখধামে যেতে হবে, তারজন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সুখধামে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তোমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার এই জ্ঞানই হলো সত্য। ভক্তিমাগে প্রতি পূর্ণিমায় কথা শুনে এসেছ, কিন্তু এ হলোই ভক্তিমাগ। একে সত্যমাগ বলা হবে না, জ্ঞান-মাগই হলো সত্য। তোমরা সিঁড়িতে নামতে-নামতে অসত্য-খন্ডে চলে এসেছ। এখন তোমরা জেনেছো যে সত্য-পিতার কাছ থেকে এই জ্ঞান পেয়ে আমরা ২১ জন্মের জন্য দেবী-দেবতায় পরিনত হবো। আমরা ছিলাম, পরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছি। অবতরণ-কলা আর উত্তরণ-কলার রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। আবাহনও করে -- হে পিতা, তুমি এসে আমাদের পবিত্র করো। এক পিতাই হলেন পবিত্রকারী। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা সত্যযুগে বিশ্বের মালিক ছিলে। অত্যন্ত ধনবান, অত্যন্ত সুখী ছিলে। এখন অতি অল্পসময় বাকি রয়েছে। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নতুন দুনিয়ায় এক রাজ্য, এক ভাষা ছিল। তাকে বলা হয় অদ্বৈত রাজ্য। এখন দ্বিতীয় কতকিছু হয়ে গেছে, বহু ভাষা রয়েছে। যেমন মানুষের (কল্প) বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনই ভাষার বৃক্ষও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। পুনরায় হবে এক ভাষা। গায়নও রয়েছে, তাই না ! ওয়ার্ল্ডের হিন্দী-জিওগ্রাফী পুনরাবৃত্ত হবে। মানুষের বুদ্ধিতে বসে না। বাবা-ই দুঃখের পুরোনো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে সুখের নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। লেখাও রয়েছে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা দৈব-দুনিয়ার স্থাপনা। এ হলো রাজযোগের পাঠ। এই জ্ঞান যা গীতায় লেখা রয়েছে, বাবা যা সম্মুখে শুনিয়েছেন মানুষ বসে-বসে পুনরায় তা ভক্তিমাগের জন্য লিখেছে, যার দ্বারা তোমরা অধঃপতনে গেছো। এখন ভগবান তোমাদের পড়ান উপরে ওঠার জন্য। ভক্তিকে বলাই হয় অবতরণ-কলার মাগ। জ্ঞান হলো উত্তরণ-কলার মাগ। একথা বোঝানোর সময় তোমরা ভয় পেয়ো না। যদিও এমনও রয়েছে, যারা এসমস্ত কথা না বোঝার কারণে বিরোধিতা করবে, শাস্ত্রের কথা বলবে। কিন্তু তোমাদের কারোর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করতে হবে না। বলো যে, শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ বা গঙ্গা-স্নান করা, তীর্থাদি করা -- এসব কান্ড হলো ভক্তির। ভারতে রাবণও অবশ্যই ছিল, যার কুশপুতলিকা দাহ করা হয়, অল্পকালের জন্য। একমাত্র এই রাবণেরই কুশপুতলিকা প্রতিবর্ষে দাহ করে। বাবা বলেন -- তোমরা স্বর্ণযুগীয় বুদ্ধিসম্পন্ন থেকে লৌহযুগীয় বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছো। তোমরা কত সুখী ছিলে। বাবা আসেনই সুখধাম স্থাপন করতে। পরে যখন ভক্তিমাগ শুরু হয় তখন দুঃখী হয়ে যায়। পুনরায় সুখদাতাকে স্মরণ করে, সেও নামমাত্র কারণে ওঁনাকে জানেই না। গীতায় নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথমে তোমরা বোঝাও যে, সর্বোচ্চ ঈশ্বর হলেন অদ্বিতীয়, স্মরণও ওঁনাকেই স্মরণ করা উচিত। একজনকে স্মরণ করাকেই অব্যভিচারী স্মরণ, অব্যভিচারী জ্ঞান বলা হয়। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো তাই ভক্তি করো না। তোমাদের

কাছে জ্ঞান রয়েছে। বাবা আমাদের পড়ান, যারফলে আমরা দেবতা হয়ে যাই। দৈব-গুণও ধারণ করতে হবে সেইজন্য বাবা বলেন -- নিজের চার্ট রাখো তবেই জানতে পারবে যে আমার মধ্যে কোনো আসুরীয়-গুণ নেই তো! দেহ-অভিমান হলো প্রথম অবগুণ, তারপরের শত্রু হলো কাম-বিকার। কাম-বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করলে তোমরা জগৎজিত হয়ে যাবে। তোমাদের উদ্দেশ্যই এই, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। সত্যযুগে দেবতাদের রাজ্য থাকে, কলিযুগে থাকে মানুষের। যদিও তারাও মানুষ কিন্তু দৈব-গুণসম্পন্ন। এ'সময় সকল মানুষই হলো আসুরীয়-গুণসম্পন্ন। সত্যযুগে কাম মহাশত্রু হয় না। বাবা বলেন -- এই কাম মহাশত্রুর উপর বিজয়প্রাপ্ত করলে তোমরা জগৎজিত হয়ে যাবে। ওখানে রাবণ থাকে না। এও মানুষ বুঝতে পারে না। স্বর্ণযুগ থেকে নামতে-নামতে তমোপ্রধান বুদ্ধি হয়ে গেছে। এখন পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। তারজন্য একটাই ওষুধ রয়েছে, বাবা বলেন --- নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তোমরা বসেছো পাপ ভস্মীভূত করতে সেইজন্য ভবিষ্যতে আর কোনো পাপ করা উচিত নয়। তা নাহলে তা শতগুণ হয়ে যাবে। বিকারে গেলে তো শতগুণ দন্ডভোগ করতে হবে। তবে তারা মুশকিলই উত্তরণ করতে পারবে। প্রথম নম্বরের শত্রু হলো এই কাম-বিকার। ৫ তলা থেকে পড়লে তখন হাড়গোড় সম্পূর্ণ ভেঙে যাবে। মারাও যেতে পারে। উপর থেকে পড়লে একদম চুরমার হয়ে যায়। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যদি মুখ কালো করে তবে তারা তো অবশ্যই আসুরীয় দুনিয়ায় চলে গেছে। এখানে তারা মৃত। তাদের ব্রাহ্মণও নয়, শূদ্র বলা হবে। বাবা কত সহজভাবে বোঝায়। প্রথমে সেই নেশা থাকতে হবে। যদি মনে করো কৃষ্ণ ভগবানুবাচ হয়, সেও তো বুদ্ধিয়ে নিজ-সম বানাবে, তাই না! কিন্তু কৃষ্ণ তো ভগবান হতে পারে না। তিনি তো পুনর্জন্মে আসেন। বাবা বলেন -- আমি পুনর্জন্ম রহিত। রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা বিষ্ণু একই ব্যাপার। বিষ্ণুর দুই-রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ আর লক্ষ্মী-নারায়ণই শৈশবে রাধা-কৃষ্ণ। ব্রহ্মার-ও রহস্য বোঝান হয়েছে -- ব্রহ্মা-সরস্বতীই লক্ষ্মী-নারায়ণ। এখন ট্রান্সফার হয়। পরে ঐনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়। দেখ, এছাড়া এই ব্রহ্মা তো আয়রন এজে(লৌহযুগে) দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইনিই পরে তপস্যা করে কৃষ্ণ বা শ্রী নারায়ণ হন। বিষ্ণু বললে তাতে দুজনেই এসে যায়। ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী। এ'কথা কেউ বুঝতে পারে না। চারভূজা বিষ্ণুকেও দেওয়া হয় কারণ তিনি প্রবৃত্তিমাগীয়া, তাই না! নিবৃত্তি-মাগীয়া এই জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। অনেককে ভুল বুদ্ধিয়ে নিয়ে আসে যে, চলো আমরা প্রাচীন রাজযোগ শেখাব। এখন সন্ন্যাসীরা তো রাজযোগ শেখাতে পারে না। এখন ঈশ্বর এসেছেন, তোমরা এখন ঐনার সন্তান ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছে। ঈশ্বর এসেছেন তোমাদের পড়াতে। তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি নিরাকার। ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের আপন করে নিয়েছেন। তোমরা 'বাবা-বাবা' ঐনাকেই বলা, ব্রহ্মা তো এরমানে দোভাষী। ভাগ্যশালী রথ। ঐনার দ্বারা বাবা তোমাদের পড়ান। তোমরাও পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও। বাবা পড়ান -- মানুষ থেকে দেবতা তৈরীর জন্য। এখন তো রাবণ-রাজ্য, আসুরীয়-সম্প্রদায়, তাই না ! এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছে পুনরায় দৈবী-সম্প্রদায়ের হবে। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রয়েছে, পবিত্র হতে চলেছো। সন্ন্যাসীরা তো ঘর-পরিবার ত্যাগ করে চলে যায়। এখানে বাবা বলেন -- যদিও স্ত্রী-পুরুষ ঘরে একত্রে থাকে, তথাপি এমন ভেবোনা যে স্ত্রী নাগিনী, তাই আমি আলাদা হয়ে যাই তাহলেই মুক্তি পেয়ে যাব। তোমাদের পালিয়ে যেতে হবে না। ওটা হলো পার্থিব জগতের সন্ন্যাস, যেখানে (ঘর থেকে) পালিয়ে যায়। তোমরা এখানে বসে রয়েছে কিন্তু তোমাদের এই বিকারী দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য রয়েছে। এ'সমস্ত কথা তোমাদের ভালভাবে ধারণ করতে হবে, নোট করতে হবে, সংযমও রাখতে হবে। দৈব-গুণ ধারণ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ গাওয়া হয়, তাই না! এটাই তোমাদের এইম অবজেক্ট। বাবা হন না, আমাদের বানান। পুনরায় আধাকল্প পরে তোমরা অধঃপতনে যাও, তমোপ্রধান হয়ে যাও। আমি হই না, ইনি(ব্রহ্মা) হন। ৮৪ জন্মও ইনি নিয়েছেন। ঐনাকেও সতোপ্রধান হতে হবে, ইনিও পুরুষার্থী। নতুন দুনিয়াকে সতোপ্রধান বলা হবে। প্রত্যেক বস্তু প্রথমে সতোপ্রধান, পুনরায় সতঃ-রজঃ-তমোঃতে আসে। ছোট শিশুদেরও মহাত্মা বলা হয়। কারণ তাদের মধ্যে বিকার থাকে না, তাই তাদের ফুল বলা হয়। সন্ন্যাসীদের থেকেও ছোট শিশুদের উত্তম বলা হয় কারণ সন্ন্যাসীরা তো জীবন অতিবাহিত করে আসে, তাই না ! ৫ বিকারের অনুভব রয়েছে। শিশুদের তো এসব জানাই থাকে না তাই তাদের দেখলে আনন্দ হয়, তারা তো চৈতন্য ফুল। আমাদের এটা হলোই প্রবৃত্তিমার্গ। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। অমরলোকে যাওয়ার জন্য তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো, মৃত্যুলোক থেকে ট্রান্সফার হয়ে যাও। যদি দেবতা হতে হয় তবে এখন পরিশ্রম করতে হবে, তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ভাই-বোন হয়ে যাও। ভাই-বোনই তো ছিলে, তাই না! প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তাহলে পরস্পর কি হয়ে গেলে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান না হচ্ছে, সৃষ্টির রচনা কিভাবে হবে ? সকলেই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। ওই ব্রাহ্মণেরা হলো দেহজ যাত্রী। তোমরা হলো আধ্যাত্মিক যাত্রী। ওরা পতিত, তোমরা পবিত্র। ওরা কেউ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান নয়। একথা তোমরা বোঝ। যখন ভাই-বোন মনে করবে তখন আর বিকারে যাবে না। বাবাও বলেন, সতর্ক থাকো, আমার সন্তান হয়ে কোনো ক্রিমিনাল কার্য করো না, তা নাহলে প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যাবে। ইন্দ্রসভার গল্পও রয়েছে, শূদ্রকে নিয়ে আসায়

ইন্দ্রসভায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, পতিতকে এখানে কেন আনা হয়েছে ? তখন তাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে এই সভায় কোনো অপবিত্র আসতে পারে না। যদিও বাবা জানুক বা না জানুক, এ তো নিজেরই ক্ষতি করে ফেলা, আরও শতগুণ দন্ডভোগ করতে হবে। অপবিত্রদের অনুমতি নেই। তাদের জন্য ভিজিটিং রুমই ঠিক। যখন পবিত্র হওয়ার গ্যারান্টি করবে, দৈবগুণ ধারণ করবে তখন অনুমতি পাবে। দৈবগুণ ধারণ করতে সময় লাগে। পবিত্র হওয়ার একটাই প্রতিজ্ঞা। এও বোঝানো হয় -- দেবতাদের আর পরমাত্মার মহিমা আলাদা আলাদা রকমের। পতিত-পাবন, মুক্তিদাতা, গাইড হলেন একমাত্র বাবা-ই। সর্বপ্রকারের দুঃখ থেকে মুক্ত করে নিজের শান্তিধামে নিয়ে যায়। শান্তিধাম, সুখধাম আর দুঃখধাম -- এও এক চক্র। এখন দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে। শান্তিধাম থেকে সুখধামে তারাই আসবে যারা নশ্বরের ক্রমানুসারে উত্তীর্ণ হবে, তারাই আসতে থাকবে। এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। অসংখ্য আত্মা রয়েছে, সকলের নশ্বরের অনুক্রমে ভূমিকা রয়েছে। যাবেও নশ্বরের অনুক্রমে। তাকে বলা হয় শিববাবার বরযাত্রী বা রুদ্রমালা। নশ্বরের ক্রমানুসারে যায় আবার নশ্বরের অনুক্রমেই আসে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও এমনই হয়। বাচ্চাদের রোজ বোঝান হয়, স্কুলে রোজ পড়বে না, মুরলী শুনবে না, তাহলে পরে অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে। পড়ার লিস্ট তো অবশ্যই চাই। গডলী ইউনিভার্সিটিতে অ্যাবসেন্ট হওয়া উচিত কি, না তা হওয়া উচিত নয়। এই পড়া কত উচ্চমার্গের, যার দ্বারা তোমরা সুখধামের মালিক হয়ে যাও। ওখানে আনাজপাতি সবই ফ্রী, পয়সা লাগেনা। এখন তো কত দাম। ১০০ বছরে কত দাম হয়ে গেছে। ওখানে কোনও বস্তুর অপ্রাপ্তি নেই যারজন্য অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। ওটা হলোই সুখধাম। এখন তোমরা সেখানকার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমরা বেগার টু প্রিন্স হয়ে যাও। ধনবানেরা নিজেদের বেগার(ভিত্তিক) মনে করে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার কাছে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার যে প্রতিজ্ঞা করেছো, তা ভঙ্গ করো না। অনেক-অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নিজের চার্ট দেখতে হবে -- আমাদের মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো ?

২) গডলী ইউনিভার্সিটিতে কখনো অনুপস্থিত থাকবে না। সুখধামের মালিক হওয়ার উচ্চ পাঠ একদিনও মিস করা উচিত নয়। মুরলী রোজ অবশ্যই শুনতে হবে।

বরদান:- মন-বাণী-কর্মের পবিত্রতায় সম্পূর্ণ মার্কস প্রাপ্তকারী একনশ্বর আত্মাকারী ভব মনে(মন্সা) পবিত্রতা অর্থাৎ সঙ্কল্পেও যেন অপবিত্রতার সংস্কার ইমার্জ না হয়। সদা যেন আত্মিক স্বরূপ অর্থাৎ ভাই-ভাইয়ের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি থাকে। বাণীতে যেন সদা সত্যতা এবং মধুরতা থাকে, কর্মে যেন সদা নম্রতা, সন্তুষ্টতা, হাসিখুশী মুখ বজায় থাকে। এর উপরেই নশ্বর প্রাপ্ত হয় আর এমন সম্পূর্ণ আত্মাকারী বাচ্চাদেরই বাবা গুণগান করেন। তারাই নিজেদের প্রতিটি কর্মের দ্বারা বাবার কর্তব্যকে প্রমাণিত করা সমীপ-রত্ন।

স্লোগান:- সম্বন্ধ-সম্পর্ক আর স্থিতিতে লাইট হও, দিনচর্যায় নয়।

১৫-১২-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** আত্মার বিষয়ে কি এমন সূক্ষ্ম কথা কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মারাই বুঝতে পারে ?
- *উত্তর:-** আত্মার উপর সূঁচের মতো ধীরে ধীরে জং (মরিচা) লাগতে থাকে। বাবার স্মরণে থাকলে সেই জং সরে যায়। যখন জং ছেড়ে যায় অর্থাৎ আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয় তখন বাবার আকর্ষণে বাবার সাথে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। ২- যত বেশী জং ছাড়তে থাকবে ততই অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য আকর্ষণ করবে। এই কথাগুলি হল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যেটা স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন আত্মারা বুঝতে পারে না।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। এখন বুদ্ধিতে কে এসেছেন? যারা সেখানকার গীতা পাঠশালা ইত্যাদিতে থাকে, তাদের তো ভগবানুবাচ বলার সাথে সাথেই বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণই আসবে। বাচ্চারা এখানে তো তোমাদের বুদ্ধিতে উঁচুর থেকে উঁচু বাবা স্মরণে আসবে। এই সময় এটা হল সঙ্গম যুগ, পুরুষোত্তম হওয়ার। বাবা বাচ্চাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন যে দেহের সাথে দেহের সকল সম্বন্ধকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। এটা হলো অত্যন্ত জরুরী কথা, যেটা এই সঙ্গম যুগে বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। আত্মাই পতিত হয়ে গেছে। পুনরায় আত্মাকে পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। পতিতপাবনকে স্মরণ করতে এসেছে, কিন্তু জানেনা কিছুই। ভারতবাসীরা একদমই ঘন অন্ধকারে আছে। ভক্তি হলো রাত, জ্ঞান হলো দিন। রাতে অন্ধকার, দিনে আলো হয়ে থাকে। দিন হল সত্যযুগ, রাত হল কলিযুগ। এখন তোমরা কলিযুগে আছো, সত্যযুগে যেতে হবে। পবিত্র দুনিয়াতে পতিতের কোনো প্রশ্নই থাকে না। যখন পতিত হয়ে যায়, তখন পবিত্র হওয়ার প্রশ্ন উঠতে থাকে। যখন পবিত্র থাকে, তখন পতিত দুনিয়া স্মরণেও আসে না। এখন হল পতিত দুনিয়া, তাই পবিত্র দুনিয়ার কথা স্মরণে আসছে। পতিত দুনিয়া হল পিছনের ভাগ, পবিত্র দুনিয়া হল প্রথম ভাগ। সেখানে কোনো পতিত থাকতে পারে না। যারা পবিত্র ছিল, তারাই পতিত হয়েছে। ৮৪ জন্মের কথাও তাদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে। এটা হল অত্যন্ত গুপ্তকথা, বোঝার জন্য। অর্ধেক কল্প ভক্তি করে এসেছে সেটা এত তাড়াতাড়ি যেতে পারে না। মানুষ একদমই ঘন অন্ধকারে আছে, কোটির মধ্যে কয়েকজনই বেরিয়ে আসে, খুব অল্প কয়েকজনের বুদ্ধিতেই এসব কথার ধারণা হবে। মুখ্য কথা তো বাবা বলছেন যে দেহের সকল সম্বন্ধকে ভুলে আমাকে স্মরণ করো। আত্মাই পতিত হয়ে গেছে, তাকে পবিত্র হতে হবে। এই জ্ঞানও বাবাই দিয়ে থাকেন কেননা এই বাবা হলেন প্রিন্সিপাল, স্বর্ণকার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার সবকিছু। এসব নাম সেখানে থাকবে না। সেখানে এই পড়াশোনাও থাকবে না। এখানে পড়াশোনা করে চাকরি করার জন্য। আগে মহিলারা এতটা পড়াশোনা করত না। এইসব পরবর্তীকালে শিখেছে। স্বামী মারা গেলে তখন দেখাশোনা করবে কে? এইজন্য মহিলারাও সবকিছু শিখেছে। সত্যযুগে তো এরকম কথা হয়না যেটা চিন্তা করতে হবে। এখানে মানুষ ধনসম্পদ ইত্যাদি একত্রিত করতে থাকে, এইরকম সময়ের জন্য। সেখানে তো এইরকম পরিস্থিতি আসবে না যে চিন্তা করতে হবে। বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে কতইনা ধনবান বানিয়ে দিচ্ছেন। স্বর্গে অনেক খাজানা থাকে। হীরে-জহরতের খনিগুলি সব ভরপুর হয়ে যায়। এখানে জমি অনুর্বর হয়ে যায়, তাই সেই শক্তিও থাকে না। সেখানকার ফুল আর এখানকার ফুলের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ। এখানে তো সব জিনিসের থেকে শক্তিই চলে গেছে। যদিও অনেককিছু করে আমেরিকা ইত্যাদি জায়গা থেকে বীজ নিয়ে আসা হয় কিন্তু শক্তি হ্রাস হয়ে যায়। আসলে ধরনীই হল এইরকম, যেখানে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। সেখানে তো প্রত্যেক জিনিসই সতোপ্রধান হয়ে থাকে। প্রকৃতিও সতোপ্রধান তো সবকিছুই সতোপ্রধান হয়ে যায়। এখানে তো সব জিনিসই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কোনও জিনিসই শক্তি নেই। এই পার্থক্যও তোমরা বুঝতে পারো। যখন

সতোপ্রধান জিনিস দেখো তখন ধ্যানেই দেখতে পাও। সেখানকার ফুল ইত্যাদি কত সুন্দর হয়ে থাকে। হতে পারে - সেখানকার আনাজ ইত্যাদি সবকিছুই তোমরা ধ্যানে বসে দেখতে পাবে। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবে। সেখানকার প্রত্যেক জিনিসের অনেক শক্তি থাকে। নতুন দুনিয়া কারোরই বুদ্ধিতে নেই। এই পুরানো দুনিয়ার কথা তো জিজ্ঞাসাই করো না। গল্প কথাও অনেক লম্বা চওড়া বলে দেয়। মানুষ একদমই অন্ধকারে শুয়ে পড়েছে। তোমরা যখন বলো যে আর বাকি অল্প সময় অবশিষ্ট আছে তখন তোমাদের নিয়ে কেউ কেউ আবার হাসি ঠাট্টাও করতে থাকে। রাজকীয়তার সাথে তো সে বুঝতে থাকে যে নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করে। এটা হল নতুন ভাষা, আত্মিক পড়াশোনা, তাই না! যতক্ষণ না স্পিরিচুয়াল ফাদার না আসেন, ততক্ষণ কেউ বুঝতে পারেনা। স্পিরিচুয়াল ফাদারকে বাচ্চারা তোমরাই জানো। তারা তো গিয়ে যোগ ইত্যাদি শেখাতে থাকে, কিন্তু তাদেরকে কে শিখিয়েছেন? এরকম তো বলবে না যে স্পিরিচুয়াল ফাদার শিখিয়েছেন। বাবা তো শেখাচ্ছেনই আত্মিক বাচ্চাদেরকে। তোমরা সপ্তমযুগী ব্রাহ্মণরাই এটা বুঝতে পারো। ব্রাহ্মণ সেই হবে যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের হবে। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে অল্পসংখ্যক। দুনিয়াতে তো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অনেক জাতি আছে। একটা বই তো অবশ্যই হবে যার দ্বারা জানা যাবে যে এই দুনিয়াতে কত ধর্ম, কত ভাষা আছে। তোমরা জানো যে এসব কিছুই থাকবে না। সত্যযুগে তো এক ধর্ম, এক ভাষাই ছিল। সৃষ্টিচক্রে তোমরা জেনেছো। তো ভাষাকেও জানতে পারবে যে এইসব থাকবে না। এতসবাই শান্তিধামে চলে যাবে। এই সৃষ্টিচক্রের স্তান এখন বাচ্চারা তোমাদেরই প্রাপ্ত হয়েছে। বাচ্চারা তোমরা মানুষদেরকে বোঝাচ্ছ, তবুও তারা কিছুই বোঝে না। কোনও বড় ব্যক্তির দ্বারা ওপেনিংও এইজন্য করাও যে সে হলো অনেক বিখ্যাত। চারিদিকে রটে যাবে যে - বাঃ প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার ওপেনিং করেছেন। এই বাবা যদি যান, তো মানুষ কি বুঝতে পারবে যে পরমপিতা পরমাত্মা ওপেনিং করেছেন, তারা মানবে না। কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি, কমিশনার ইত্যাদি যদি আসেন তো তার পিছনে পিছনে অনেকে আসবে। এঁনার পিছনে তো কেউ আসবে না। এখন তোমাদের, ব্রাহ্মণ সন্তানদের সংখ্যা হল কম। যখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে, তখন বুঝবে। এখন যদি বুঝে যায় তো বাবার কাছে ছুটে আসবে। কেউ একজন, বাচ্চীকে বলেছিল যে যিনি তোমাদেরকে এসব শিখিয়েছেন, আমরা প্রত্যক্ষভাবে কেননা তাঁর কাছে যাই! কিন্তু সূঁচের উপর জং লেগে আছে, তাহলে চুম্বকের আকর্ষণ কি করে হবে? জং যখন সম্পূর্ণভাবে সরে যাবে তখন চুম্বক তাকে আকড়ে ধরবে। সূঁচের একটি কোণেও যদি জং লেগে থাকে তো ততটা আকর্ষণ করতে পারবে না। সমস্ত জং সরে যাবে, সেটা তো পরে যখন এইরকম হবে তখন পুনরায় বাবার সাথে বাড়ি ফিরে যাবে। এখন তো এই চিন্তা আছে যে আমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছি, জং লেগে আছে। যত স্মরণ করবে, ততই জং পরিষ্কার হতে থাকবে। আস্তে আস্তে সমস্ত জং ছেড়ে যাবে। জং লেগেওছে আস্তে আস্তে তাইনা, পুনরায় ছাড়বেও এইভাবে। যেরকমভাবে জং লেগেছে, সেরকমভাবেই সাফ হবে, তারজন্য বাবাকে স্মরণও করতে হবে। স্মরণের দ্বারা কারো অধিক জং ছেড়ে যায়, কারো কম। যার জং যত বেশী ছেড়ে যাবে ততই সে অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য আকর্ষণ করবে। এটা হল অত্যন্ত সূক্ষ্ম কথা। স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মারা এসব বুঝতে পারবে না। তোমরা জানো যে রাজস্ব স্থাপন হচ্ছে। বোঝানোর জন্যও দিন-প্রতিদিন যুক্তি বের হতে থাকছে। আগে কি জানা ছিল যে প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি তৈরি হবে। পরবর্তীকালে হতে পারে আরো কিছু বেরোবে। এখনও সময় হাতে আছে, স্থাপনা হবে। হার্ট ফেলও হয়ে যেও না। কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে বশ করতে না পারলে তো ভেঙে পড়ে। বিকারে গেলে তো পুনরায় সূঁচের উপর অনেক জং লেগে যাবে। বিকারের দ্বারা অধিক বেশি জং লাগতে থাকে। সত্যযুগ ত্রেতাতে একদম অল্প, পুনরায় অধিক কল্পে তাড়াতাড়ি জং লাগতে থাকে। নিচের দিকে নামতে থাকে এইজন্য নির্বিকারী আর বিকারী বলা হয়ে থাকে। নির্বিকারী হল দেবতাদের নিদর্শন, তাই না! বাবা বলছেন যে দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে। কিন্তু নিদর্শনগুলি তো রয়ে গেছে, তাই না। সব থেকে ভালো নিদর্শন হল এই চিত্র। তোমরা এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র নিয়ে পরিক্রমা করতে পারো, কেননা তোমরা এটা হচ্ছে তাই না। রাবণ রাজ্যের বিনাশ, রামরাজ্যে স্থাপনা হচ্ছে। এই হল রামরাজ্য, এই হল রাবণ রাজ্য আর এই হল সপ্তম। অনেক অনেক পয়েন্টস্ আছে। ডাক্তারদের বুদ্ধিতে অনেক ওষুধ মনে

থাকে। ব্যারিস্টারের বুদ্ধিতেও অনেক প্রকারের পয়েন্টস্ থাকে। অনেক টপিকস্ এর খুব ভালো একটা বই তৈরি হতে পারে। তারপর যখন কোথাও ভাষণ দিতে যাবে তখন পয়েন্টগুলিকে নজর থেকে বের করো। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিযুক্ত আত্মারা ঝট করে দেখে নেবে। প্রথমে তো লিখতে হবে যে এইভাবে এইভাবে বোঝাবো। ভাষণ করার পরেও স্মরণে আসে, তাই না! এইরকম ভাবে যদি বোঝাতাম তাহলে আরো ভালো হতো। এই পয়েন্টস্ অন্যদেরকে বোঝালে তাদের বুদ্ধিতে বসবে। টপিকস্ এর লিস্ট বানাতে হবে। তারপর একটা টপিক বেঁছে নাও, নিজের মনে মনে ভাষণ করতে থাকো বা লিখতে থাকো। তারপর দেখতে হবে যে সব পয়েন্টস্ লেখা হয়েছে। যত মাথা খাটাবে ততোই ভালো। বাবা তো বোঝেন যে ইনি হলেন সবথেকে ভালো সার্জন, এনার বুদ্ধিতে অনেক পয়েন্টস্ আছে। ভরপুর হয়ে গেলে তো সেবা ছাড়া মজাই আসবে না।

তোমরা প্রদর্শনী করতে থাকো, কোথাও ২-৪ জন বা কোথাও ৬-৮ জন বেরিয়ে আসে। কোথাও তো আবার একজনও বেরিয়ে আসে না। দেখেছে হাজার জন কিন্তু বেরোলো কত অল্প, এইজন্য এখন বড় বড় চিত্র বানাতে থাকে। তোমরা সতর্ক হয়ে যাচ্ছ। বড় বড় ব্যক্তিদের কি অবস্থা, সেটাও তোমরা দেখেছ। বাবা বুঝিয়েছেন যে, চেক করতে হবে যে কাদেরকে এই জ্ঞান দেওয়া উচিত। নাড়ি দেখতে হবে যারা আমার ভক্ত। গীতা পাঠীদেরকে মুখ্য কথা একটাই বোঝাও যে - ভগবান উঁচুর থেকেও উঁচুকেই বলা যায়। তিনি হলেন নিরাকার। কোনও দেহধারী মানুষকে ভগবান বলা যায়না। বাচ্চারা তোমাদের এখন সবকিছু বোধগম্য হয়েছে। সন্ন্যাসীরাও ঘরের সন্ন্যাস করে পালিয়ে যায়। কোনও ব্রহ্মচারীই চলে যায়। পুনরায় দ্বিতীয় জন্মেও এইরকমই হয়ে থাকে। জন্ম তো অবশ্যই মাতার গর্ভ থেকেই নিয়ে থাকে। যতক্ষণ না বিবাহ না করে, ততক্ষণ বন্ধনমুক্ত থাকে, এতকিছু সম্বন্ধী ইত্যাদি স্মরণে আসে না। বিবাহ করলে তো সম্বন্ধ স্মরণে আসবে। সময় লাগবে, তাড়াতাড়ি বন্ধনমুক্ত হতে পারে না। নিজের জীবন কাহিনী সম্বন্ধেতো সকলেরই জানা আছে। সন্ন্যাসীরা বোঝে যে, প্রথমে আমরা গৃহস্থী ছিলাম তারপর সন্ন্যাস করেছি। তোমাদের হল বড় সন্ন্যাস এই জন্য পরিশ্রম হয়। সেইসব সন্ন্যাসীরা গায়ে ছাই-ভস্ম লাগায়, মাথার চুল পরিত্যাগ করে, পোশাক পরিবর্তন করে। তোমাদের তো এরকম কিছু করার দরকার নেই। এখানে তো পোশাক পরিবর্তন করারও কথা নেই। তোমরা যদি সাদা শাড়ি নাও পরিধান করো, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। এটা তো হল বুদ্ধির জ্ঞান। আমরা হলাম আত্মা, বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তবেই জং সরে যাবে আর আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবো। বাড়ি তো সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। কেউ যোগবলের দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে, কেউ শাস্তি খেয়ে যাবে। বাচ্চারা তোমাদের জং ছাড়ানোর জন্যই পরিশ্রম করতে হয়, এইজন্য একে যোগঅগ্নিও বলা হয়ে থাকে। অগ্নিতেই পাপ ভস্মীভূত হয়। তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। কামচিতাকেও অগ্নি বলা হয়। কাম অগ্নিতে জ্বলে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন গোরা হও। এইসব কথা তোমরা ব্রাহ্মণেরা ছাড়া কারো বুদ্ধিতে বসবে না। এই কথাগুলিই হল সবার থেকে আলাদা। তোমাদের উদ্দেশ্যে বলে যে, এরা তো শাস্ত্রকেও মানে না। নাস্তিক হয়ে গেছে। বলো, শাস্ত্রতো আমরা পড়তাম, তারপর তো বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করলেন। জ্ঞানের দ্বারাই সন্নতি প্রাপ্ত হয়। ভগবানুবাচ, বেদ-উপনিষদ ইত্যাদি পড়ে, দান-পূণ্য করে কেউই আমাকে প্রাপ্ত করতে পারে না। আমার দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবে। বাবাই এসে আমাদেরকে যোগ্য বানাচ্ছেন। আত্মার উপর জং লেগে গেলে তখন বাবাকে আহ্বান করে, বলে যে, এসে পবিত্র বানাও। যে আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাকেই সতোপ্রধান হতে হয়, তমোপ্রধান থেকে তমো, রজো, সতো পুনরায় সতোপ্রধান হতে হয়। আর যদি মাঝপথে গন্ডগোল হয়, তবে পুনরায় জং লেগে যাবে।

বাবা আমাদেরকে এতো উঁচু বানাচ্ছেন, তো সেই খুশীতে থাকতে হবে, তাই না! বিদেশে যখন পড়তে যায় তখন খুশীতে যায় তাই না! এখন তোমরা অনেক বোঝদার হচ্ছে। কলিযুগে তোমরা কতোখানি তমোপ্রধান অবুঝ হয়ে যাও! যতই ভালোবাসো, তত আরো বেশী মোকাবিলা করতে। বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পারছ যে, আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যে ভালো রীতি পড়বে, স্মরণে থাকবে সে ভালো পদ

পাবে। চারাগাছ রোপন করা ভারত থেকেই শুরু হয়। দিন দিন খবরের কাগজে তোমাদের নাম খ্যাত হতে থাকবে। খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা তো সবদিকে যায়। সেই প্রতিনিধিদেরকে যদি দেখো তো দেখবে, তারা কখনও ভালো খবর ছাপায় তো কখনও খারাপ, কেননা তারাও শোনা কথা অনুসারে চলে, তাই না! যে যেটা শোনায়, সেটাই তারা ছাপিয়ে দেয়। শোনা কথার পরিপ্রেক্ষিতে তারা চলতে থাকে, একে পরমত বলা হয়। পরমত আসুরিক মত হয়ে যায়। বাবার হল শ্রীমত। কেউ যদি উল্টোপাল্টা কথা বলে তো ব্যস, আসাই ছেড়ে দেয়। যে সেবা করে, তার এবিষয়ে জ্ঞান থাকে। এখানে তোমরা যাকিছু সেবা করে থাকো, এটাই হল তোমাদের নম্বর ওয়ান সেবা। এখানে তোমরা সেবা করো, সেখানে ফল প্রাপ্ত হয়। কর্তব্য তো এখানে বাবার সাথে করে থাকো, তাই না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আত্মা রূপী সূঁচের উপর জং লেগে গেছে, যোগবলের দ্বারা তাকে সরিয়ে সতোপ্রধান হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। লোকের কথা শুনে কখনও পড়াশোনা ছেড়ে দিও না।

২) বুদ্ধিতে জ্ঞানের পয়েন্টস্ দিয়ে ভরপুর করে সেবা করতে হবে। নাড়ি (শিরা) দেখে জ্ঞান শোনাতে হবে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।

বরদান:- আদি আর অনাদি স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা নিজ স্বধর্মগুলিকে ধারণ করে পবিত্র আর যোগী ভব
ব্রাহ্মণদের নিজ স্বধর্ম হল পবিত্রতা, অপবিত্রতা হল পরধর্ম। সাধারণ মানুষ যে পবিত্রতা ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে থাকে সেটা তোমাদের (বাচ্চাদের) জন্য হল অতি সহজ কেননা স্মৃতিতে এসে গেছে যে আমাদের বাস্তবিক আত্মস্বরূপ হল সদা পবিত্র। অনাদি স্বরূপ হল পবিত্র আত্মা আর আদি স্বরূপ হল পবিত্র দেবতা। এখনকার অস্তিম জন্মও হল পবিত্র ব্রাহ্মণ জীবন। এইজন্য পবিত্রতাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি। যে পবিত্র, সে-ই যোগী।

স্লোগান:- সহজযোগী বলে অলস হয়ে যেও না, শক্তিরূপ হও।

16-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** সঙ্গমযুগে তোমরা বাচ্চারা কোন্ বীজ বপন করতে পারো না ?
- *উত্তর:-** দেহ অভিমানের। এই বীজ থেকেই সমস্ত বিকারের বৃক্ষ জন্মায়। এখন গোটা দুনিয়াতেই ৫ বিকারের বৃক্ষের বিস্তার হয়েছে। সকলেই কাম এবং ক্রোধের বীজ বপন করছে। তোমাদের প্রতি বাবার ডাইরেকশন হলো - বাচ্চারা, তোমরা যোগবলের দ্বারা পবিত্র হও এবং এই বীজ বপন বন্ধ করো।
- *গীত:-** তোমাকে পেয়ে আমরা গোটা জগৎটাকে পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গান শুনলো। এখন তো সংখ্যায় কম, পরে অনেক অনেক বাচ্চা হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এখন খুব কমজনই তাঁর সন্তান হয়েছে। তবে এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো সকলেই জানে। নামই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। এনার অনেক প্রজা আছে। সকল ধর্মের মানুষই এনাকে অবশ্যই মানবে। এনার দ্বারাই সকল মানুষের রচনা হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন, লৌকিক বাবাকেও সীমিত ক্ষেত্রের ব্রহ্মা বলা যায়, কারণ তার দ্বারাও বংশবৃদ্ধি হয়। পদবি অনুসারে বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। উনি সীমিত জগতের পিতা, আর ইনি অসীম জগতের পিতা। এনার নামটাই হলো প্রজাপিতা। লৌকিক বাবা তো সীমিত সংখ্যক প্রজা রচনা করে। কেউ কেউ আবার রচনাই করে না। কিন্তু ইনি তো অবশ্যই রচনা করবেন। কেউ কি বলতে পারবে যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার কোনো সন্তান নেই ? গোটা দুনিয়াতেই এনার সন্তান রয়েছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাই হলেন সর্বপ্রথম। মুসলমানরা যে আদম-বিবির কথা বলে, সেটা তো অবশ্যই কারোর না কারোর সম্পর্কে বলে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেই অ্যাডাম-ইভ কিংবা আদিদেব-আদিদেবী বলা হয়। সকল ধর্মের মানুষই এনাকে মানবে। বরাবরই একজন সীমিত জগতের পিতা এবং একজন অসীম জগতের পিতা আছেন। এই অসীম জগতের পিতা সীমাহীন সুখ প্রদান করেন। তোমরা সীমাহীন স্বর্গসুখ পাওয়ার জন্যই পুরুষার্থ করছ। এখানে অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে সীমাহীন সুখের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য এসেছ। স্বর্গে রয়েছে সীমাহীন সুখ আর নরকে রয়েছে সীমাহীন দুঃখ। অনেক দুঃখ আসবে। সকলে আত্ননাদ করবে। বাবা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বুঝিয়েছেন। তোমরা বাচ্চারা বাবার সামনে বসে আছো এবং পুরুষার্থ করছো। ইনি তো একাধারে মাতা এবং পিতা। অনেক সন্তান রয়েছে। অসীম জগতের মাতা পিতার সাথে কেউ কখনো কোনো শত্রুতা রাখে না। মাতা-পিতার কাছ থেকে কতোই না সুখ পাওয়া যায়। গায়ন আছে - তুমি হলে মাতা-পিতা...। এই গানের অর্থ এখন বাচ্চারাই বুঝতে পারে। অন্যান্য ধর্মে তো মানুষ কেবল পিতাকেই আহ্বান করে, মাতা-পিতা বলে না। কেবল এখানেই গান করে - তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক...। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এখন পড়াশুনা করে মানুষ থেকে দেবতা অথবা কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছি। বাবা একাধারে মাঝি এবং বাগানের মালিক। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে অনেক রকমের মালি। মুঘল গার্ডেনেও মালি থাকে। সে অনেক টাকা মাইনে পায়। মালিদের মধ্যেও ক্রম থাকে। কোনো কোনো মালি তো কত সুন্দর সুন্দর ফুল তৈরি করে। এক ধরনের ফুলকে কিং অফ ক্লাওয়ার বলা হয়। সত্যযুগে কিং অফ ক্লাওয়ার এবং কুইন অফ ক্লাওয়ার থাকবে। কিন্তু এখানে মহারাজা-মহারানী থাকলেও তারা ফুলের মতো নয়। পতিত হয়ে যাওয়ার জন্য কাঁটার মতো হয়ে গেছে। পথ চলতে চলতে একে অপরকে কাঁটায় বিদ্ধ করে চলে যায়। এদেরকেই অজামিল বলা হয়। তোমরাই সবথেকে বেশি ভক্তি করে এসেছো। বাম মার্গে পতিত হওয়ার পরে দেখো কতো নোংরা নোংরা ছবি বানিয়েছে। সেখানে দেবতাদের ছবিই আঁকা

আছে। ওগুলো সব বামমার্গের ছবি। তোমরা বাচ্চারা এখন এইসব বিষয় বুঝতে পেরেছ। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ। আমরা এই বিকারের দুনিয়া থেকে অনেক দূরে চলে যাই। ব্রাহ্মণ পরিবারে ভাই কিংবা বোনের সাথে বিকারে লিপ্ত হওয়া অতি জঘন্য ভাবে হামলা করার মতো অপরাধ। নাম খারাপ হয়ে যায়। তাই ছোটো থেকে যদি কোনো খারাপ কাজ করে থাকো, সেটা বাবাকে বলে দিলে অর্ধেক মার্ফ হয়ে যায়। সেইসব কথা তো অবশ্যই মনে থাকে। অমুক সময়ে আমি এই নোংরা কাজ করেছিলাম - বাবাকে লিখে দেয়। যারা খুব বিশ্বাসী এবং অনেস্ট, তারা বাবাকে লিখে দেয় - বাবা, আমি এই এই নোংরা কাজ করেছি, ক্ষমা করে দিও। বাবা বলছেন, ক্ষমা করা হয় না, তবে সত্যি কথা বলে দিলে সেই বোঝাটা হালকা হয়ে যায়। এমন নয় যে একেবারে ভুলে যায়। ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যাতে পুনরায় এইরকম কাজ না হয়, তার জন্য সাবধান করে দিই। তবে বিবেক দংশন অবশ্যই হয়। কেউ কেউ বলে - বাবা, আমি তো অজামিল ছিলাম। এগুলো সব এই জন্মেরই ঘটনা। কবে থেকে বামমার্গে এসে পাপাওয়া হয়েছ - সেটাও তোমরা এখন জেনে গেছ। এখন বাবা আবার আমাদেরকে পূণ্যাত্মা বানাচ্ছেন। পূণ্যাত্মাদের সেই দুনিয়াটা একেবারে আলাদা। হয়তো একটাই দুনিয়া, কিন্তু তোমরা এখন বুঝেছ যে এটা দুই ভাগে বিভক্ত। একটা পূণ্যাত্মাদের দুনিয়া, যাকে স্বর্গ বলা হয় আর একটা পাপ আত্মাদের দুনিয়া, যাকে নরক বা দুঃখধাম বলা হয়। সুখের দুনিয়া আর দুঃখের দুনিয়া। দুঃখের দুনিয়ায় সকলে আত্ননাদ করে - আমাদেরকে মুক্তি দাও, ঘরে নিয়ে চলো। বাচ্চারা জানে যে ঘরে গিয়ে বসে যাওয়া যাবে না, আবার ভূমিকা পালন করার জন্য আসতে হবে। এখন তো গোটা দুনিয়াটাই পতিত। বাবার দ্বারা তোমরা এখন পবিত্র হচ্ছে। এম অবজেক্ট তো সামনেই আছে। অন্য কেউ এই এম অবজেক্ট দেখিয়ে বলবে না যে আমরা এইরকম হচ্ছি। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা আগে এইরকম ছিলে, এখন আর নেই। পূজনীয় ছিলে, তারপর পূজারী হয়ে গেছ। পুনরায় পূজনীয় হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা কতো ভালো ভাবে পুরুষার্থ করচ্ছেন। এই বাবা (ব্রহ্মাবাবা) সর্বদাই বুঝতে পারেন যে আমি প্রিন্স হব। ইনি নম্বর ওয়ান, তবুও নিরন্তর স্মরণে থাকে না। ভুলে যান। কেউ যতই পরিশ্রম করুক না কেন, এখন ঐরকম অবস্থা আসবে না। যুদ্ধের সময়েই কর্মাতীত অবস্থা হবে। সবাইকেই পুরুষার্থ করতে হবে। এনাকেও করতে হবে। তোমরা বোঝানোর সময়ে বলো - ছবিতে দেখুন, বাবার ছবি কোথায় আছে ? বৃক্ষের একেবারে শেষে পতিত দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর নীচে তপস্যাও করছেন। কত সহজভাবে বোঝানো হয়। বাবা-ই এইসব বিষয় বুঝিয়েছেন। ইনিও (ব্রহ্মাবাবা) আগে জানতেন না। বাবা-ই হলেন নলেজফুল, তাঁকেই সবাই স্মরণ করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমি এসে আমাদের দুঃখ হরণ করো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর তো দেবতা। মূলবতনবাসী আত্মাদেরকে তো দেবতা বলা যাবে না। বাবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের রহস্যও বুঝিয়েছেন। ব্রহ্মা কিংবা লক্ষ্মী-নারায়ণ তো এখানেই থাকেন। সূক্ষ্মবতনকে কেবল এই সময়েই তোমরা বাচ্চারা দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দেখতে পাও। এই বাবাও ফরিস্তা হয়ে যান। বাচ্চারা জানে - যিনি সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই নীচে তপস্যা করছেন। ছবিতে খুব স্পষ্টভাবে দেখানো আছে। ইনি কখনোই নিজেকে ভগবান বলেন না। ইনি বলেন, আমি তো একেবারে মূল্যহীন ছিলাম, তোমরাও ঐরকম ছিলে। এখন অতি মূল্যবান হয়ে যাচ্ছি। কথাগুলো কত সহজেই বোঝা যায়। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলো - দেখুন, আপনি কলিযুগের একদম অন্তিমে রয়েছেন। বাবা বলেন, যখন অতি প্রাচীন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়ে যায়, তখনই আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। ইনি এখন রাজযোগের তপস্যা করছেন। তপস্যারত কাউকে কি দেবতা বলা যায় ? রাজযোগ শিখে এইরকম হয়ে যান। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও এইরকম মুকুটধারী বানিয়ে দেন। এরাই এরপর দেবতা হবে। কাউকে দেখানোর জন্য এইরকম ১০-২০ জন বাচ্চার ছবিও রাখতে পারো যে এনারাই এইরকম হয়ে যান। আগে সকলের এইরকম ছবি তোলা হয়েছে। এই বিষয়গুলো তো বোঝাতে হয়। একদিকে সাধারণ ছবি, আর অন্যদিকে দ্বি-মুকুটধারী ছবি। তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা এইরকম হচ্ছি। সে-ই হতে পারবে যার বুদ্ধির লাইন একদম ক্রিয়ার থাকবে। অনেক মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। এখন মানুষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কাম, ক্রোধ ইত্যাদির বীজ আছে। সকলের মধ্যেই ৫ বিকার রূপী বীজ থেকে বৃক্ষের বিস্তার হয়েছে। এখন বাবা বলছেন, এইরকম

বীজ বপন করো না। সঙ্গমযুগে তোমাদের দেহের অভিমানের বীজ কিংবা কাম বিকারের বীজ বপন করা উচিত নয়। এরপরে অর্ধেক কল্পের জন্য রাবণ থাকবে না। বাবা বসে থেকে প্রত্যেকটা বিষয় বোঝাচ্ছেন। মুখ্য বিষয় হলো মন্মনা ভব। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করো। ইনি সকলের পেছনেও আছেন, আবার সকলের আগেও আছেন। যোগবলের দ্বারা ইনি অনেক পবিত্র হয়ে যান। শুরুর দিকে বাচ্চাদের অনেক দিব্যদর্শন হতো। ভক্তিমার্গে যদি কেউ প্রচণ্ড ভক্তি করে, তবে তার এইরকম দর্শন হয়। এখানে তো বসে বসেই ধ্যানস্থ হয়ে যেত, অনেকে এগুলোকে জাদুবিদ্যা ভাবত। এটা আসলে ফার্স্টক্লাস জাদু। মীরাও অনেক তপস্যা করেছিল, সাধুসঙ্গ করেছিল। এখানে কোনো সাধু নেই। ইনি তো বাবা। শিববাবা সকলের বাবা। অনেকে বলে - আপনাদের গুরুজীর সাথে দেখা করব। কিন্তু এখানে তো কোনো গুরু নেই। শিববাবা তো নিরাকার। তাহলে কার সাথে দেখা করবেন ? মানুষ ওইসব গুরুদের কাছে গিয়ে প্রণামী দেয়। এই বাবা তো অসীম জগতের মালিক। এখানে ঐরকম প্রণামী দেওয়ার প্রথা নেই। ইনি পয়সা নিয়ে কি করবেন ? ব্রহ্মাবাবাও বুঝতে পারেন যে আমি বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। বাচ্চারা যদি কিছু টাকা দেয়, তবে সেটা দিয়ে তাদের জন্যই থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। ওইসব টাকা পয়সা তো শিববাবারও কোনো কাজে আসবে না, আর ব্রহ্মাবাবারও কোনো কাজে আসবে না। ওইসব ঘর-বাড়ি তো বাচ্চাদের জন্যই বানানো হয়েছে। বাচ্চারাই এখানে এসে থাকে। কেউ হয়তো গরিব, আবার কেউ হয়তো ধনী। কেউ কেউ দুটাকা পাঠিয়ে বলে যে বাবা, আমার এই টাকা দিয়ে একটা হলেও ইট কিনে কাজে লাগিয়ে দেবেন। কেউ আবার হাজার হাজার পাঠিয়ে দেয়। দু'জনের ভাবনাই সমান। তাই দু'জনের সমান প্রাপ্তি হয়। বাচ্চারা যখন আসে, তখন যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারে। যে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে, সে যদি আসে, তবে তাকে ভালো ভাবে রাখা হবে। কেউ কেউ বলে, বাবার কাছেও ওদের বেশি খাতির করা হয়। আরে, সেটা তো করতেই হবে। অনেকে অনেক রকমের। কেউ তো যেকোনো জায়গাতেই বসে পড়ে। কেউ আবার খুবই সংবেদনশীল, বিদেশে বড়ো বড়ো অটালিকায় থাকে। প্রত্যেক দেশেই বড়ো বড়ো ধনী ব্যক্তির এইরকম বাড়ি বানায়। এখানে তো অনেক বাচ্চা আসে। অন্য কোনো বাবার কি এইরকম চিন্তা ভাবনা আসবে ? খুব বেশি হলে ১০, ১২ কিংবা ২০ জন নাতি নাতি থাকবে। আচ্ছা, হয়তো কারোর ২০০-৫০০ জন আছে, কিন্তু তার বেশি তো হবে না। এই বাবার পরিবার তো অনেক বড়ো এবং আরো বৃদ্ধি পাবে। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাবার পরিবারেরও অনেক বৃদ্ধি হবে আর প্রজাপিতা ব্রহ্মার পরিবারেরও অনেক বৃদ্ধি হবে। প্রতি কল্পে বাবা আসলেই ওইসব ওয়ান্ডারফুল কথাবার্তা তোমাদের কানে পৌঁছায়। বাবার উদ্দেশ্যেই বলা হয় - হে প্রভু, তোমার গতি-মতি সকলের থেকে আলাদা। দেখেছো তো, ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যে কত ফারাক। বাবা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন - স্বর্গে যাওয়ার জন্য দিব্যগুণও ধারণ করতে হবে। এখন তো কাঁটার মতো হয়ে গেছ। মানুষ গান করে - আমার মতো গুণহীনের মধ্যে কোনো গুণ নেই। কেবল পাঁচ বিকার রূপী দুর্গুন আছে কারন এটা রাবণের রাজত্ব। তোমরা এখন কতো ভাল জ্ঞানলাভ করছ। এই জ্ঞান যতটা আনন্দ দেয়, দুনিয়ার ওই জ্ঞান অতটা আনন্দ দিতে পারে না। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা ওপরে মূলবতনে থাকি। সূক্ষ্মবতনে রয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর। তবে তাদেরকে কেবল দিব্যদৃষ্টির সাহায্যেই দেখতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মাও এখানেই থাকেন, লক্ষ্মী-নারায়ণও এখানেই থাকেন। ওখানে কেবল দিব্য দর্শন হয়। ব্যক্ত ব্রহ্মা কিভাবে সূক্ষ্মবতনবাসী ফরিস্তা ব্রহ্মা হয়ে যান, তার নিদর্শন রয়েছে। এছাড়া আর কিছু নেই। তোমরা বাচ্চারা এখন ওইসব বিষয় বুঝতে পারছো এবং নিজের মধ্যে ধারণ করছো। কোনো নতুন ব্যাপার নয়। তোমরা আগে অনেকবার দেবতা হয়েছ, দৈব রাজত্ব ছিল। এই চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। ওই ড্রামা তো বিনাশী, আর এটা হলো অবিনাশী ড্রামা। তোমাদের ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে এগুলো নেই। বাবা বসে থেকে ওইসব বোঝাচ্ছেন। এমন নয় যে এই জ্ঞান পরম্পরায় চলে আসে। বাবা বলছেন, আমি এই সময়েই তোমাদেরকে এই জ্ঞান শোনাই। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তোমরা রাজত্ব পেয়ে যাওয়ার পরে সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সর্বদা যেন স্মৃতিতে থাকে যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, তাই বিকারের থেকে অনেক অনেক দূরে থাকতে হবে। কখনোই যেন কোনো ক্রিমিনাল অ্যাসাল্ট না হয়। বাবার কাছে খুব অনেস্ট এবং বিশ্বাসী হয়ে থাকতে হবে।

২) দ্বি-মুকুটধারী দেবতা হওয়ার জন্য খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে, বুদ্ধির লাইন যেন ক্রিয়ার থাকে। রাজযোগের তপস্যা করতে হবে।

বরদানঃ- ঈশ্বরীয় নেশার দ্বারা পুরাতন দুনিয়াকে ভুলে যাওয়া সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব
যেমন ওই নেশা সব কিছু ভুলিয়ে দেয়, সেইরকম ঈশ্বরীয় নেশাও দুঃখের দুনিয়াকে সহজেই ভুলিয়ে দেয়। ওই নেশা তো অনেক ক্ষতিসাধন করে, বেশি পান করে নিলে মারাও যায়। কিন্তু এই ঈশ্বরীয় নেশা অবিনাশী বানিয়ে দেয়। যে সর্বদা ঈশ্বরীয় নেশার মস্তিভে থাকে, সে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হয়ে যায়। 'কেবল বাবা, আর কেউ নয়' - এই স্মৃতির দ্বারা-ই নেশা হয়ে যায়, এই স্মৃতিই সক্ষম বানিয়ে দেয়।

স্লোগানঃ- একে অপরকে কপি না করে, বাবাকে কপি করো।

17-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্ন:-** ড্রামার কোন্ প্ল্যান-টি এমন বানানো আছে যার ফলে কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না ?

***উত্তর:-** ড্রামাতে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশের প্ল্যান বানানো আছে, এতে কারো দোষ নেই। এই সময় এই দুনিয়ার বিনাশের জন্য প্রকৃতির ক্রোধ বেড়েছে। চারিদিকে ভূমিকম্প হবে, বাড়ি ভেঙে যাবে, বন্যা হবে, দুর্ভিক্ষ হবে। তাই বাবা বলেন, বাচ্চারা এখন এই পুরানো দুনিয়া থেকে তোমরা নিজের বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নাও, সদগুরুর শ্রীমৎ অনুসারে চলো। জীবিত থেকে দেহের অনুভূতি ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পিতাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে থাকো।

***গীত:-** আমাদের সেই পথে চলতে হবে....

ওম্ শান্তি। কোন্ পথে চলতে হবে ? গুরুর পথে চলতে হবে। তিনি কোন্ গুরু ? উঠতে-বসতে মানুষের মুখ থেকে বেরিয়ে যায় বাঃ গুরু। গুরু তো অনেক আছে। বাঃ গুরু কাকে বলবে ? কার উদ্দেশ্যে এমন মহিমা বর্ণনা করবে ? সদগুরু তো হলেন একমাত্র বাবা। ভক্তিমার্গে অসংখ্য গুরু আছে। কেউ কারো মহিমা করে, কেউ অন্য কারো মহিমা করে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে প্রকৃত সত্য সদগুরু হলেন একমাত্র পিতা, যাঁর বাঃ-বাঃ স্বীকৃতি লাভ করে। সত্য সদগুরু হয় তাহলে মিথ্যাও হয় নিশ্চয়। সত্য হয় সঙ্গমে। ভক্তি মার্গেও সত্যের মহিমা গায়ন করে। উঁচু থেকে উঁচু বাবা হলেন সত্য, তিনি উদ্ধারকর্তা, তিনিই হন পথনির্দেশক। আজকালকার গুরু গঙ্গা স্নানে বা তীর্থে নিয়ে যাওয়ার গাইড হয়। সদগুরু এমন নন। যাঁকে সবাই স্মরণ করে - হে পতিত-পাবন আসুন। পতিত-পাবন, সদগুরুকে বলা হয়। তিনি পবিত্র করতে পারেন। ওই গুরু রা পবিত্র করতে পারে না। তারা এমন বলতে পারে না মামেকম্ স্মরণ করো। যদিও গীতা পাঠ করে কিন্তু অর্থ কিছুই জানেনা। যদি বোধ থাকতো যে সদগুরু কেবল একজনই, তবে নিজেকে গুরু বলে পরিচয় দিত না। ড্রামানুসারে ভক্তি মার্গের ডিপার্টমেন্টই আলাদা, যেখানে অনেক গুরু, অনেক ভক্ত আছে। এখানে তো কেবল একজনই আছেন। পরে এই দেবী-দেবতার প্রথম নম্বরে আসে। এখন লাস্টে আছে। বাবা এসে এদের সত্যযুগের বাদশাহী প্রদান করেন। অন্য সবাইকে অটোমেটিক্যালি ফিরে যেতে হয়, তাই বলা হয় সকলের সদগতি দাতা হলেন এক। তোমরা জানো কল্প-কল্প সঙ্গমে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। তোমরা পুরুষোত্তম হও। অন্য কোনো কাজ করেন না। গায়নও আছে গতি-সদগতি দাতা হলেন এক। এই মহিমা বর্ণনা একমাত্র বাবার। গতি-সদগতি সঙ্গমেই প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে তো ছিল একটি ধর্ম। এই কথাটিও বুঝে নিতে হবে। কিন্তু এই বুদ্ধি কে দেবে ? তোমরা বুঝেছো একমাত্র বাবা এসে যুক্তি বলে দেন। শ্রীমৎ দেন কাকে ? আত্মাদেরকে। তিনি হলেন পিতা ও সদগুরু এবং টিচারও। জ্ঞান শিখিয়ে দেন তাইনা। অন্য সকল গুরু কেবল ভক্তি করা শেখায়। বাবার জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের সদগতি হয়। তারপরে এই দুনিয়া থেকে ফিরে যাও। তোমাদের এই হল অসীম জগতের সন্ধ্যাস। বাবা বুঝিয়েছেন ৮৪ জন্মের চক্র তোমাদের পূর্ণ হয়েছে। এখন এই দুনিয়া শেষ হবে। যেমন অসুস্থ কেউ সিরিয়াস হলে বলা হবে এখন তো ছেড়ে চলে যাবে, মনে করে কি হবে। শরীর শেষ হয়ে যাবে। আত্মা তো গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করবে। আশা শেষ হয়ে যায়। বেঙ্গলে তো যখন দেখে আশা নেই তখন গঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়া হয় যাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। মূর্তির পূজা করে তারপরে জলে গিয়ে বলে ডুবে যা, ডুবে যা.... এখন তোমরা জানো এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া ডুবে যাবে। বন্যা হবে, আগুন লাগবে, ক্ষুধায় মানুষ মরবে। এই সব অবস্থা আসবে। ভূমিকম্প বাড়ি ইত্যাদি ভেঙে পড়বে। এই সময় প্রকৃতির রোষ বৃদ্ধি পায়, ফলে সব শেষ

করে দেয়। এই অবস্থা পুরো দুনিয়ায় আসবে। অনেক রকমের মৃত্যু এসে যায়। বোমাতে বিষ ভরা থাকে। একটু গন্ধেই অস্ত্রাণ হয়ে যায়। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা জানো যে কি কি হবে। এই সব কে করায় ? বাবা তো করান না। এইসব ড্রামাতে ফিক্স আছে। কাউকে দোষ দেওয়া হবে না। ড্রামার প্ল্যান এমনভাবেই তৈরি আছে। পুরানো দুনিয়া নতুন অবশ্যই হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ) আসবে। বিনাশ তো হওয়ারই। এই পুরানো দুনিয়া থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে দেওয়া, একেই অসীম জগতের সন্ধ্যাস বলা হয়।

এখন তোমরা বলবে বাঃ সদগুরু বাঃ! আমাদের এই পথ বলে দিলেন। বাচ্চাদেরও বোঝানো হয় - এমন কোনও আচরণ করবে না যে তাঁর নিন্দে হয়। তোমরা এখানে জীবিত থেকে মৃত সম হও। দেহকে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। দেহ থেকে নির্লিপ্ত আত্মা হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ইনি তো খুব ভালো বলেন বাহ সদগুরু বাহ! কেবলমাত্র পারলৌকিক সদগুরুর বাঃ-বাঃ করা হয়। লৌকিক গুরু তো অনেক আছে। সদগুরু হলেন কেবল একজন প্রকৃত সত্য, ভক্তি মার্গে যাঁর নাম প্রচলিত আছে। সম্পূর্ণ সৃষ্টির পিতা তো একজনই। নতুন সৃষ্টির স্থাপনা কীভাবে হয়, সে কথা কেউ জানে না। শাস্ত্রে তো দেখানো হয় প্রলয় হয় তারপরে অশ্বখ পাতায় শ্রীকৃষ্ণ আসেন। এখন তোমরা বুঝেছো অশ্বখ পাতায় কীভাবে আসবে। কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করে কোনও লাভ নেই। তোমরা উত্তরণ কলায় যাওয়ার জন্য এখন সদগুরুকে পেয়েছো। বলা হয় যে উত্তরণ কলা তোমার, তাতেই সকলের কল্যাণ। অতএব আত্মিক পিতা বসে আত্মাদের বোঝান। ৮৪ জন্মও আত্মাদেরই হয়। প্রত্যেকটি জন্মে নাম-রূপ ভিন্ন হয়ে যায়। এমন বলা হবে না অমুকে ৮৪ জন্ম নিয়েছে। না, ৮৪ জন্ম আত্মা নিয়েছে। শরীর তো পরিবর্তন হতে থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সব কথা আছে। সম্পূর্ণ নলেজ বুদ্ধিতে থাকা উচিত। যে আসবে তাকেই বোঝাবে। আদি কালে ছিল দেবী-দেবতাদের রাজ্য, পরে মধ্য কালে রাবণ রাজ্য হল। সিঁড়ি বেয়ে আত্মারা নীচে নামতে থাকলো। সত্য যুগে বলা হবে সত্যোপদান, তারপরে সত্যো, রজো, তমোতে নেমে আসে। চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। কেউ কেউ বাবার কি দরকার ছিল আমাদের ৮৪ -র চক্রে আনার। কিন্তু এই সৃষ্টি চক্র তো হল অনাদি, এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে হবে। মানুষ হয়ে যদি না জানলে তবে তো ভগবানে অবিশ্বাসী হলে। জানলে তোমরা কত উঁচু পদের অধিকারী হও। এই পড়াশোনা টি হল সর্বোচ্চ। উঁচু মানের কঠিন পরীক্ষা পাশ করলে স্টুডেন্টের মনে খুশী হয়, তাই না ! আমরা উঁচু থেকে উঁচু পদ মর্যাদা পাবো। তোমরা জানো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ নিজের পূর্ব জন্মে শিক্ষা প্রাপ্ত করে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

এই পড়াশোনা দ্বারা এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। পড়াশোনা দ্বারা উঁচু পদ প্রাপ্ত হয়। ওয়াল্ডার ! তাই না। এই এত যে বিশাল মন্দির নির্মাণ করে অথবা বড় বড় বিদ্বান ইত্যাদি যারা আছে তাদের জিজ্ঞাসা করো এঁরা কীভাবে জন্ম নিয়েছে, তার উত্তর দিতে পারবে না। তোমরা জানো এ হল গীতার-ই রাজযোগ। গীতা পাঠ করে এসেছে কিন্তু কোনও লাভ নেই। এখন বাবা বসে তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন। তোমরা বলো বাবা তোমার সঙ্গে ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমাদের দেখা হয়েছিল। কেন দেখা হয়েছিল ? স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য। লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য। ছোট, বড়, বৃদ্ধ ইত্যাদি বয়সের যেই আসুক, অবশ্যই শিখে আসে। মুখ্য লক্ষ্যই হল এই। সত্য নারায়ণের প্রকৃত ব্রত কথা, তাইনা। এই কথাও তোমরা বুঝেছো, রাজস্ব স্থাপনা হচ্ছে। যারা ভালো ভাবে বুঝে যায় তাদের আন্তরিক খুশী বজায় থাকে। বাবা জিজ্ঞাসা করবেন সাহস আছে তো রাজস্ব নেওয়ার ? বলবে বাবা নিশ্চয়ই আছে, আমরা পড়াশোনা করিই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। এতখানি সময় আমরা নিজেদেরকে দেহ ভেবে থেকেছি। এখন বাবা আমাদের রাইটিয়াস অর্থাৎ সঠিক পথ বলে দিয়েছেন। দেহী-অভিমানী হতে পরিশ্রম লাগে। ক্ষণে-ক্ষণে নিজের নাম-রূপে আটকে যায়। বাবা বলেন এই নাম-রূপ থেকে নির্লিপ্ত হতে হবে। এই আত্মা নামটিও তো হল নাম তাইনা। বাবা হলেন সুপ্রিম পরমপিতা, লৌকিক পিতাকে পরমপিতা বলবে না। পরম শব্দটি একমাত্র

বাবাকে দেওয়া হয়েছে। বাঃ গুরুও তাঁকেই বলা হয়। তোমরা শিখ ধর্মের মানুষদের বোঝাতে পারো। গ্রন্থ সাহেবে সম্পূর্ণ বর্ণনা করা আছে। অন্য কোনও শাস্ত্রে এতখানি বর্ণনা নেই যতখানি গুরুগ্রন্থে আছে, জপ সাহেব সুখমনীতে আছে। এই দুটি শব্দই মুখ্য। বাবা বলেন - সাহেবকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য সুখ প্রাপ্ত করবে। এতে সংশয়ের কথা নেই। বাবা খুব সহজ করে বুঝিয়ে দেন। অনেক হিন্দুরা শিখ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ট্রান্সফার হয়েছে।

তোমরা মানুষকে পথ বলে দেওয়ার জন্য কত রকমের চিত্র ইত্যাদি বানাও। খুব সহজ করে বোঝাতে পারো। তোমরা হলে আত্মা, তারপরে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মে এসেছো। এ হল ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ অন্য কেউ জানেনা যে ক্রাইস্ট কীভাবে আসে। বাবা বুঝিয়েছেন - নতুন আত্মার কর্ম ভোগ থাকে না। খ্রীষ্টের আত্মা কোনও বিকর্ম করেনি যে সাজা ভোগ করবে। সত্যে প্রধান আত্মা আসে, যার মধ্যে প্রবেশ করে তাকেই ক্রুশ বিদ্ধ করে, খ্রীষ্টকে নয়। উনি তো পরের জন্মে গিয়ে বড় পদের অধিকারী হন। পোপের চিত্রও আছে।

এইসময় এই সম্পূর্ণ দুনিয়া একেবারেই কড়ি তুল্য (ওয়ার্থ নট আ পেনি) হয়েছে। তোমরাও ছিলে। এখন তোমরা হীরে তুল্য (ওয়ার্থ পাউন্ড) হচ্ছে। এমন নয় তাদের উত্তরাধিকারী পরে বেঁচে থাকবে, কিছুই নয়। তোমরা নিজের হাত ভরপুর করে যাও, বাকি সবাই খালি হাতে যাবে। তোমরা ভরপুর হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছো। এই কথাও জানো, যে কল্প পূর্বে এসেছিল তারা-ই আসবে। একটু যদি শোনে তাহলেও আসবে। সবাই একত্রে তো দেখতেও পাবে না। তোমরা অসংখ্য প্রজা বানাও, বাবা সবাইকে দেখতে পাবেন না। একটু শুনলেও প্রজা হয়ে যাবে। তোমরা গণনা করতে পারবে না।

তোমরা বাচ্চারা সার্ভিসে আছো, বাবাও সার্ভিসে আছেন। বাবা সার্ভিস ব্যতীত থাকতে পারেন না। রোজ সকালে সার্ভিস করতে আসেন। সৎসঙ্গ ইত্যাদিও সকালেই করে। সকালে অবসর সময় থাকে। বাবা তো বলেন বাচ্চারা তোমরা খুব ভোরে ঘর থেকে আসবে না এবং রাতেও আসা উচিত নয় কারণ দিন দিন দুনিয়া খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তাই গলিতে গলিতে সেন্টার এমন কাছে থাকা উচিত, যাতে বাচ্চারা ঘর থেকে বেরিয়ে সেন্টারে আসতে পারে, সহজ হয়ে যায়। তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে রাজধানী স্থাপন হবে। বাবা খুব সহজ করে বোঝান। তোমরা রাজযোগের দ্বারা স্থাপন করছো। যদিও এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হবে না। প্রজা তো অসংখ্য তৈরি হয়ে যায়। মালাও তৈরি হয়। মুখ্য তো যারা অনেকের সার্ভিস করে নিজের মতন তৈরি করে, তারা-ই মালার মুক্তোদানা হয়। মানুষ মালা জপ করে কিন্তু অর্থ বোঝে না। অনেক গুরুরা মালা দেয় জপ করার জন্য যাতে বুদ্ধি এতেই যুক্ত থাকে। কাম হল মহাশত্রু, দিন দিন খুব কঠিন হতে থাকবে। তমোপ্রধান হতে থাকবে। এই দুনিয়া খুব খারাপ। বাবাকে অনেকে বলে আমরা তো খুব অশান্ত হয়ে আছি, শীঘ্র সত্যযুগে নিয়ে চলো। বাবা বলেন ধৈর্য ধরো, স্থাপনা হবেই - এখন খাতির যত্ন চলছে। এই যত্ন খাতিরই তোমাদেরকে নিয়ে যাবে। বাচ্চাদেরকে এই কথাও বলা হয়েছে তোমরা আত্মারা পরমধাম থেকে এসেছো পুনরায় সেখানেই ফিরে যেতে হবে, পরে আবার আসবে পার্ট প্লে করতে। অতএব পরমধাম স্মরণে থাকা উচিত। বাবাও বলেন মামেকম স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এই সংবাদ বার্তা সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে। অন্য কেউ পয়গম্বর ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি নেই। তারা তো মুক্তিধাম থেকে নীচে নামিয়ে নিয়ে আসে। তারপরে তাদের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। যখন সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন পুনরায় বাবা এসে সবাইকে সত্যোপ্রধান করেন। তোমাদের জন্য সবাইকে ফিরে যেতে হয় কারণ তোমাদের তো নতুন দুনিয়া চাই তাইনা - এও ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। বাচ্চাদের খুব নেশা থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।

আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই দেহের নাম-রূপ থেকে নির্লিপ্ত থেকে দেহী-অভিমানী হতে হবে। এমন আচরণ করবে না যাতে সদগুরুর নিন্দে হয়।

২) মালার দানা হওয়ার জন্যে অনেককে নিজের মতন বানানোর সেবা করতে হবে। আন্তরিক খুশীতে থাকতে হবে যে আমরা রাজস্ব প্রাপ্তির জন্যে পড়াশোনা করছি। এ হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পড়াশোনা ।

বরদানঃ- কল্যাণকারী বৃত্তি দ্বারা সেবা করে সকল আত্মার আশীর্বাদের অধিকারী ভব
কল্যাণকারী বৃত্তি দ্বারা সেবা করা - এটাই হল সকল আত্মাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার সাধন। যখন লক্ষ্য থাকে যে আমরা হলাম বিশ্ব কল্যাণকারী, তখন অকল্যাণের কর্তব্য করা সম্ভব নয়। যেমন কার্য তেমনই ধারণা হয়, যদি কার্য স্মরণে থাকে তবে সর্বদা দয়ালু সদা মহাদানী থাকবে। প্রতি কদমে কল্যাণকারী বৃত্তি নিয়ে চলবে, আমিষ ভাব আসবে না, নিমিত্ত ভাব স্মরণে থাকবে। এমন সেবাধারীকে সেবার রিটার্নে সকল আত্মাদের আশীর্বাদের অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- সাধনের আকর্ষণ সাধনাকে খন্ডিত করে দেয়।

18-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- নিজের উন্নতি করার সহজ সাধন কি ?

*উত্তর:- নিজের উন্নতির জন্য রোজ পোতামেল (প্রতিদিনের চার্ট) রাখো । চেক করো - আজ সারাদিন কোনো আসুরী কাজ করিনি তো ? ছাত্ররা যেমন নিজের রেজিস্টার রাখেন, বাচ্চারা, তেমনই তোমাদের দৈবী গুণের রেজিস্টার রাখো, তাহলে উন্নতি হতে থাকবে ।

*গীত:- দূর দেশের অধিবাসী -----

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানেন যে, দূর দেশ কাকে বলা হয় । দুনিয়াতে একজন মানুষও তা জানেন না । যত বড় বিদ্বানই হোক না কেন, বা পণ্ডিতই হোক, এর অর্থ বুঝতে পারে না । বাচ্চারা, তোমরাই বুঝতে পারো । বাবা, যাঁকে সব মনুষ্যমাত্র স্মরণ করে, হে ভগবান --- অবশ্যই তিনি উপরে মূল বতনে আছেন, আর কেউই একথা জানেন না । বাচ্চারা, এই নাটকের রহস্য তোমরাই এখন বুঝতে পারো । শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যা হয়েছে, যা হবে, সব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, সে কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত, তাই না । বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও এই কথা নশ্বরের ক্রমানুসারেই বুঝতে পারে । বিচার সাগর মন্বন করে না, তাই খুশীর পারদও চড়ে না । উঠতে - বসতে বুদ্ধিতে থাকা চাই যে, আমরা স্বদর্শন চক্রধারী । আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আমি আত্মা এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রকে জানি । যদিও তোমরা এখানে বসে আছো, তবুও বুদ্ধিতে মূলবতন স্মরণে আসে । সেটা হলো সুইট সাইলেন্স হোম, নির্বাণধাম, সাইলেন্স ধাম, যেখানে আত্মারা থাকে । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে চট করে এসে যায়, আর কেউই জানেন না । তারা যতই শাস্ত্র আদি পড়ুক না কেন, লাভ কিছুই নেই । ওইসব হলো অবতরণের কলায় । তোমরা এখন উপরে উঠছো । ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেরাই তৈরী হচ্ছে । এই পুরানো কাপড় ত্যাগ করে আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । খুশী তো থাকে, তাই না । ঘরে যাওয়ার জন্য তোমরা অর্ধেক কল্প ভক্তি করেছো । সিঁড়ি নীচে নামতেই থেকেছে । বাবা এখন আমাদের সহজভাবে বোঝান । বাচ্চারা, তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । বাবা ভগবান আমাদের পড়ান - এই খুশী অনেক থাকা উচিত । বাবা তোমাদের সম্মুখে বসে পড়াচ্ছেন । যিনি সকলের বাবা, তিনিই আমাদের আবার পড়াচ্ছেন । তিনি অনেকবার পড়িয়েছেন । তোমরা যখন চক্র লাগিয়ে তা সম্পূর্ণ করো, তখনই বাবা আসেন । এই সময় তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী । তোমরা বিষ্ণুপুরীর দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । দুনিয়াতে আর কেউই এই জ্ঞান দিতে পারে না । শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, এই খুশী কতো থাকা উচিত । বাচ্চারা জানেন যে, এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভক্তিমার্গের, এই শাস্ত্র সদগতির জন্য নয় । ভক্তিমার্গের সামগ্রীও তো চাই, তাই না । অগাধ সামগ্রী আছে । বাবা বলেন যে, এতে তোমরা নেমেই এসেছো । বিভ্রান্ত হয়ে কতো দ্বারে - দ্বারে ঘুরেছো । এখন তোমরা শান্ত হয়ে বসছো । তোমাদের ধাক্কা খাওয়া সব দূর হয়ে গেছে । তোমরা জানো যে, এখন খুব অল্প সময় বাকি আছে, আত্মাকে পবিত্র করার জন্য বাবা সেই পথই বলে দিচ্ছেন । তিনি বলেন যে, আমাকে যদি স্মরণ করো, তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে, তারপর সতোপ্রধান দুনিয়াতে গিয়ে রাজত্ব করবে । এই পথ বাবা কল্পে - কল্পে অনেকবার বলে দিয়েছেন । এরপর নিজের অবস্থাকেও দেখতে হবে, ছাত্ররা পুরুষার্থ করে নিজেদের হুঁশিয়ার তৈরী করে, তাই না । পড়ারও রেজিস্টার হয়, আবার চলনেরও রেজিস্টার হয় । তোমাদের এখানে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে । রোজ যদি নিজের পোতামেল রাখো, তাহলে অনেক উন্নতি হবে - আজ সারাদিন কোনো আসুরী কাজ করি নি তো ? আমাদের তো দেবতা হতে হবে । লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র তোমাদের সামনে

রাখা আছে । কতো সাধারণ চিত্র । উপরে শিববাবা । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা তিনি এই উত্তরাধিকার দেন, তাহলে অবশ্যই এই সঙ্গমে ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরা থাকবে, তাই না । দেবতারা থাকে সত্যযুগে । ব্রাহ্মণরা থাকে সঙ্গম যুগে । কলিযুগে থাকে শূদ্র বর্ণের মানুষ । এই বিরাট রূপও বুদ্ধিতে ধারণ করো । আমরা ব্রাহ্মণরা এখন হলাম শিখা, এরপর আমরা দেবতা হবো । বাবা ব্রাহ্মণদের দেবতা বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন । তাই দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে, এতটাই মিষ্টি হতে হবে । তোমরা কাউকেই দুঃখ দেবে না । শরীর নির্বাহ করার জন্য যেমন কিছু না কিছু কাজ করা হয়, তেমনই এখানে যন্ত সেবা করতে হবে । কেউ যদি অসুস্থ থাকে, সেবা না করতে পারে, তখন তার সেবাও করতে হবে । কেউ যদি অসুস্থ হয়ে শরীর ত্যাগ করে, তখন মনে করবে তোমাদের এরজন্য দুঃখ করার বা কান্নার প্রয়োজন নেই । তোমাদের তো সম্পূর্ণ শান্তিতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে । কোনো আওয়াজ যেন না হয় । ওরা তো শ্মশানে নিয়ে যায়, তখন তো আওয়াজ করতে থাকে যে - রাম নাম সত্য । তোমাদের কিছুই করতে হবে না । তোমরা সাইলেন্সের শক্তিতে এই বিশ্বকে জয় করো । ওদের হলো সায়েন্স, আর তোমাদের সাইলেন্স । বাচ্চারা, তোমরা জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের যথার্থ অর্থ জানো । জ্ঞান হলো বোঝার ক্ষমতা, আর বিজ্ঞান হলো সবকিছু ভুলে যাওয়া, জ্ঞানেরও উর্ধে । তাই জ্ঞানও আছে আর বিজ্ঞানও আছে । আত্মা জানে যে, আমি শান্তিধামের অধিবাসী, আবার এই জ্ঞানও আছে । রূপ আর বসন্ত । বাবাও তো রূপ - বসন্ত, তাই না । রূপও আছে, আবার তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞানও আছে । ওরা বিজ্ঞান ভবন নাম রেখেছে । অর্থ কিছুই জানে না । বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে, এই সময় সায়েন্সের দ্বারা দুঃখও যেমন আছে, আবার সুখও আছে । ওখানে সুখই সুখ । এখানে হলো অল্পকালের সুখ । বাকি তো দুঃখই দুঃখ । মানুষ ঘরে কতো দুঃখে থাকে । তারা মনে করে, কোথায় গিয়ে মরলে এই দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্তি পাবো । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন আমাদের স্বর্গবাসী বানাতে । তোমাদের কতো গদগদ হওয়া উচিত । কল্প - কল্প বাবা আমাদের স্বর্গবাসী বানাতে আসেন । তাই এমন বাবার মতে তো চলতে হবে, তাই না ।

বাবা বলেন যে -- মিষ্টি বাচ্চারা, কখনোই কাউকে দুঃখ দিও না । গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকো । আমরা হলাম ভাই - বোন, এ হলো প্রেমের সম্পর্ক । আর কোনদিকে দৃষ্টি যেতে পারে না । প্রত্যেকের রোগই তার নিজের - নিজের, সেই অনুসারে বাবা রায়ও দিতে থাকেন । জিজ্ঞেস করে যে, বাবা এমন - এমন অবস্থা হয়, এই অবস্থায় কি করবো ? বাবা বোঝান যে, ভাই - বোনের দৃষ্টি খারাপ হওয়া উচিত নয় । কোনো ঝগড়া যেন না হয় । আমি তো তোমাদের আত্মাদের বাবা, তাই না । শিববাবা ব্রহ্মা তনের সাহায্যে বলছেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন শিবের সন্তান, তিনি তো সাধারণের শরীরেই আসেন, তাই না । বিষ্ণু তো হলেন সত্যযুগের । বাবা বলেন যে, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে নতুন দুনিয়ার রচনা করতে এসেছি । বাবা জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এই বিশ্বের মহারাজা - মহারানী হবে তো ? হ্যাঁ বাবা, কেন হবো না ? হ্যাঁ, এতে পবিত্র থাকতে হবে । এ তো মুশকিল । আরে, তোমাদের আমি এই বিশ্বের মালিক বানাই, আর তোমরা পবিত্র থাকতে পারবে না ? তোমাদের লজ্জা করে না ? লৌকিক বাবাও তো বোঝান - খারাপ কাজ করো না । এই বিকারেই যতো বিপ্লব আসে । শুরু থেকে এর উপরই হাস্যামা চলে আসছে । বাবা বলেন যে - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের একে জয় করতে হবে । আমি তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছি । বাচ্চারা, তোমরা ভুল - ঠিক, ভালো - খারাপ শেখার বুদ্ধি পেয়েছো । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো এইম - অবজেক্ট । স্বর্গবাসীদের মধ্যে দৈবীগুণ আছে, আর নরকবাসীদের মধ্যে অপগুণ আছে । এখন হলো রাবণ রাজ্য, এও কেউ বুঝতে পারে না । রাবণকে প্রতি বছর জ্বালানো হয় । সে তো শত্রু, তাই না । তাকে জ্বালাতেই আসে । কিছুই বুঝতে পারে না যে, এ কে ? আমরা সবাই তো রাবণ রাজ্যের' তাহলে অবশ্যই আমরা অসুরই হলাম, কিন্তু নিজেকে কেউই অসুর মনে করে না । অনেকেই বলে যে, এ হলো রাক্ষস রাজ্য । যথা রাজা - রানী, তথা প্রজা, কিন্তু এতটুকুও জ্ঞান নেই । বাবা বসে বোঝান যে, রামরাজ্য হলো আলাদা, আর রাবণ রাজ্য আলাদা হয় । তোমরা এখন সর্বগুণ সম্পন্ন তৈরী হচ্ছে । বাবা বলেন যে,

আমার ভক্তদের জ্ঞান শোনাও, যারা মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের পূজা করে। বাকি যেমন - তেমন মানুষদের কাছে গিয়ে মাথা ঠুকো না। মন্দিরে তোমরা অনেক ভক্ত পাবে। তাদের নাড়িও দেখতে হয়। ডাক্তাররা দেখলে চট করে বলে দেয় যে, এর কি রোগ আছে। দিল্লীতে আজমল খাঁ নামে এই বৈদ্য খুব বিখ্যাত ছিলো। বাবা তো তোমাদের একুশ জন্মের জন্য চিরসুস্থ এবং সম্পদশালী বানান। এখানে তো সবাই রোগী এবং অসুস্থ। ওখানে তো কখনোই রোগ হয় না। তোমরা এভার হেলদি, এভার ওয়েলদি হও। তোমরা যোগবলের দ্বারা তোমাদের কর্মেন্দ্রিয়ের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। তোমাদের এই কর্মেন্দ্রিয় কখনোই ধোকা দিতে পারবে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা খুব ভালোভাবে স্মরণে থাকো, দেহী - অভিমানী থাকো, তাহলে কোনো কর্মেন্দ্রিয়ই ধোকা দিতে পারবে না। এখানেই তোমরা বিকারকে জয় করো। ওখানে কোনো কুদৃষ্টি থাকে না। ওখানে রাবণ রাজ্যই থাকে না। ওখানে হলো অহিংস দেবী - দেবতা ধর্ম। ওখানে লড়াই ইত্যাদির কোনো কথাই থাকে না। এই লড়াইও অস্তিম সময়ে লাগবে, এতে স্বর্গের দ্বার খুলে যায়। এরপর আর কখনোই লড়াই লাগবে না। এও শেষ যজ্ঞ। এরপর অর্ধেক কল্প আর কোনো যজ্ঞ হবেই না। এতেই সম্পূর্ণ আবর্জনা সাফ হয়ে যায়। এই যজ্ঞ থেকেই বিনাশ জ্বালা নির্গত হয়েছে, এতেই সম্পূর্ণ সাফাই হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের সাফাংকারও করানো হয়েছে, ওখানকার সুবিরস আদিও খুবই সুস্বাদু এবং একনম্বর জিনিস। সেই রাজ্যকেই তোমরা এখন স্থাপনা করছো, তাই তোমাদের কতো খুশী হওয়া উচিত।

তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি ভারত মাতা। স্মরণের দ্বারাই তোমরা শিবের থেকে শক্তি নাও। এখানে ধাক্কা খাওয়ার কোনো কথা নেই। ওরা মনে করে, যারা ভক্তি করে না, তারা নাস্তিক। তোমরা বলো যে, যারা বাবা আর রচনাকে জানে না, তারা নাস্তিক, তোমরা এখন আস্তিক হয়েছে। তোমরা ত্রিকালদর্শীও হয়েছে। তোমরা তিন লোক এবং তিন কালকে জেনে গেছো। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার পেয়েছে। তোমরা এখন তেমন তৈরী হচ্ছে। এইসব কথা বাবাই বোঝান। শিববাবা নিজেই বলেন যে, আমি ঐর মধ্যে প্রবেশ করে বোঝাই। নাহলে আমি নিরাকার কিভাবে বোঝাবো। প্রেরণার দ্বারা কি পড়া হয়? পড়ানোর জন্য তো মুখ চাই, তাই না। গোমুখ তো এটাই, তাই না। এই যে বড় মাস্টা আছেন, ইনি মানবের মাতা। বাবা বলেন যে -- বাচ্চারা, আমি এনার দ্বারা তোমাদের মতো বাচ্চাদের সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তের রহস্য বোঝাই, যুক্তি বলে দিই। এতে আশীর্বাদের কোনো কথাই নেই। তোমাদের নির্দেশ মতো চলতে হবে। তোমরা শ্রীমৎ পাও। এ কৃপা করার কোনো কথা নয়। তোমরা বলে থাকো - বাবা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাই, কৃপা করো। আরে, এ তো তোমাদের কাজ যে, স্মরণ করা। আমি কি কৃপা করবো। আমার কাছে তো সবাই সন্তান। কৃপা করলে তো সবাই কোলে এসে বসে যাবে। পদ তো সবাই পড়া অনুসারে পাবে। পড়তে তো তোমাদেরই হবে, তাই না। তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো। তোমাদের অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পতিত আত্মা তো আর ঘরে ফিরে যেতে পারে না। বাবা বলেন যে, তোমরা যত স্মরণ করবে, স্মরণ করতে করতে তত পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র আত্মা এখানে থাকতে পারবে না। পবিত্র হলে শরীরও নতুন চাই। পবিত্র আত্মা, কিন্তু শরীর অপবিত্র, এমন নিয়ম নেই। সল্ল্যাসীরাও তো বিকারের দ্বারাই জন্ম নেয়, তাই না। এই দেবতারা বিকারের দ্বারা জন্ম নেন না যে, সল্ল্যাস নিতে হবে। ঐরা তো উচ্চ, তাই না। প্রকৃত মহাত্মা ঐরাই, যাঁরা সর্বদা সম্পূর্ণ নির্বিকারী। ওখানে রাবণ রাজ্য নেই। সে হলো সতোপ্রধান রামরাজ্য। বাস্তবে রামও বলা উচিত নয়। শিববাবা তো, তাই না। একে বলা হয় "রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ"। রুদ্র বা শিব একই। কৃষ্ণের তো নামই নেই। শিববাবা এসে জ্ঞান শোনান, ওরা আবার রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে তাই মাটির লিপ্স আর শালগ্রাম বানায়। পূজা করে আবার ভেঙ্গে দেয়। বাবা যেমন দেবীদের উদাহরণ দেন। দেবীদের সাজিয়ে থাইয়ে - দাইয়ে, পূজা করে তারপর ডুবিয়ে দেয়। তেমনই শিববাবা আর শালগ্রামের খুব প্রেম আর শুদ্ধতার সঙ্গে পূজা করে তারপর বিসর্জন করে দেয়। এ হলো সম্পূর্ণ ভক্তির বিস্তার। বাবা এখন বাচ্চাদের বোঝান - যতো বাবার স্মরণে থাকবে ততই খুশীতে থাকবে। রাগিত

রোজ নিজের পোতামেল দেখা উচিত । কোনো ভুল তো করেনি । নিজের কান ধরা উচিত - বাবা, আজ আমার এই ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দিও । বাবা বলেন, সত্যিকথা বললে অর্ধেক পাপ মাফ হয়ে যাবে । বাবা তো বসে আছেন, তাই না । নিজের কল্যাণ করতে চাইলে শ্রীমতে চলো । পোতামেল রাখলে অনেক উন্নতি হবে । কিছুই তো খরচ নেই । উচ্চ পদ পেতে হলে মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দেবে না । কেউ কিছু বললে শুনেও না শোনার ভান করবে । এই পরিশ্রম তোমাদের করতে হবে । বাবা আসেনই তোমাদের মতো বাচ্চাদের দুঃখ দূর করে সর্বদার জন্য সুখ প্রদান করতে । তাই বাচ্চাদেরও এমনই হতে হবে । মন্দিরে সবথেকে ভালো সেবা হবে । ওখানে তোমরা অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ পাবে । প্রদর্শনীতে অনেকেই আসে । প্রজেক্টরের থেকেও প্রদর্শনী এবং মেলাতে সেবা ভালো হয় । মেলাতে খরচ আছে কিন্তু অবশ্যই লাভ আছে, তাই না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আম্মাদের পিতা তাঁর আম্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা ভুল - ঠিক বোঝার বুদ্ধি দিয়েছেন, সেই বুদ্ধির আধারে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে, কাউকে দুঃখ দেবে না, নিজেদের মধ্যে ভাই - বোনের প্রকৃত প্রেম যেন থাকে, কখনোই যেন কুদৃষ্টি না যায় ।

২) বাবার প্রতিটি নির্দেশে চলে, খুব ভালোভাবে পড়ে নিজেকেই নিজে কৃপা করতে হবে । নিজের উন্নতির জন্য পোতামেল রাখতে হবে, কেউ যদি দুঃখদায়ী কথা বলে তাহলে শুনেও না শোনার ভান করতে হবে ।

বরদানঃ- সর্ব সম্বন্ধের অনুভব এক বাবার সঙ্গে করে অক্লান্ত (অথক) আর বিঘ্ন বিনাশক ভব
যে বাচ্চাদের সর্ব সম্বন্ধ এক বাবার সঙ্গে আছে, তাদের আর সব সম্বন্ধ নিমিত্ত মাত্র
অনুভব হবে, তারা সদা খুশীতে নৃত্য করতে থাকবে, কখনোই পরিশ্রমের অনুভব করবে
না তারা, অক্লান্ত থাকবে। তারা বাবা আর সেবা, এই একাগ্রতায় মগ্ন থাকবে । বিঘ্নের
कारणे থেমে যাওয়ার পরিবর্তে সদা বিঘ্ন বিনাশক হবে । সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতি এক
বাবার সঙ্গে হওয়ার কারণে তারা ডবল লাইট থাকবে, কোনো বোঝা থাকবে না । সমস্ত
অভিযোগ সমাপ্ত হবে । কমপ্লিট (সম্পূর্ণ) স্থিতির অনুভব হবে । সহজযোগী হবে ।

স্লোগানঃ- সঙ্কল্পেও কোনো দেহধারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অর্থাৎ অবিশ্বস্ত হওয়া ।

19-12-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্ন:-** মুখ্য কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য দেবতাদেরকেই পূজ্য বলা যায় ?

***উত্তর:-** দেবতাদেরই সেই বৈশিষ্ট্য আছে, যারা কখনো কাউকে স্মরণ করে না। না বাবাকে স্মরণ করে, না কারোর চিত্রকে স্মরণ করে, সেইজন্য তাদের পূজ্য বলা হয়। সেখানে থাকে সুখ আর সুখ, সেইজন্য কাউকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না। এখন তোমরা একমাত্র বাবার স্মরণে ওইরকম পূজ্য, পবিত্র হয়েছো, এরপর যাতে আর স্মরণ করার প্রয়োজনই থাকে না।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা...এখন আত্মা রূপী বাচ্চা তো বোলব না। রুহ বা আত্মা একই কথা। আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি বাবা বোঝান। আগে কখনোই আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞান প্রদান করেননি। বাবা নিজেই বলেন আমি একবারই কল্পের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে এসে থাকি। এই রকম আর কেউ বলতে পারে না - সমগ্র কল্পে সঙ্গমযুগ ব্যতীত, বাবা নিজে কখনো আসেনই না। বাবা সঙ্গমেই আসেন যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় আর তারপর বাবা বসে বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করেন। নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। কোনো বাচ্চাদের জন্য এটা খুবই মুশকিল মনে হয়। খুবই সহজ হলেও বুদ্ধিতে কিন্তু সঠিক ভাবে ধারণ করতে পারা যায় না। তাই ক্ষণে ক্ষণে বোঝাতে থাকেন । বোঝালেও বোঝে না। স্কুলে টিচার ১২ মাস পড়াশুনা করায়, তবুও কেউ কেউ ফেল করে যায়। এই অসীম জগতের পিতাও রোজ বাচ্চাদের পড়ান। তবুও কারোর ধারণা হয়, কেউ ভুলে যায়। মুখ্য ব্যাপার তো এটাই বোঝানো হয় - নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। একমাত্র বাবা-ই বলেন মামেকম্ অর্থাৎ শুধুই আমাকে স্মরণ করো, আর কোনো মানুষই কখনো বলতে পারে না। বাবা বলেন আমি একবারই আসি। বাচ্চারা, কল্পের শেষে আবার সঙ্গমে একবারই তোমাদেরই বুদ্ধি থাকা। তোমরাই এই জ্ঞান প্রাপ্ত করো। দ্বিতীয় আর কেউ গ্রহণ করেই না। তোমরা যারা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, এই জ্ঞানকে বুঝতে পারো। জানো যে কল্প- পূর্বেও বাবা এই সঙ্গমে এই জ্ঞান শুনিয়েছিলেন। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরই এই পার্ট আছে, এই বর্ণতেও তো অবশ্যই ঘুরে আসতে হবে। অন্যান্য ধর্মের যারা, তারা এই বর্ণতে আসবেই না, ভারতবাসীই এই বর্ণতে আসে। ব্রাহ্মণও ভারতবাসীই হয়, সেইজন্য বাবাকে ভারতে আসতে হয়। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের পরবর্তী হলো দেবতা আর ঋত্রিয়। ঋত্রিয় কেউ হয় না। তোমাদের তো ব্রাহ্মণ করে তোলেন তারপর তোমরা দেবতা হয়ে ওঠো। তাদেরই আবার ধীরে- ধীরে কলা কম হয়ে গেলে তখন তাদের ঋত্রিয় বলে। ঋত্রিয় অটোম্যাটিক্যালি (স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে) হয়ে যায়। বাবা এসে তো ব্রাহ্মণ করে তোলেন তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা আবার তারাই ঋত্রিয় হয়। তিন ধর্মই এক বাবা এখন স্থাপন করেন। এই রকম না যে সত্যযুগ - ত্রেতাতে আবার আসেন। মানুষ না বুঝতে পারার কারণে বলে দেয় সত্যযুগ- ত্রেতাতেও আসেন। বাবা বলেন আমি যুগে যুগে আসি না, আমি আসিই একবার, কল্পের সঙ্গমে। আমিই তোমাদের ব্রাহ্মণ তৈরী করি - প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা। আমি তো পরমধাম থেকে আসি। আত্মা, ব্রহ্মা কোথা থেকে আসে ? ব্রহ্মা তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেন, আমি গ্রহণ করি না। ব্রহ্মা সরস্বতী হয় যারা তারাই বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়, সেই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে আবার তার অনেক জন্মের শেষে প্রবেশ করে তাকে ব্রহ্মা তৈরী করি। এঁনার নাম ব্রহ্মা আমি রাখি। এটা ওনার কোনো নিজের নাম নয়। বাচ্চার জন্ম হলে ষষ্ঠী করে, জন্মদিন পালন করে, এঁর জন্ম পত্রীর নাম তো লেখরাজ ছিলো। সেটা তো ছোটোবেলার ছিলো। এখন নাম পরিবর্তন করেছে, সঙ্গমে যখন এর মধ্যে বাবা প্রবেশ করেছেন। তাও তখনই নাম পরিবর্তন

করেছেন যখন এই বাণপ্রস্থ অবস্থাতে আছে। সেই সন্ন্যাসীরা তো বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে যায় তখন নাম পরিবর্তন করে। ইনি তো বাড়ীতেই থাকেন, এঁনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়েছে, কারণ ব্রাহ্মণ দরকার ! তোমাদের আপন করে নিয়ে পবিত্র ব্রাহ্মণ করে তোলেন। পবিত্র করে তোলা হয়। এমন না যে তোমরা জন্ম থেকেই হলে পবিত্র। তোমাদের পবিত্র হয়ে ওঠার শিক্ষা দেওয়া হয়। কেমন করে পবিত্র হলে ? সেটা হলো মুখ্য ব্যাপার।

তোমরা জানো যে ভক্তি মার্গে একজনও পূজ্য হতে পারে না। মানুষ গুরু প্রমুখের কাছে মাথা ঠোকে কারণ বাড়ী-ঘর ছেড়ে পবিত্র হয়, তাছাড়া এদের পূজ্য বলে না। পূজ্য সেই যে কাউকেই স্মরণ করে না। সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম তত্ত্বকে স্মরণ করে, প্রার্থনা করে। সত্যযুগে কাউকেই স্মরণ করে না। এখন বাবা বলেন তোমাদের স্মরণ করতে হবে এক-কে। সেটা তো হলো ভক্তি। তোমাদের আত্মাও হলো গুপ্ত। যথার্থ ভাবে কেউ আত্মাকে জানে না। সত্যযুগ-ত্রৈতাতেও শরীরধারী নিজের নাম দ্বারা পাট করে। নাম ব্যাভীত তো পাটধারী হতে পারে না। যেখানেই থাকুক শরীরের উপর নাম অবশ্যই ধার্য হয়। নাম ব্যাভীত পাট কি করে করবে? তাই বাবা বুঝিয়েছেন ভক্তি মার্গে গায় - আপনি এলে পরে আমি আপনাকেই নিজের করে নেবো, দ্বিতীয় কাউকে না। আমি আপনারই হবো, এটা আত্মা বলে। ভক্তি মার্গে যে দেহধারীই আছে যাদের নাম রাখা হয়, তাদের আমরা পূজা করবো না। যখন আপনি আসবেন তখন আপনার কাছেই সমর্পণ করবো নিজেকে। কখন আসবে এটাও জানে না। অনেক দেহধারীদের, নামধারীদের পূজা করতে থাকে। যখন অর্ধ-কল্প ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখন বাবা আসেন। বলেন -তোমরা জন্ম-জন্মান্তর বলে এসেছো- আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই স্মরণ করবো না। নিজের দেহকেও স্মরণ করবো না। কিন্তু আমাকে জানেই না তো স্মরণ করবে কি করে। এখন বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝান মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা- নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন একমাত্র পতিত-পাবন, ওনাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র সতোপ্রধান হয়ে যাবে। সত্যযুগ- ত্রৈতাতে ভক্তি হয় না। তোমরা কাউকে স্মরণ করতে না। না বাবাকে, না চিত্রকে। সেখানে তো সুখ আর সুখ থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন- তোমরা যতো নিকটবর্তী হতে থাকবে, কর্মভীত অবস্থা হতে থাকবে। সত্যযুগে নূতন দুনিয়া, নূতন গৃহে খুশীও অনেক থাকে, তারপর ২৫ পারসেন্ট পুরানো হলে তখন যেন স্বর্গই ভুলে যায়। তাই বাবা বলেন তোমরা গাইতে- আপনারই হবো, আপনার থেকেই শুনবো। অবশ্যই তবে আপনি বলতে পরমাত্মাকেই বলতে না। আত্মা বলে পরমাত্মা বাবার প্রতি। আত্মা হলো সূক্ষ্ম-বিন্দু, তাকে দেখার জন্য দিব্য দৃষ্টি থাকা চাই। আত্মার ধ্যান করতে পারা যায় না। আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম ছোটো বিন্দু, এরকম মনে করে স্মরণ করা পরিশ্রমের। আত্মার সাক্ষাৎকারকে প্রচেষ্টা করা হয় না, পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের জন্য প্রচেষ্টা করা হয়, যাঁর জন্য শুনে থাকি - তিনি হাজার সূর্যের থেকে তেজোময়। কারোর সাক্ষাৎকার হলে তখন বলে অনেক তেজোময় ছিলো কারণ সেটাই শুনে এসেছে। যার প্রতি সম্পূর্ণ (নৌধা) ভক্তি করবে, দেখবে তাকে। সেটা না হলে বিশ্বাস দুট হবে না। বাবা বলেন আত্মাকেই দেখা যায়নি তো পরমাত্মাকে দেখবে কীভাবে ? আত্মাকে দেখতে পারবেই বা কি করে, আর সকলের তো শরীরের চিত্র আছে, নাম আছে, আত্মা হলো বিন্দু, খুবই ছোটো, তাকে কীভাবে দেখবে। চেষ্টা অনেক করে, কিন্তু এই চোখের দ্বারা দেখতে পারা যায় না। আত্মার গুণের অব্যক্ত চক্ষু প্রাপ্ত হয়।

এখন তোমরা জানো যে আমি আত্মা হলাম কতো ছোটো বিন্দু। আমি অর্থাৎ আত্মাতে ৮৪ জন্মের পাট স্থির হয়ে আছে, যা আমাকে রিপিট (পুনরাবৃত্তি) করতে হবে। বাবার শ্রীমত প্রাপ্ত হয় শ্রেষ্ঠ করার জন্য, তাই ওই অনুযায়ী চলা উচিত। তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। খাদ্য-পানীয়ও রয়্যাল হওয়া উচিত, আচার আচরণ খুবই রয়্যাল হওয়া দরকার। তোমরা দেবতায় পরিণত হচ্ছে। দেবতারা নিজে হলো পূজ্য, এরা কখনো কাউকে পূজা করে না। এরা তো হলো ডবল মুকুটধারী ! এরা কখনো কাউকে পূজা করে না - তো পূজ্য দাঁড়ালো তো! সত্যযুগে কাউকে পূজা করার দরকারই নেই। তবে হ্যাঁ, একে

অপরকে রিগার্ড অবশ্যই দেবে। এরকম প্রণাম করা, একে রিগার্ড বলা হয়। এমন না যে হৃদয় থেকে তাকে স্মরণ করতে হবে। রিগার্ড তো দিতেই হবে। যেমন প্রসিডেন্টকে সবাই রিগার্ড দেখায়। জানে যে ইনি খুবই উচ্চ পদস্থ। প্রণাম কি আর করতে হয়! তাই বাবা বোঝান- এই স্তোত্র মার্গ হলো একদম আলাদা জিনিস, এতে শুধু নিজেকে আত্মা বোঝাতে হবে যা তোমরা ভুলে গেছো। শরীরের নাম কে মনে রেখে দিয়েছো। কাজ তো অবশ্যই নামের দ্বারাই করতে হবে। নাম ছাড়া কাউকে ডাকবে কি করে। যদিও তোমরা শরীরধারী হয়ে ভূমিকা পালন করো, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। কৃষ্ণের ভক্তরা মনে করে আমাদের কৃষ্ণকেই স্মরণ করতে হবে। ব্যাস, যেই দিকেই তাকাই -- কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ। আমিও কৃষ্ণ, তুমিও কৃষ্ণ। আরে তোমার নাম আলাদা, ওর নাম আলাদা-- সব কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ কি করে হতে পারে। সবার নাম কি আর কৃষ্ণ হয়, যা মনে আসে সেটাই বলতে থাকে। এখন বাবা বলেন ভক্তি মার্গের সব চিত্র ইত্যাদি কে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করো। চিত্রকে তো তোমরা পতিত-পাবন বলা না, হনুমান ইত্যাদি কে কি আর পতিত-পাবন বলা হয়! অনেক চিত্র আছে, কেউই পতিত-পাবন না। কোনো দেবী ইত্যাদি যাদের শরীর আছে তাদের পতিত-পাবন বলা যায় না। ৬ -- ৮ হাত বিশিষ্ট দেবী ইত্যাদিদের তৈরী করা হয়, সব নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে। ইনি কে, সেটা তো জানে না। এই পতিত-পাবন বাবার সন্তানরা সাহায্যকারী হয়, এটা কারোরই জানা নেই। তোমাদের এই রূপ তো সাধারণই আছে। এই শরীর তো বিনাশ হয়ে যাবে। এরকম না যে তোমাদের চিত্র ইত্যাদি থাকবে। এই সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। বাস্তবে দেবীরা হলে তোমরা। নামও লেখা হয়ে থাকে- সীতা দেবী, অমুক দেবী। রাম দেবতা বলা হয় না। অমুক দেবী বা শ্রীমতী বলে দেয়, সেটাও রং (ভুল) হয়ে যায়। এখন পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা বলাও যে পতিত থেকে পবিত্র করো। এরকম বলা না যে লক্ষ্মী- নারায়ণ তৈরী করো। পতিত থেকে পবিত্রও বাবা করেন। নর থেকে নারায়ণও তিনিই করেন। সেই লোকেরা তোমরা পতিত-পাবন নিরাকার কে বলে। আর সত্য নারায়ণের কথা শোনাও যারা এরপর আরো দেখিয়েছে। এরকম তো বলে না- বাবা সত্য নারায়ণের কথা শুনিয়ে অমর করো, নর থেকে নারায়ণ করো। শুধুমাত্র বলে এসে পবিত্র করে তোলা। বাবা-ই তো সত্য নারায়ণের কথা শুনিয়ে পবিত্র করে তোলেন। তোমরা আবার অন্যান্যদের কথা শোনাও। আর কেউ জানতে পারে না। যদিও তোমাদের বাড়ীতে স্বজন- বন্ধু, ভাই ইত্যাদি আছে, কিন্তু তারাও বুঝতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর ভালবাসা আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলার জন্য বাবার যা শ্রীমত প্রাপ্ত হয়, তার উপর চলতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। খাদ্য-পানীয়, আচরণ খুবই রয়্যাল করা উচিত।

২) একে-অপরকে স্মরণ করতে নেই, কিন্তু রিগার্ড অবশ্যই দিতে হবে। পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে আর করতে হবে।

বরদান:- সমস্ত ধন ভান্ডারকে (খাজানা) সময় মতো ইয়ুজ করে নিরন্তর খুশীর অনুভবকারী সৌভাগ্যশালী আত্মা ভব
বাপদাদা দ্বারা ব্রাহ্মণ জন্ম হলেই সারাদিনের জন্য অনেক শ্রেষ্ঠ খুশীর ধন-ভান্ডার প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য তোমাদের নামেই এখনো পর্যন্ত অনেক ভক্ত অল্প সময়ের খুশীতে থাকে, তোমাদের জড় চিত্রকে দেখে খুশীতে নাচতে থাকে। তোমরা সকলে হলে এইরকম সৌভাগ্যশালী। অনেক ধন ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে তোমাদের, কিন্তু শুধু মতো অনুযায়ী

ইউজ করো। চাৰিকে সৰ্বদা সামনে ৰাখো অৰ্থাৎ সদা স্মৃতিতে ৰাখো আৰু স্মৃতিকে স্বৰূপে
ৰাখো তো নিৰন্তৰ খুশীৰ অনুভৱ হতে থাকবে।

স্লোগান:-

বাবাৰ শ্ৰেষ্ঠ আশা সমূহেৰ দীপ প্ৰজ্জ্বলিত করতে সক্ষমৱাই হলো কুল দীপক।

"স্নেহ এবং 'সত্যতার' অথরিটির ব্যালেন্স"

আজ সত্য (প্রকৃত) পিতা, সত্য শিক্ষক এবং সদ্ধরু তাঁর সত্যতার শক্তিশালী সত্য বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। সবচেয়ে বড়র থেকেও বড় শক্তি বা অথরিটি হল সত্যতারই। সৎ কথাটির অর্থ দুটি। এক হল - সৎ অর্থাৎ সত্য। দ্বিতীয়টি হল - সৎ অর্থাৎ অবিনাশী। উভয় অর্থই সত্যতার শক্তি সব থেকে বড়। বাবাকে বলা হয় সত্য বাবা। বাবা তো অনেক আছে, কিন্তু সত্য পিতা একজনই। সত্য শিক্ষক, সদ্ধরু একজনই। সত্যকেই পরমাত্মা বলা হয় অর্থাৎ পরম আত্মার বিশেষত্ব সত্য অর্থাৎ সৎ। তোমাদের একটা গানও আছে না - "সত্য শিব হ্যায়...."। দুনিয়াতেও বলা হয় - "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"। তার সাথে সাথে পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় - "সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ"। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাকেও বলা হয় "সৎ-চিৎ-আনন্দ"। অতএব 'সৎ' শব্দটির অনেক মহিমা রয়েছে। আর কখনো যখন কোনও কার্যে অথরিটির সাথে বলতে হয়, তো বলা হয় - আমি সৎ। সেইজন্যই অথরিটির সাথে বলছি। সত্যের জন্য বলা হয় - "সত্যের নৌকা হেলবে দুলবে, কিন্তু ডুববে না"। তোমরাও বলে থাকো - "সত্য যেখানে আত্মা নাচবে সেখানে"। সত্যিকারের অর্থাৎ সত্যতার শক্তি সম্পন্ন যে, সে সদাই নাচতে থাকবে, কখনোই স্তিমমান থাকবে না, বিভ্রান্ত হবে না, ঘাবড়াবে না, দুর্বল হবে না। সত্যতার শক্তি যার মধ্যে রয়েছে, সে সর্বদা খুশিতে নাচতে থাকবে। সে শক্তিশালী হবে, তার মধ্যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার শক্তি থাকবে, সেইজন্য ঘাবড়াবে না। সত্যতাকে সোনার সমান ধরা হয়, অসত্যকে মাটি। ভক্তিতেও যে পরম-আত্মার প্রতি তার মনকে নিযুক্ত করে রাখে, তাদেরকে সন্তোষী বলা হয়, তারা সত্যের সঙ্গ করে। আর লাগে যখন আত্মা শরীর ত্যাগ করে তখনও বলা হয় - সত্যের নাম সঙ্গে আছে। তো সত্য হল অবিনাশী, সৎ মানে সত্য। সত্যতার শক্তি হল মহান শক্তি। বর্তমান সময়ে মেজরিটি মানুষ তোমাদেরকে দেখে কী বলে - এদের মধ্যে সত্যতা রয়েছে, তবেই এতকাল ধরে বৃদ্ধি হয়েই চলেছে। সত্যতা কখনোই নড়চড় হয় না, অচল হয়। সত্যতা হল বৃদ্ধি প্রাপ্ত করবার বিধি। সত্যতার শক্তির দ্বারা তোমরা সত্যযুগের নির্মাণ করে থাকো, তোমরা নিজেরাও সত্য-নারায়ণ, সত্য-লক্ষ্মী হয়ে ওঠো। এ হল সত্য জ্ঞান, সত্য বাবার জ্ঞান। সেইজন্য তিনি হলেন এই দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং প্রিয়।

তো আজ বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন যে, বাচ্চারা এই সত্য জ্ঞানের সত্যতার অথরিটিকে কতটা ধারণ করেছে? সত্যতা সব আত্মাকেই আকৃষ্ট করে। এই দুনিয়া যতই মিথ্যা খন্ড হোক অর্থাৎ সবের মধ্যে যতই মিথ্যা পাওয়া যাক না কেন, তবুও সত্যতার শক্তি যাদের মধ্যে রয়েছে, তারাই বিজয়ী হয়। সত্যতার প্রাপ্তি হল খুশি আর নির্ভরতা। সত্যি যারা বলে তারা সর্বদা নির্ভীক হয়। তাদের কখনো ভয় থাকবে না। যে সত্য হবে না তার মনে অবশ্যই ভয় থাকবে। তো তোমরা হলে সত্যতার দ্বারা শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ আত্মা। সত্য জ্ঞান, সত্য বাবা, সত্য প্রাপ্তি, সত্য স্মরণ, সত্য গুণ, সত্য শক্তি গুলির সর্ব প্রাপ্তি রয়েছে। তো এতখানি অথরিটির নেশা থাকে? বাণীতে থাকবে স্নেহ আর থাকবে নম্রতা - এই দুটিই হল অথরিটির চিহ্ন। যেমন তোমরা বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকো, বৃক্ষে যখন সম্পূর্ণ ফলের অথরিটি এসে যায় তখন বৃক্ষ (ফলের ভারে) ঝুঁকে যায় অর্থাৎ নির্মাণ (নিরহংকারী) হওয়ার সেবা করে। এই রকম অথরিটি সম্পন্ন বাচ্চারা যত বড় অথরিটি, ততই নির্মাণ আর সকলের স্নেহী হবে। কিন্তু সত্যতার অথরিটি সম্পন্নরা নির-অহংকারী হয়ে থাকে। অতএব অথরিটিও থাকবে, নেশাও থাকবে আর নির-অহংকারী হবে - একেই বলা হয় সত্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ।

এই মিথ্যা খন্ডের ভিতরে যেমন ব্রহ্মা বাবা, সত্যতার অথরিটির প্রত্যক্ষ সাকার স্বরূপ তোমরা দেখেছো, তাই না ! ওঁনার অথরিটির বোল কখনোই অহংকারের আভাস দেবে না। মুরলী যখন শোনো, কতখানি অথরিটির এই বোল মুরলী ! কখনোই অহমিকার (অভিমান) নয় । অথরিটির বোল-এ স্নেহ সমায়িত হয়ে আছে, নিরহংকার রয়েছে। সেইজন্য অথরিটির বোল প্রিয় অনুভূত হয়। কেবল প্রিয় নয়, প্রভাবশালীও অনুভূত হয়। ফলো ফাদার হল যে। সেবায়, কর্মে ফলো ব্রহ্মা বাবা, কেননা সাকারী দুনিয়াতে সাকার 'এক্সাম্পল', 'স্যাম্পল' তিনি। যেমন ব্রহ্মা বাবার কর্মে, সেবাতে, চেহারায়, প্রতিটি আচরণের দ্বারা চলতে-ফিরতে অথরিটির স্বরূপ দেখছো, এই রূপ যারা ফলো ফাদার করে, তাদের মধ্যেও নির্মাণ ভাব আর মহানতা - দুটোই একসাথে দেখতে যেন পাওয়া যায়। এমন নয় যে, কেবল স্নেহ দেখতে পাওয়া যাবে আর অথরিটি হাওয়া হয়ে যাবে অথবা অথরিটি দেখা যাচ্ছে কিন্তু স্নেহ হাওয়া হয়ে গেল। যেমন ব্রহ্মা বাবাকে দেখছো বা মুরলী শুনছো, এ'সবই হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তো বাচ্চারা-বাচ্চারা বলবেন কিন্তু অথরিটিও দেখাবেন। স্নেহের সাথে বাচ্চারাও বলবেন অথরিটির সাথে শিক্ষাও দেবেন। সত্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষও করাবেন কিন্তু বাচ্চারা-বাচ্চারা বলে নতুন জ্ঞানকে সবিস্থারে স্পষ্টও করে দেবেন। একেই বলা হয় স্নেহ আর সত্যতার অথরিটির ব্যালেন্স (ভারসাম্য)। তো বর্তমান সময়ে সেবাতে এই ব্যালেন্সকে আন্ডারলাইন করো।

ধরনী বানানোর জন্য স্থাপনা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ৫০ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। বিদেশের ধরনীও এখন অনেকটাই প্রস্তুত হয়ে গেছে। যদিও ৫০ বছর পূর্ণ হয়নি, কিন্তু তৈরী হয়ে থাকা উপাদানের মধ্যেই এসেছো, সেই কারণে শুরুর ৫০ বছর আর এখনকার ৫ বছর এক সমান। ডবল বিদেশীরা সবাই বলে - আমরা হলাম লাস্ট তথা ফাস্ট তথা ফার্স্ট। তো সময়ের দিক থেকে ফাস্ট তথা ফার্স্ট হবে, তাই তো ? নির্ভয়তার অথরিটি অবশ্যই রাখবে। এক'ই বাবার সত্য জ্ঞান এটি আর এই নতুন জ্ঞানের দ্বারাই নতুন দুনিয়া স্থাপিত হয় - এই অথরিটি আর নেশা স্বরূপে যেন প্রত্যক্ষ হয় (ইমার্জ)। ৫০ বছর তো মার্জ (গুপ্ত) ছিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যারাই আসবে তাদেরকে প্রথমেই নতুন জ্ঞানের নতুন কথা গুলিকে শুনিয়ে কনফিউজড করে দেবে। এই ভাব যেন না থাকে। ধরনী, নাড়ি, সময় এই সবকে দেখে জ্ঞান দেওয়া - এটাই হল নলেজফুলের লক্ষণ । আত্মার ইচ্ছাকে দেখো, নাড়িকে দেখো, ধরনী তৈরী করো কিন্তু ভিতরে সত্যতার নির্ভয়তার শক্তি অবশ্যই যেন থাকে। লোকে কী বলবে - এই ভয় যেন না থাকে। নির্ভয় হয়ে ধরনী তবেই ধরনী প্রস্তুত করো। কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে - এই জ্ঞান তো হল নতুন, অনেকেই বুঝতেই পারবে না। কিন্তু যারা বোঝে না তাদেরকেই তো বোঝাতে হবে। এটা অবশ্যই যে - যেমন ব্যক্তি সেইরূপ রূপরেখা তৈরী করতে হয়, অথচ ব্যক্তির প্রভাবেও এসে যেও না যেন। নিজের সত্য জ্ঞানের অথরিটির দ্বারা ব্যক্তিকে পরিবর্তন করতেই হবে - এই লক্ষ্যকে ভুলবেন না।

এখনও পর্যন্ত যা কিছু করেছে ঠিকই ছিল। করতেও হত। আবশ্যিক ছিল। কেননা ধরনী প্রস্তুত করার ছিল। কিন্তু কতদিন ধরে ধরনী তৈরী করবে ? আর কত সময় চাই ? ওষুধও যখন দেওয়া হয় আগেই কড়া ডোজের দেওয়া হয় না, প্রথমে হালকা ডোজের দেওয়া হয়। কিন্তু কড়া ডোজের দিলেই না, হালকা হালকাই দিয়ে যাচ্ছে - এটা করো না। কোনো দুর্বল ব্যক্তিকে যদি হাই পাওয়ারের ওষুধ দিয়ে দেওয়া হল সেটাও তো রঙ। পরীক্ষণ করবার শক্তিও চাই। তবে তোমাদের সত্য নতুন জ্ঞানের অথরিটিও অবশ্যই থাকা চাই। তোমাদের সূক্ষ্ম অথরিটির বৃত্তিই তাদের বৃত্তি গুলির পরিবর্তন করাবে। এটাই তখন ধরনী হবে। আর এই বিশেষ সেবা করে যখন মধুবন পর্যন্ত পৌঁছাবে, তখন কমপক্ষে তারা যেন অন্তত বুঝতে পারে। এই ধরনীতে তাদেরও ধরনী তৈরী হয়ে যাবে। যত বড় বন্ধা জমিই হোক, যে কোনো ধর্মেরই হোক, যত বড় পজিশনেরই হোক, এই ধরনীতে তারাও নরম হয়ে যায় আর নরম ধরনী হওয়ার কারণে তাতে যে বীজই ছড়ানো হোক, তার ফল সহজেই নির্গত হবে। কেবল ভয় পাবে না, নির্ভয় অবশ্যই হও। যুক্তির সাহায্য জ্ঞান প্রদান করো। এমন যেন না হয় যে, লোকেরা অনুযোগ করছে যে, এই রকম স্থানে

তো আমি পৌঁছালাম, কিন্তু এটা তো জানতে পারলাম না যে পরমাত্মার জ্ঞান কী ! পরমাত্মার ভূমিতে এসে পরম-আত্মার প্রত্যক্ষতার বার্তা অবশ্যই যেন তারা নিয়ে যায়। লক্ষ্য অথরিটির হতে হবে।

আজকালকার সময়ের হিসেবেও নতুনত্বের মহত্ব রয়েছে। তা সে যদি উল্টো ফ্যাশন হয়, তাও মানুষ তাকে ফলো করে। আগেকার আর্ট (পেইন্টিং) দেখো কতো সুন্দর ! এখনকার আর্ট তো তার কাছে যেন কেবল কতগুলো লাইন। মানুষ মর্ডান আর্ট পছন্দ করে। মানুষ সব সময়ই নতুনত্বকে পছন্দ করে আর নতুনত্ব স্বভাবই সকলকে আকৃষ্ট করে। সেইজন্য নতুনত্ব, সত্যতা, মহানতা - এর নেশা অবশ্যই রাখো। তারপর সময় আর ব্যক্তিকে দেখে সেবা করো। এই লক্ষ্য অবশ্যই রাখো যে, নতুন দুনিয়ার নতুন জ্ঞানকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করাতে হবে। এখন স্নেহ আর শান্তি প্রত্যক্ষ হয়েছে। বাবার প্রেমের সাগরের স্বরূপ, শান্তির সাগরের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়েছো, কিন্তু জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আর জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা, এই নতুন জ্ঞানকে কোন্ উপায়ে প্রদান করবে, তার প্ল্যান এখন কম বানানো হয়েছে। সেই সময়ও আসবে যখন সকলের মুখ থেকে এই আওয়াজ নির্গত হবে, এটাই হল নতুন দুনিয়ার নতুন জ্ঞান। এখন কেবল খুব ভালো খুব ভালো বলে, কিন্তু নতুন জ্ঞান - এ'কথা বলে না। স্মরণের সারাজেক্ট' কে ভালো প্রত্যক্ষ করিয়েছো, সেইজন্য ধরনী ভালো তৈরী হয়ে গেছে আর ধরনী তৈরী করা - এই প্রাথমিক কার্যও অবশ্যই জরুরী। যা কিছু করেছো, সে সবই খুব ভালো আর অনেক করেছো। তন-মন-ধন নিয়োজিত করে করেছো। তার জন্য বাপদাদা অভিনন্দনও জানাচ্ছেন।

প্রথমে যখন বিদেশে গিয়েছিলে তো তখন এই ত্রিমূর্তির চিত্রের উপরে বোঝানো কত কঠিন মনে হত তোমাদের ! এখন ত্রিমূর্তির চিত্রের উপরেই মানুষ আকৃষ্ট হয়। এই সিঁড়ির চিত্র ভারতের কাহিনী, তোমরা বোঝাতে। কিন্তু বিদেশে এই চিত্রের প্রতিই মানুষ আকৃষ্ট হয়। তো যেমন তারা প্ল্যান বানিয়েছিল যে এই নতুন বিষয়টিকে তারা কোন্ পদ্ধতিতে শোনাবে, তো এখনও ইনভেনশন (আবিষ্কার) করো। এটা ভেবো না যে, এটা তো করতেই হবে। না। বাপদাদার লক্ষ্য কেবল এটাই যে, নবীনত্বের মহানতার শক্তিকে ধারণ করো। একে ভুলো না। দুনিয়াকে বোঝাতে হবে, দুনিয়া কী বলবে তাতে ঘাবড়িও না। নিজের উপায় বের করো (ইভেন্ট)। কেননা ইনভেন্টর তো তোমরা বাচ্চারাই, তাই না ! সেবার প্ল্যান তো বাচ্চারাই জানে। যেমন লক্ষ্য রাখবে তেমন খুব ভালো ভাবে প্ল্যান তৈরী হতে থাকবে আর সফলতা তো তোমাদের জন্মগত অধিকারই। সেইজন্য নবীনত্বকে প্রত্যক্ষ করাও। জ্ঞানের যা কিছু গুহ্য বিষয় গুলি আছে, সেগুলোকে স্পষ্ট করে দেওয়ার বিধি তোমাদের কাছে খুব ভালোই আছে এবং স্পষ্টীকরণও। এক একটি পয়েন্টকে যুক্তিপূর্ণ ভাবে (লজিক্যালি) স্পষ্ট করে দিতে সক্ষম তোমরা। তোমাদের অথরিটিতে (শক্তি, ইত্যাদি) সম্পন্ন তোমরা। কোনোরূপ মনোময় বা কল্পনার কথাই তো নয়। একেবারেই যথার্থ। অনুভবের। অনুভবের অথরিটি, নলেজের অথরিটি, সত্যতার অথরিটি.... কত কত অথরিটি রয়েছে তোমাদের ! তো অথরিটি এবং স্নেহ - দুটোকে একসাথে কাজে লাগাও।

বাপদাদা এইজন্য খুশী যে, পরিশ্রমের দ্বারা সেবা করতে করতে এতখানি বুদ্ধি করিয়েছো আর আরো করতে থাকবে, তা দেশেই হোক কিম্বা বিদেশে। দেশেও ব্যক্তি আর নাড়ি দেখে সেবা করাতে সফলতা। বিদেশেও এই বিধিতেই সফলতা। প্রথমে সম্পর্কে নিয়ে আসো তোমরা - এই ভাবে ধরনী তৈরী হয়। সম্পর্কে আনার পরে তারপর সম্বন্ধে নিয়ে আসো, কেবল সম্পর্কে এনেই ছেড়ে দিও না। সম্বন্ধে এনে তাদেরকে বুদ্ধির দ্বারা সমর্পিত করাও - এটাই হল লাস্ট স্টেজ। সম্পর্কে আনাও আবশ্যিক, তারপর সম্বন্ধে নিয়ে আসতে হবে। সম্বন্ধে আসতে আসতে যেন সমর্পণ বুদ্ধি হয়ে যায় যে, "যা যা বাবা বলছেন, সেটাই সত্য"। এরপরে মনে আর কোনো প্রশ্ন উঠবে না। যেটা বাবা বলছেন সেটাই ঠিক। কেননা অনুভব হয়ে গেলে তখন কোশ্চেন সমাপ্ত হয়ে যায়। একেই বলা হয় "সমর্পণ বুদ্ধি", যার দ্বারা সব কিছু স্পষ্ট অনুভব হয়। লক্ষ্য এটাই রাখো যে, সমর্পণ বুদ্ধি পর্যন্ত অবশ্যই আনতে হবে। তখনই বলা হবে মাইক প্রস্তুত

হয়েছে। মাইক কী আওয়াজ করবে ? কেবল এই জ্ঞান খুব ভালো, তার ? না। এটা একেবারে নতুন জ্ঞান, এটা নতুন দুনিয়া মনে হবে - এই আওয়াজ নির্গত হবে। তবেই তো কুস্কর্ণ জাগবে, তাই না ! নইলে তো কেবল চোখ মেলছে - খুব ভালো খুব ভালো বলে আবার ঘুম এসে যাচ্ছে। সেইজন্য যেমন নিজে বালক তথা মালিক হয়ে গেছো না ! এই রকম বানাও। তারা হল বেচারারা, তাদেরকে কেবল সাধারণ প্রজা পর্যন্ত নিয়ে এসো না, রাজ্য অধিকারী বানাও। তার জন্য প্ল্যান বানাও - এমন বিধিতে করো যাতে কনফিউজডও না হয় আবার সমর্পণ বুদ্ধিও হয়ে যায়। নতুনত্বও মনে হয়, ঝামেলা বলেও অনুভব না করে। স্নেহ আর নবীনত্বের অথরিটি মনে হয় যেন।

এখনও পর্যন্ত যে রেজাল্ট রয়েছে, সেবার বিধি, ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি হয়েছে, সে সবই খুব ভালো হয়েছে। কেননা প্রথমে বীজকে গুপ্ত রেখেছো, সেটাও আবশ্যিক ছিল। বীজকে গুপ্ত রাখতে হয়, বাইরে রাখলে ফল প্রদান করবে না। মাটির ভিতরে বীজকে রাখতে হয়, তবে ভিতরেই না থেকে যায়। বাইরে প্রত্যক্ষ হবে, ফল স্বরূপ হয়ে উঠবে - এটা হল পরবর্তী স্টেজ। বুঝতে পেরেছো ? লক্ষ্য রাখো - নতুন কিছু করতে হবে। এইরূপ নয় যে এই বছরেই হয়ে যাবে, কিন্তু লক্ষ্য বীজকে বাইরে প্রত্যক্ষ করাবে। এমনও নয় যে, সোজা গিয়ে ভাষণ করতে শুরু করতে দিলে। প্রথমে সত্যতার শক্তির আভাস দেওয়ার ভাষণ করতে হবে। "অবশেষে সেই দিন এলো" - এটা সকলের মুখ থেকে নির্গত হবে। তোমরা যেমন ড্রামাতে দেখাও না যে, সকল ধর্ম মিলে একসাথে বলছে - আমরা এক, এক-এর আমরা। এটা তো ড্রামাতে দেখাও, এটাই প্র্যাকটিক্যালি স্টেজে সব ধর্মের লোকেরা মিলে এক সুরে বলবে। বাবা হলেন এক, একটাই জ্ঞান, একটাই লক্ষ্য, একটাই গৃহ সকলের, এটাই - এখন এই আওয়াজ চাই। এইরূপ দৃশ্য যখন অসীম জগতের স্টেজে দৃশ্যমান হবে, তখনই প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলিত হবে আর এই পতাকার নীচে সবাই এই গীত গাইবে। সকলের মুখ থেকে একটা শব্দই উচ্চারিত হবে - "বাবা আমাদের"। তখনই বলা হবে প্রত্যক্ষ রূপে শিব রাত্রি পালিত হল। অন্ধকারের অবসান হয়ে গোল্ডেন মর্নিং এর দৃশ্যাবলি দেখা দেবে। একেই বলা হয় - আজ আর কালকের খেলা। আজ অন্ধকার, কাল গোল্ডেন মর্নিং। এটাই হল লাস্ট পর্দা। বুঝেছো ?

এছাড়া যে যে প্ল্যান বানিয়েছো, সবই খুব ভালো। প্রতিটি স্থানের ধরনী অনুসারে প্ল্যান বানাতেই হয়। ধরনী অনুযায়ী বিধিতে যদি কোনো পরিবর্তনও করতে হয়, কোনো অসুবিধা নেই। লাস্টে সবাইকে তৈরী করে মধুবন ধরনীতে ছাপ (স্ট্যাম্প) অবশ্যই লাগাতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন বর্গকে (উইঙ) তৈরী করে স্ট্যাম্প (ছাপ) অবশ্যই লাগাতে হবে। পাসপোর্টের (বিদেশ যাত্রার অনুমতি পত্র) উপরেও স্ট্যাম্প না লাগানো হলে যেতে দেবে না। তো স্ট্যাম্প এখানে মধুবন থেকেই লাগবে।

এরা তো সকলে হলোই স্যারেন্ডার (সমর্পিত)। এরা যদি স্যারেন্ডার না হতো, তবে সেবার নিমিত্ত কীভাবে হতো ? স্যারেন্ডার বলেই ব্রহ্মাকুমার/ব্রহ্মাকুমারী হয়ে সেবার নিমিত্ত হয়েছে। দেশে কিম্বা বিদেশে কোনো খ্রিস্টান-কুমারী বা বৌদ্ধ-কুমারী হয়ে তো সেবা তো কর না ? বি. কে. হয়ে সেবা করো, তাই না ! তো স্যারেন্ডার ব্রাহ্মণদের লিস্টে সবাই আছে। এখন অন্যদেরকেও বানাতে হবে। মরজীবা হয়ে গেছো। ব্রাহ্মণ হয়ে গেছো। বাচ্চারা বলে - 'আমার বাবা', তো বাবা বলেন - তোমার (তেরা) হয়ে গেছি। অতএব স্যারেন্ডার হয়ে গেলে না ! প্রবৃত্তিতে থাকো কিম্বা সেন্টারে, অন্তর থেকে যে-ই বলেছে 'আমার বাবা', তো বাবা আপন করে নিয়েছেন। এ হল অন্তরের সওদা। মুখের স্থূল সওদা নয়, এ হল হৃদয়ের। স্যারেন্ডার মানে শ্রীমতের অধীনে থাকা। সমস্ত সভা স্যারেন্ডার, তাই তো ? সেইজন্য ফটোও তো তোলা হল, তাই না ! এখন ছবিতে যখন চলে এসেছো তখন তো আর বদলানো যাবে না। পরমাত্ম-গৃহে চিত্র থেকে যাওয়া, এ তো কম ভাগ্য নয় ! এ তো স্থূল ফটো নয়, স্বয়ং বাবার হৃদয়ে ছবি তোলা হয়ে গেল ! আচ্ছা।

সর্ব সত্যতার অথরিটি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সর্ব নবীনত্ব এবং মহানতাকে প্রত্যক্ষ করাতে সমর্থ সত্যিকারের সেবাধারী বাচ্চাদেরকে, সর্ব স্নেহ এবং অথরিটির ব্যালেন্স রেখে, প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার দ্বারা ব্লেসিংস (আশীর্বাদ) নেওয়ার অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সকল সত্য অর্থাৎ অবিনাশী বালক তথা মালিকদেরকে বিশ্ব-রচয়িতা সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক, সত্য গুরুর স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

বরদান:- মনের মৌনতার দ্বারা সেবার নতুন নতুন ইনভেনশন বের করা সিদ্ধি স্বরূপ ভব।
প্রথম প্রথম যেমন মৌন রত রেখেছিলে তো সবাই ফ্রি হয়ে গেছিলে। সময় বেঁচে গিয়েছিল। সেই রকমই এখন মনের মৌনতা রাখো, যাতে ব্যর্থ সংকল্প আসতেই না পারে। যেমন মুখ থেকে আওয়াজ না নির্গত হয়, তেমনই ব্যর্থ সংকল্প যাতে না আসে - এটাই হল মনের মৌনতা। তাহলে সময়ের সাশ্রয় হবে। এই মনের মৌনতার দ্বারা সেবার এমন এমন সব ইনভেনশন নির্গত হবে, যাতে সাধন কম আর সিদ্ধি অধিক হবে। যেমন সায়েন্সের সাধন সেকেন্ডে বিধিকে প্রাপ্ত করায়, ঠিক তেমনই এই সাইলেন্সের সাধনের দ্বারা সেকেন্ডে বুদ্ধি প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান:- যে নিজে সমর্পিত স্থিতিতে থাকে - সকলের সহযোগও তাদের সামনে সমর্পিত হয়ে যায় ।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সব রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় নিজের লাইট মাইট স্বরূপে স্থিত হয়ে ক্রকুটির মাঝখানে বাপদাদার আহ্বান করুন আর চতুর্দিকে লাইট মাইটের কিরণ ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা করুন।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখন পবিত্রতমের থেকেও পবিত্র(হোলীয়েস্ট অফ হোলী) বাবার কোলে এসেছো, তোমাদের মন্সাতেও (সঙ্কল্পেও) পবিত্র হতে হবে"

*প্রশ্ন:- পবিত্রতমের থেকেও পবিত্র বাচ্চাদের নেশা এবং নিশানী(চিহ্ন) কি হবে ?

*উত্তর:- তারা এই নেশায় নিমগ্ন হয়ে থাকবে যে আমরা পবিত্রতমের থেকেও পবিত্র বাবার কোলে এসেছি। আমরা পবিত্রতম দেবী-দেবতা হয়ে যাই, তাদের মনের মধ্যেও কোনো খারাপ সঙ্কল্প আসতে পারে না। তারা সুগন্ধী ফুল হয়, তাদের দ্বারা কোনও উল্টোপাল্টা কাজ-কর্ম হতে পারে না। তারা অন্তর্মুখী হয়ে নিজেদের যাচাই করে যে, আমার মধ্যে থেকেও সুগন্ধ আসে কি ? আমার চোখ কারোর প্রতি নিমজ্জিত (আকৃষ্ট) হয়ে যায় না তো ?

*গীত:- মরণ তোমার পথে(গলিতে).....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে আর তার অর্থও মনে-মনে বিচারসাগর মন্থন করে বের করা উচিত। এ কে বলেছে যে মরণ তোমার গলিতে ? আত্মা বলে, কারণ আত্মা হলো পতিত। পবিত্র তো শেষে বলবে অথবা পবিত্র তখনই বলবে যখন শরীরও পবিত্র হবে। এখন তো পুরুষার্থী। এও জানো -- বাবার কাছে এসে মৃত্যুবরণ করতে হবে। অদ্বিতীয় পিতাকে ছেড়ে দ্বিতীয় কারোর হওয়া অর্থাৎ একের কাছে মৃত হয়ে অন্যের কাছে জীবিত হওয়া। লৌকিক পিতার সন্তানও যখন শরীর পরিত্যাগ করবে তখন অন্য পিতার কাছে গিয়ে জন্ম নেবে, তাই না! এও তেমনই। মৃত্যুবরণ করে তোমরা হোলীয়েস্ট অফ হোলীর কোলে চলে যাও। হোলীয়েস্ট অফ হোলী কে ? বাবা এছাড়া আর পবিত্র কারা ? (সন্ধ্যাসী) হ্যাঁ, এই সন্ধ্যাসী ইত্যাদিদেরও পবিত্র বলা হবে। তোমাদের আর সন্ধ্যাসীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তারা পবিত্র হয় কিন্তু জন্ম তো হয় সেই পতিতের থেকেই, তাই না! তোমরা হয়ে যাও হোলীয়েস্ট অফ হোলী। তোমাদের তৈরী করেছেন পবিত্রতমের থেকেও পবিত্র বাবা। ওরা(সন্ধ্যাসীরা) ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে পবিত্র হয়। আত্মা পবিত্র হয়ে যায়, তাই না! তোমরা হলে স্বর্গের দেবী-দেবতা তাই হোলীয়েস্ট অফ দি হোলী হয়ে যাও। তোমাদের এই সন্ধ্যাস হলো অসীম জগতের। ওদের হলো সসীমের। ওরা হয় পবিত্র, তোমরা হও পবিত্রতমের থেকেও পবিত্র। বুদ্ধিও বলে -- আমরা নতুন দুনিয়ায় যাই। ওই সন্ধ্যাসীরা আসেই রজোতে। তফাৎ আছে, তাই না! কোথায় রজঃ, কোথায় সতোপ্রধান। তোমরা পবিত্রতম অপেক্ষা পবিত্রের দ্বারা পবিত্রতম হও। তিনি জ্ঞানেরও সাগর, প্রেমেরও সাগর। ইংরেজীতে বলা হয় ওশান অফ নলেজ, ওশান অফ লভ। তোমাদের কত উষ্ণ (মর্যাদাসম্পন্ন) করে দেয়। এমন সর্বোচ্চ পবিত্রতম অপেক্ষা পবিত্রকে আবাহন করে যে, এসে পতিতকে পবিত্র করো। অপবিত্র দুনিয়ায় এসে আমাদের হোলীয়েস্ট অফ হোলী করো। তাই বাচ্চাদের এতখানি নেশা থাকা উচিত যে, কে আমাদের পড়ান ! আমরা কি হবো ? দৈবী-গুণও ধারণ করতে হবে। বাচ্চারা লেখে -- বাবা, মায়া আমাদের কাছে অত্যন্ত ঝড় বয়ে নিয়ে আসে। আমাদের মনকে শুদ্ধ হতে দেয় না, কেন মনে খারাপ খেয়াল আসে যখন আমাদের হোলীয়েস্ট অফ হোলী হতে হবে ? বাবা বলেন -- এখন তোমরা একদম পবিত্রতম অপেক্ষা পবিত্র হয়ে যাও। বহুজন্মের শেষে বাবা পুনরায় এখন তোমাদের পুরো শক্তি দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। তাই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই নেশা থাকা উচিত -- আমরা কি হতে চলেছি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে কে এমন বানিয়েছে ? ভারত স্বর্গ ছিল, তাই না ! এইসময় ভারত তমোপ্রধান, ব্রষ্টাচারী। পুনরায় একে আমি পরমপবিত্র অপেক্ষা পবিত্র করি। নির্মাণকারীও তো অবশ্যই চাই, তাই না! নিজের মধ্যেও সেই নেশা আসা উচিত যে আমাদের দেবতা হতে হবে। তারজন্য গুণও তেমনই হওয়া উচিত। সম্পূর্ণ নীচ থেকে উপরে চড়েছো। সিঁড়িতেও

উত্থান আর পতন লেখা রয়েছে, তাই না! যে অধঃপতনে চলে গেছে সে নিজেকে কিভাবে হোলীয়েস্ট অফ হোলী বলবে। হোলীয়েস্ট অফ হোলী বাবা-ই এসে বাচ্চাদের তৈরী করেন। তোমরা এখানে এসেছোই বিশ্বের মালিক হোলীয়েস্ট অফ হোলী হতে, তাই কত নেশা থাকা উচিত। বাবা আমাদের এত উচ্চ(মর্যাদাসম্পন্ন) বানাতে এসেছেন। মন-বাণী-কর্মে পবিত্র হতে হবে। সুগন্ধী ফুল হতে হবে। সত্যযুগকে বলাই হয় -- ফুলের বাগান। কোনো দুর্গন্ধ যেন না থাকে। দুর্গন্ধ হলো দেহ-অভিমানকে বলা হয়। কারোর দিকে কুদৃষ্টি যেন না যায়। এমন বিপরীতধর্মী কর্ম যেন না হয় যা হৃদয়কে দংশন করে এবং (পাপের) খাতা তৈরী হয়ে যায়। তোমরা ২১ জন্মের জন্য ধন একত্রিত করো। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা অনেক সম্পদশালী হতে চলেছি। নিজের আত্মাকে দেখতে হবে যে আমরা দৈবী-গুণে ভরপুর হয়েছি কি? যেমন বাবা বলেন তেমনই পুরুষার্থ করতে হবে। দেখো, তোমাদের এইম অবজেক্ট কেমন। কোথায় সন্ন্যাসী, কোথায় তোমরা! বাচ্চারা, তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে আমরা কার কোলে এসেছি! আমাদের কিসে পরিণত করছেন? অন্তর্মুখী হয়ে দেখা উচিত -- আমরা কতখানি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েছি? আমাদের কতখানি (সুগন্ধী) ফুল হতে হবে, যাতে সকলেই জ্ঞানের সুগন্ধ পায়। তোমরা অনেককেই (জ্ঞানের) সুগন্ধ দান করো। নিজ-সম তৈরী করো। প্রথম নেশা থাকা উচিত -- আমাদের কে পড়াচ্ছেন! ওরা সকলেই তো হলো ভক্তিমার্গের গুরু। জ্ঞানমার্গের গুরু কেউ হতে পারে না -- কেবলমাত্র এক পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া। বাকি হলো ভক্তিমার্গের। ভক্তি করেই কলিযুগে। রাবণ প্রবেশ করে। এও দুনিয়ায় কারোরই জানা নেই। এখন তোমরা জেনেছো যে, সত্যযুগে আমরা ১৬ কলা-সম্পূর্ণ ছিলাম, পুনরায় একদিনও যদি অতিবাহিত হয়ে যায় তবে তাকে পূর্ণিমা বলা যায় নাকি, না তা যায় না। এও তেমনই। একটু-একটু করে উকূনের মতন চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ ১৬ কলা-সম্পূর্ণ হতে হবে, সেও আবার অর্ধেক কল্পের জন্য। পুনরায় কলা কম হতে থাকে, এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে তাহলে বাচ্চারা, তোমাদের কত নেশা থাকা উচিত। অনেকের এসব বুদ্ধিতে আসে না যে, আমাদের কে পড়ান? জ্ঞানের সাগর। বাচ্চাদের তিনি বলেন -- নমস্কার বাচ্চারা। তোমরা ব্রহ্মান্ডেরও মালিক, ওখানে তোমরা সকলে থাকো পুনরায় তোমরা বিশ্বেরও মালিক হও। তোমাদের সাহস বৃদ্ধি করার জন্য বাবা বলেন -- তোমরা আমার থেকেও উঁচু হয়ে যাও। আমি বিশ্বের মালিক হই না, নিজের থেকেও তোমাদের উঁচু, মহিমান্বিত করে দিই। যখন বাবার বাচ্চারা উঁচুতে চড়ে তখন বাবা মনে করেন যে এরা পড়াশোনা করে এত উচ্চপদ প্রাপ্ত করেছে। বাবাও বলেন, আমি তোমাদের পড়াই। এখন নিজেদের পদ প্রাপ্ত করার জন্য যত চাও ততো পুরুষার্থ করো। বাবা তোমাদের পড়ান -- প্রথমে এই নেশা চড়ে থাকা উচিত। বাবা তো যেকোনো সময় এসে কথা বলেন। তিনি তো যেন ঐন্নার মধ্যেই রয়েছেন। বাচ্চারা, তোমরা তো ঐন্নার, তাই না! এই রথও তো ঐন্নার, তাই না! তাই এমন হোলীয়েস্ট অফ হোলী বাবা এসেছেন, তিনি তোমাদের পবিত্র করে দেন। এখন তোমরা আবার অন্যান্যদের পবিত্র করো। আমি অবসর(রিটায়ার) গ্রহণ করি। যখন তোমরা হোলীয়েস্ট অফ হোলী হয়ে যাও তখন কোনো পতিত এখানে আসতে পারে না। এ হলো হোলীয়েস্ট অফ হোলীর চার্চ। ওই চার্চে তো সমস্ত বিকারীরা যায়, সকলেই অপবিত্র, অশুদ্ধ। এ হলো অতি বড় পবিত্র গির্জা(হোলী চার্চ)। এখানে কোনো পতিত পা পর্যন্ত ফেলতে পারে না। কিন্তু এখন এমন করতে পারবে না। যখন বাচ্চারাও এরকম হয়ে যাবে তখন এমন নিয়ম বের করা হবে। এখানে ভিতরে কেউ আসতে পারে না। জিজ্ঞাসাও করে, তাই না! -- আমরা এসে সভায় বসবো কি? বাবা বলেন, অফিসার ইত্যাদিদের সঙ্গে কাজ থাকে তাই তাদের বসাতে হয়। যখন তোমাদের নাম বিখ্যাত হয়ে যাবে তখন আর তোমরা কারোর পরোয়া করবে না। কিন্তু এখন রাখতে হয়, হোলীয়েস্ট অফ হোলীও দুঃখ পেতে থাকে। এখন না করতে পারবে না। প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়লে লোকেদের শত্রুতাও কমে যাবে। তোমরাও বোঝাবে যে, আমাদের ব্রাহ্মণদের রাজযোগের শিক্ষাদাতা হলেন হোলীয়েস্ট অফ হোলী বাবা। সন্ন্যাসীদের হোলীয়েস্ট অফ হোলী বলবে নাকি, না তা বলবে না। তারা আসেই রজোগুণে। তারা বিশ্বের মালিক হতে পারে কি? এখন তোমরা পুরুষার্থী। কখনও চাল-চলন অতি ভাল হয়, কখনও আবার এমন চাল-চলন হয় যে নাম বদনাম করে দেয়। অনেক

সেন্টারে এমনও আসে, যারা সামান্যতমও কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা নিজেকেও ভুলে যাও যে আমরা কি হতে চলেছি। বাবা বুঝে যান -- এরা কি হবে ? ভাগ্যে উচ্চপদ থাকলে তখন চাল-চলনও অত্যন্ত রয়্যাল (আভিজাত্যপূর্ণ) হবে। কেবল স্মরণে যদি থাকে যে আমাদের পড়ান কে, তাহলেও প্রগাঢ় খুশী থাকবে। আমরা গডফাদারলী স্টুডেন্ট তাই তাঁর প্রতি কত রিগার্ড রাখা উচিত। এখনও আমরা শিখছি। বাবা মনে করেন, এখন সময় লাগবে। নম্বরের অনুক্রম তো সব বিষয়েই(কথা) হয়। ঘরও প্রথমে সতাপ্রধান হয়, পরে সতঃ-রজঃ-তমোঃ হয়। এখন তোমরা সতাপ্রধান, ১৬ কলা-সম্পূর্ণ হতে চলেছো। বিশাল ভবন তৈরী হতে থাকে। তোমরা সকলে মিলে স্বর্গের মনোরম ভবন তৈরী করছো। এই খুশীও তোমাদের অধিকমাত্রায় থাকা উচিত। ভারত যা অপবিত্রতম অপেক্ষা অপবিত্র হয়ে গেছে, তাকে আমরা পবিত্রতম অপেক্ষা পবিত্র করে দিই, তাহলে নিজেদের কতখানি সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের দৃষ্টি যেন এরকম না হয় যাতে আমাদের পদই ব্রষ্ট হয়ে যায়। এমন নয় যে, বাবাকে লিখলে বাবা কি বলবে! না, এখন তো সকলেই পুরুষার্থ করছে। ওঁনাকেও এখন হোলীয়েস্ট অফ হোলী বলবে কি, না তা বলবে না। যখন হয়ে যাবে তখন এই শরীরও থাকবে না। তোমরাও হোলীয়েস্ট অফ হোলী হয়ে যাও। বাকি এতে রয়েছে পদমর্যাদা। তারজন্য পুরুষার্থ করতে হবে আর করাতে হবে। বাবা অনেক পয়েন্টস দিতে থাকেন। কেউ এলে তুলনা করে দেখাও। কোথায় এরা পবিত্রতম অপেক্ষা পবিত্র, আর কোথায় ওরা পবিত্র। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্মই তো সত্যযুগে হয়। তারা আসেই পরে, কত পার্থক্য। বাচ্চারা বোঝে -- শিববাবা আমাদের এমনভাবে তৈরী করছেন। তিনি বলেন -- মামেকম স্মরণ করো। নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো। সর্বোচ্চ শিববাবা পড়িয়ে সর্বোচ্চ বানিয়ে দেন, ব্রহ্মার দ্বারা আমরা এই (জ্ঞান) পাঠ পড়ি। ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু হয়। এও তোমরা জানো। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। এখন সমগ্র সৃষ্টিতে রাবণের রাজ্য। তোমরা রাম-রাজ্য স্থাপন করছো, যাকে তোমরা জানো। ড্রামানুসারে আমরা স্বর্গ স্থাপনের যোগ্য হতে চলেছি। এখন বাবা যোগ্যতা-সম্পন্ন করে তুলছেন। বাবা ছাড়া কেউই শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যেতে পারে না। গল্প বলতে থাকে যে, অমুকে স্বর্গে গেছে, মুক্তিধামে গেছে। বাবা বলেন -- এমন বিকারী, পতিত আত্মা কিভাবে শান্তিধামে যাবে। তোমরা বলতে পারো তবেই বুঝবে যে, এদের কত গর্ব। এভাবে বিচারসাগর মন্ডন করো যে কিভাবে বোঝাবে। চলতে-ফিরতে অন্তরে আসা উচিত। ধৈর্যও ধরতে হবে, আমরাও সুযোগ্য হয়ে যাব। ভারতবাসীরাই সম্পূর্ণ সুযোগ্য এবং সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে যায়। আর কেউ নয়। এখন বাবা তোমাদের যোগ্যতাসম্পন্ন বানাচ্ছেন। এই জ্ঞান বড়ই মজার। অন্তরে অত্যন্ত খুশী বিরাজ করে -- আমরা এই ভারতকে হোলীয়েস্ট অফ হোলী বানাবো। চাল-চলন অতি রয়্যাল হওয়া উচিত। ভোজনাদি, চাল-চলন থেকে বোঝা যায়। শিববাবা তোমাদের এত উচ্চ করে দেন। ওঁনার সন্তান হয়েছো তাহলে সুনাম অর্জন করতে হবে। চাল-চলন যেন এমন হয় যাতে সকলে বোঝে যে এরা তো হোলীয়েস্ট অফ হোলীর সন্তান। ধীরে-ধীরে তোমরা হতে থাকবে। খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। পরে নিয়ম-কানুন সব বেরোবে যে, কোনো অপবিত্র ভিতরে যেতে পারবে না। বাবা বুঝতে পারেন যে, এখনও সময় চাই। বাচ্চাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। নিজেদের রাজধানীও স্থাপন হয়ে যাবে। তখন করতে কোনো ক্ষতি নেই। তখন তো এখান থেকে নীচে আব-ুরোড পর্যন্ত লাইন লেগে যাবে। এখন তোমরা এগিয়ে চলো। বাবা তোমাদের ভাগ্য বৃদ্ধি করতে থাকেন। পদম ভাগ্যশালীও নিয়ম-মাফিকই বলা হয়, তাই না! পায়ে পদ দেখানো হয়, তাই না! বাচ্চারা, এ'সমস্তই হলো তোমাদের মহিমা। তারপরও বাবা বলেন -- 'মন্মনাভব', বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এমন কাজ করা উচিত নয় যা হৃদয়কে দংশন করে। সম্পূর্ণরূপে সুগন্ধিত ফুলে পরিণত হতে হবে।
দেহ-অভিমানের দুর্গন্ধ নিষ্কাশিত করতে হবে।

২) চাল-চলন অত্যন্ত রয়্যাল রাখতে হবে। পবিত্র হতে পবিত্রতম হওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে। দৃষ্টি যেন এমন না হয় যাতে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়।

বরদান:- প্রতিটি খাজানাকে কার্যে ব্যবহার করে পদমণ্ডল উপার্জন সঞ্চয়কারী পদ্মাপদম ভাগ্যশালী ভব

ড্রামানুসারে প্রতি সেকেন্ডে পদমণ্ডল উপার্জন(কামাই) সঞ্চয় করার বরদান সঙ্গমযুগের সময়তেই পাওয়া গেছে। এমন বরদানকে নিজের জন্য সঞ্চয় করো আর অন্যদের উদ্দেশ্যে দান করো, এরকম করেই সঙ্কল্পের খাজানাকে, জ্ঞানের খাজানাকে, স্থূল ধন-রূপী খাজানাকে কার্যে ব্যবহার করে পদমণ্ডল উপার্জন করো কারণ এইসময় স্থূলধনও ঈশ্বর-প্রতি সমর্পণ করলে একনয়া পয়সা একটি রত্নের সমতুল মূল্যের হয়ে যায় -- তাই এই সমস্ত খাজানাকে নিজের জন্য বা সেবার উদ্দেশ্যে কার্যে ব্যবহার করো তবেই পদমণ্ডল ভাগ্যশালী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যেখানে হৃদয়ে স্নেহ থাকে সেখানে সকলের সহযোগ প্রাপ্ত হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন বাবার কাছে দিব্য দৃষ্টি পেয়েছো, এই দিব্য দৃষ্টির সাহায্যেই তোমরা
আত্মা এবং পরমাত্মাকে দেখতে পারো"

*প্রশ্নঃ - ড্রামার কোন্ রহস্যকে বুঝে কোন্ রায় তোমরা কাউকেই দেবে না ?

*উত্তরঃ - যে বুঝতে পারে যে, ড্রামাতে যা কিছুই পাস্ট হয়ে গেছে, তা আবার হুবহু রিপিট হবে, তার কখনোই কাউকে ভক্তি ত্যাগ করার রায় দেবে না। তাদের বুদ্ধিতে যখন জ্ঞান খুব ভালোভাবে বসে যাবে, তারা বুঝতে পারবে যে, আমি আত্মা, আমাদের অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। যখন অসীম জগতের পিতার পরিচয় হয়ে যাবে, তখন জাগতিক বিষয় শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। নিজের আত্মার স্বধর্মে বসেছো কি? আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের জিজ্ঞেস করেন, কেননা বাচ্চারা একথা তো জানেই যে, অসীম জগতের পিতা একই, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। তাঁকেই কেবলমাত্র সুপ্রীম বলা হয়। সুপ্রীম আত্মা বা পরম আত্মা বলা হয়। পরমাত্মা অবশ্যই আছেন, এমন বলা হবে না যে, পরমাত্মা নেই। পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। এও বোঝানো হয়েছে, তোমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে না, কারণ পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও তোমরা এই জ্ঞান শুনেছিলে। আত্মাই তো শোনে, তাই না। আত্মা অনেক ছোটো এবং সূক্ষ্ম। এতো ছোটো যে, এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। এমন কোনো মানুষই নেই, যে আত্মাকে এই চোখের দ্বারা দেখেছে। দেখা যায়, কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে। তাও এই ড্রামার নিয়ম অনুসারে। আত্মা, মনে করো কারোর আত্মার সাক্ষাৎকার হলো, যেমন অন্য জিনিস দেখা যায়। ভক্তিমার্গেও এই চোখের দ্বারা কিছু সাক্ষাৎকার হয়। সে দিব্যদৃষ্টি পাওয়া যায় যাতে চৈতন্যে দেখতে পায়। আত্মা জ্ঞান চক্ষু পায়, যাতে দেখতে পারে, কিন্তু ধ্যানে। ভক্তিমার্গে অনেক ভক্তি করলে তবে সাক্ষাৎকার হয়। মীরার যেমন সাক্ষাৎকার হয়েছিলো, সে নৃত্য করতো। বৈকুণ্ঠ তো ছিলো না। পাঁচ বা ছয়শো বছর হয়েছে। ওই সময় বৈকুণ্ঠ ছিলোই না। যা অতীত হয়ে গেছে তা দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যায়। অনেক ভক্তি করতে করতে যখন ভক্তিময় হয়ে যায়, তখনই দিব্য সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু এতে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। মুক্তি এবং জীবনমুক্তির পথ ভক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতে কতো মন্দির আছে। সেখানে শিবের লিঙ্গও রাখা হয়। বড় লিঙ্গও রাখে, আবার ছোটো লিঙ্গও রাখে। এখন এ তো বাচ্চারা জানেই যে, যেমন আত্মা, তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা। সাইজ সকলেরই একই। যেমন বাবা, তেমনই বাচ্চা। আত্মারা সব ভাই-ভাই। আত্মারা এই শরীরে আসে অভিনয় করতে, এ হলো বোঝার মতো কথা। এ কোনো ভক্তিমার্গের গল্পকথা নয়। জ্ঞান মার্গের কথা এক বাবাই বোঝান। প্রথম - প্রথম বোঝাতে হবে, অসীম জগতের পিতা নিরাকারই, সম্পূর্ণভাবে তাঁকে কেউ বুঝতে পারে না। তারা বলে, তিনি তো সর্বব্যাপী। এ কোনো সঠিক কথা নয়। বাবাকে ওরা ডাকতে থাকে, খুব ভালোবেসে ডাকতে থাকে। বলে যে - বাবা, তুমি যখন আসবে, তখন আমি তোমার কাছে বলিহারি (সমর্পণ) যাবো। আমার তো তুমিই, দ্বিতীয় আর কেউই নেই। তাই অবশ্যই তাঁকে স্মরণ করতে হবে। তিনি নিজেও বলেন, হে বাচ্চারা। তিনি আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলেন। একেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলা হয়। এমন মহিমাও আছে যে, আত্মা পরমাত্মা অনেককাল আলাদা আছে.... এও হিসেব বলা আছে। তোমরা আত্মারা অনেক সময় ধরে বাবার থেকে আলাদা থাকো, এখন তোমরা আবার বাবার কাছে এসেছো, আবার নতুন করে রাজযোগ শিখতে। এই টিচার হলো সেবক। টিচার সবসময় অনুগত সেবক হয়। বাবাও বলেন, আমি তো সমস্ত বাচ্চাদের সেবক। তোমরা কতো জোর করে আমাকে ডাকো - হে পতিত পাবন, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও। এ সবই হলো ভক্তি। বলে থাকে - হে ভগবান এসো, আমাদের আবার পবিত্র বানাও।

পবিত্র দুনিয়া স্বর্গকে, আর অপবিত্র দুনিয়া নরককে বলা হয় । এ সব হলো বোঝার মতো কথা । এ হলো কলেজ অথবা গড ফাদারলি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি । এর এইম অবজেক্ট হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়া । বাচ্চারা নিশ্চিত করে যে, আমাদের এই হতে হবে । যার নিশ্চয়তাই হবে না, সে কি স্কুলে এসে বসবে ? এইম অবজেক্ট তো বুদ্ধিতে আছে । আমরা ব্যারিস্টার বা ডাক্তার হতে হলে পড়তে তো হবে, তাই না । নিশ্চয়তা না থাকলে তো আর আসবেই না । তোমাদের নিশ্চয়তা আছে যে, আমরা মানুষ থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হই । এ হলো প্রকৃত সত্য নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা । বাস্তবে এ হলো পড়া, কিন্তু একে কথা কেন বলা হয় ? কেননা তোমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও শুনেছিলে । তা অতীত হয়ে গেছে । অতীতকে কথা বলা হয় । এ হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার শিক্ষা । বাচ্চারা মন থেকে বুঝতে পারে, নতুন দুনিয়াতে দেবতারা আর পুরানো দুনিয়াতে মানুষ থাকে । দেবতাদের মধ্যে যে গুণ আছে, তা মানুষের মধ্যে নেই, তাই তাঁদের দেবতা বলা হয় । মানুষ দেবতাদের কাছে নমন করে । আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন..... এরপর নিজেদের বলে..... আমি পাপী, নীচ । মানুষকেই বলে, দেবতাদের তো এমন বলা হবে না । দেবতারা সত্যযুগে থাকে, কলিযুগে তাঁরা থাকেন না । আজকাল তো সবাইকেই শ্রী - শ্রী বলে দেয় । শ্রী-র অর্থ শ্রেষ্ঠ । সর্বশ্রেষ্ঠ তো ভগবানই তৈরী করতে পারেন । শ্রেষ্ঠ দেবতারা সত্যযুগে ছিলেন, কলিযুগে কোনো মানুষই শ্রেষ্ঠ নয় । বাচ্চারা, তোমরা এখন অসীম জগতের সন্ধ্যাস নাও । তোমরা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তাই এই সবকিছুর প্রতি তোমাদের বৈরাগ্য । ওরা তো হলো হঠযোগী সন্ধ্যাসী । বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়, আবার এসে মহলে বসে । না হলে কুটিরে তো খরচ কিছুই লাগে না । একান্তের জন্য তো কুটিরে বসতে হয়, নাকি মহলে ? বাবারও কুটির তৈরী হয়েছে । কুটিরে সব সুখ আছে । বাচ্চারা, এখন তোমাদের পুরুষার্থ করে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । তোমরা জানো যে, ড্রামাতে যা কিছুই অতীত হয়ে গেছে, তা আবার হুবহু রিপিট হবে, তাই কাউকেই এমন রায় দেবে না যে, ভক্তি করা ছেড়ে দাও । যখন বুদ্ধিতে জ্ঞান এসে যাবে, তখন মনে করবে যে, আমি আত্মা, আমাদের এখন অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে । অসীম জগতের পিতার পরিচয় যখন হয়, তখন জাগতিক বিষয় সমাপ্ত হয়ে যায় । বাবা বলেন যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে বুদ্ধির যোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে । শরীর নির্বাহ করার জন্য কর্মও করতে হবে, ভক্তিতেও যেমন কেউ কেউ অগাধ ভক্তি করে । রোজ নিয়ম করে গিয়ে দর্শন করে । দেহধারীদের কাছে যাওয়া, সে সব হলো শরীরের যাত্রা । ভক্তি মার্গে কতো ধাক্কা খেতে হয় । এখানে কোনো ধাক্কাই খেতে হয় না । এখানে আসলে বোঝানোর জন্য বসানো হয় । বাকি স্মরণের জন্য কোনো এক জায়গায় বসে যেতে হয় না । ভক্তিমার্গে কেউ যদি কৃষ্ণের ভক্ত হয়, তাহলে এমন নয় যে চলতে ফিরতে কৃষ্ণের স্মরণ করতে পারে না, তাই যারা লেখাপড়া জানা মানুষ, তারা বলে যে, কৃষ্ণের চিত্র ঘরে রাখা আছে, তাহলে তোমরা মন্দিরে কেন যাও ? কৃষ্ণের চিত্রের পূজো তোমরা যেখানে খুশী করতে পারো । আত্মা, চিত্র না থাকলেও তোমরা স্মরণ তো করতে থাকো । একবার কোনো জিনিস দেখলে সে তো স্মরণে থাকে । তোমাদেরও এই কথাই বলা হয়, শিববাবাকে তোমরা ঘরে বসে স্মরণ করতে পারো না ? এ তো হলো নতুন কথা । শিববাবাকে কেউই জানে না । নাম, রূপ, দেশ, কাল কেউই জানে না, বলে দেয় সর্বব্যাপী । আত্মাকে তো আর পরমাত্মা বলা যায় না । আত্মার তার বাবার স্মরণ আসে, কিন্তু তারা বাবাকে জানে না, তাই সাতদিনের জন্য বোঝাতে হয় । তারপর ডিটলে পয়েন্টসও বোঝানো হয় । বাবা তো জ্ঞানের সাগর, তাই না । কতো সময় ধরে তোমরা শুনে এসেছো, কেননা এ তো জ্ঞান, তাই না । তোমরা মনে করো, আমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জ্ঞান পাই । বাবা বলেন, আমি তোমাদের নতুন নতুন গুহ্য কথা শোনাই । মুরলী তোমরা যদি না পাও, তাহলে কতো চিৎকার করো । বাবা বলেন যে, তোমরা বাবাকে তো স্মরণ করো । মুরলী তোমরা পড়ো, আবার ভুলে যাও । প্রথম - প্রথম তো এই স্মরণ করতে হবে যে, আমি আত্মা, এতো ছোটো বিন্দু । আত্মাকেও জানতে হবে । মানুষ বলে থাকে, এর আত্মা বের হয়ে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে । আমরা আত্মারাই জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত, অপবিত্র হয়েছি । প্রথমে তোমরা পবিত্র গৃহস্থ ধর্মের ছিলে । লক্ষ্মী - নারায়ণ দুইই পবিত্র ছিলেন । তারপর দুইজনেই অপবিত্র হয়েছেন, তারপর দুইজনেই যখন পবিত্র

হলেন, তখন কি অপবিত্র থেকে পবিত্র হয়েছেন ? নাকি পবিত্র জন্ম নিয়েছেন ? বাবা বসে বোঝান যে, কিভাবে তোমরা পবিত্র ছিলে । তারপর বামমার্গে যাওয়ার কারণে অপবিত্র হয়েছো । পূজারীকে অপবিত্র আর পূজ্যকে পবিত্র বলা হবে । সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । কে কে রাজ্য করতো ? কিভাবে তারা রাজ্য পেয়েছিলো, তা তোমরাই জানো, আর কেউই নেই, যে তা জানে । তোমাদের কাছেও পূর্বে রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের এই জ্ঞান ছিলো না, তখন নাস্তিকই ছিলে । কিছুই জানতে না । নাস্তিক হলে কতো দুঃখী হয়ে যায় । এখন তোমরা এখানে দেবতা হতে এসেছো । ওখানে কতো সুখ থাকবে । দৈবীগুণও এখানেই ধারণ করতে হবে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ হলে, তাই না । ক্রিমিনাল দৃষ্টি যাওয়া উচিত নয়, এতেই পরিশ্রম । চোখ বড় ক্রিমিনাল । সব অঙ্গের থেকে ক্রিমিনাল হলো চোখ । অর্ধেক কল্প ক্রিমিনাল আর অর্ধেক কল্প সিভিল থাকে । সত্যযুগে ক্রিমিনাল দৃষ্টি থাকে না । দৃষ্টি যদি ক্রিমিনাল হয়, তাকে অসুর বলা হয় । বাবা নিজেই বলেন, আমি পতিত দুনিয়াতে আসি । যারা পতিত হয়েছে, তাদেরই আবার পবিত্র হতে হবে । মানুষ তো বলে, এ নিজেকে ভগবান বলে । ঝাড়ে দেখো, একদম তমপ্রধান দুনিয়ার অস্ত্রে উপস্থিত, সেখানেই আবার তপস্যা করছে । সত্যযুগ থেকে লক্ষ্মী - নারায়ণের সম্রাজ্য চলে । সম্ভবত এই লক্ষ্মী - নারায়ণ থেকেই গণনা করা হবে, তাই বাবা বলেন, লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য দেখাও যদি, তাহলে লেখো, এর থেকে ১২৫০ বছর পর ত্রেতা । শাস্ত্রতে লাখ বছর লিখে দিয়েছে । রাত - দিনের তফাৎ হয়ে গেলো, তাই না । ব্রহ্মার রাত অর্ধেক কল্প আর ব্রহ্মার দিন অর্ধেক কল্প । এই কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । তাও তিনি আবার বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো । তাঁকে স্মরণ করতে করতে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, তখন অন্ত মতি, তেমন গতি হয়ে যাবে । বাবা এমন বলেন না যে, এখানে বসে যাও । সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের তো বসাবেন না । তারা সেন্টারস, মিউজিয়াম ইত্যাদি খুলতে থাকে । তারা কতো লোককে নিমন্ত্রণ পত্র দেয়, এসে ঈশ্বরীয় জন্মের অধিকার, এই বিশ্বের বাদশাহী নাও । তোমরা হলে বাবার সন্তান । বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাই তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত । বাবা বলেন, আমি একবারই স্বর্গের স্থাপনা করতে আসি । একই দুনিয়া, যার চক্র ঘুরতে থাকে । মানুষের তো অনেক মত, অনেক কথা । কতো মত - মতান্তর আছে, একে বলা হয় অদ্বৈত মত । এই ঝাড় কতো বড় । এর থেকে কতো ডালপালা বের হয় । এখানে কতো ধর্ম ছড়িয়ে আছে, প্রথমে তো এক মত, এক রাজ্য ছিলো । সম্পূর্ণ বিশ্বে এঁদের রাজত্ব ছিলো । এও তোমরা এখন জানতে পেরেছো । আমরাই এই সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলাম । এরপর ৮৪ জন্ম ভোগ করে কাঙ্গাল হয়েছি । এখন তোমরা কালকে জয় করো, ওখানে কখনোই অকালে মৃত্যু হয় না । এখানে তো দেখো বসে বসে অকালে মৃত্যু হতে থাকে । চারিদিকে মৃত্যুই মৃত্যু । ওখানে এমন হয় না, ওখানে সম্পূর্ণ জীবন চলে । ভারতে পবিত্রতা, শান্তি এবং সম্পদ ছিলো । ১৫০ বছর গড় আয়ু ছিলো, এখন কতো কম আয়ু হয় ।

ঈশ্বর তোমাদের যোগ শিখিয়েছেন, তাই তাঁকে যোগেশ্বর বলা হয় । ওখানে তো তা বলবেই না । এই সময় তোমরা হলে যোগেশ্বর, ঈশ্বর তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । এরপর তোমাদের রাজ - রাজেশ্বর হতে হবে । এখন তোমরা জ্ঞানেশ্বর, এরপর রাজেশ্বর অর্থাৎ রাজার রাজা হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দৃষ্টি শুদ্ধ করার পরিশ্রম করতে হবে । বুদ্ধিতে যেন সদা থাকে যে, আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান

ভাই - বোন, দৃষ্টি যেন ক্রিমিনাল না হয় ।

২) শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম করেও এক বুদ্ধির যোগ বাবার সঙ্গে লাগাতে হবে, জাগতিক সব বিষয় ত্যাগ করে অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হবে । অসীম জগতের সন্ধ্যাসী হতে হবে ।

বরদান:- সদা অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দুলতে থাকা সঙ্গম যুগের সর্ব অলৌকিক প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব যে বাচ্চারা সদা অলৌকিক প্রাপ্তি সম্পন্ন, তারা অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দুলতে থাকে । যেমন আদরের বাচ্চাকে দোলায় দোলানো হয় । এমন সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের দোলা হলো অতীন্দ্রিয় সুখের দোলা, এই দোলায় সদা দুলতে থাকো । কখনোই দেহ বোধে এসো না । যে দোলা থেকে নেমে ধরনীতে চরণ রাখে, সে ময়লা হয়ে যায় । উঁচুর থেকে উঁচু বাবার স্বচ্ছ বাচ্চারা সদা অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দুলতে থাকে, মাটিতে চরণ রাখতে পারে না ।

স্লোগান:- "আমি ত্যাগী" ঐ অহংকারেরও ত্যাগ করাই হলো প্রকৃত ত্যাগ ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরাতন দুনিয়াটা একটা গ্রাম, যা তোমাদের থাকার অযোগ্য, তোমাদেরকে এখন নতুন, পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে”

*প্রশ্ন: - বাবা তাঁর সন্তানদের উল্লতির জন্য কোন উপায় বলে দেন ?

*উত্তর: - বাচ্চারা, তোমরা বাধ্য হও এবং বাপদাদার শ্রীমং অনুসারে জীবনযাপন করো। বাপদাদা দুজনে একসঙ্গেই আছেন, তাই এনার কোনো নির্দেশ পালন করে যদি কোনো ক্ষতিও হয়, তাহলে বাবা-ই রেস্পন্সিবল থাকবেন এবং সবকিছু ঠিক করে দেবেন। তোমরা নিজের মতামত না খাটিয়ে, শিববাবার শ্রীমং অনুসারে জীবনযাপন করলে অনেক উল্লতি করবে।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী সন্তানদেরকে যে প্রাথমিক মুখ্য বিষয়টা বোঝাচ্ছেন সেটা হলো - নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। ওরা তো আশীর্বাদ করে। এই বাবাও বলছেন - বাচ্চারা, তোমাদের সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে। কেবল নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। এটা তো খুবই সহজ কাজ। এটাই ভারতের প্রাচীন সহজ রাজযোগ। প্রাচীনকালেরও একটা সময়সীমা তো অবশ্যই থাকবে। বহুপ্রাচীন হলেও ঠিক কতদিনের প্রাচীন ? বাবা বলছেন, পুরো ৫০০০ বছর আগে তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। এগুলো বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারবেন না আর বাচ্চারা ছাড়া কেউ বুঝতেও পারবে না। গানে বলা আছে - আত্মা রূপী সন্তান এবং পরমাত্মা পিতা অনেকদিন আলাদা থেকেছে। বাবা নিজেই বলছেন - সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পতিত হয়ে গেছে। এখন তোমরা স্মৃতি ফিরে পেয়েছ। সকলেই পতিত-পাবনকে ডাকছে। কলিযুগে তো পতিতরাই থাকে। যারা পবিত্র, তারা সত্যযুগে থাকে। ওটা পবিত্র দুনিয়া। এই পুরাতন পতিত দুনিয়াটা বসবাসের অযোগ্য। কিন্তু মায়ার প্রভাবও কম নয়। এখানে ১০০ থেকে ১২৫ তলার বড় বড় বাড়ি বানাচ্ছে। এগুলোকেই মায়াবী প্রদর্শন বলা হয়। এই মায়া এতই জাঁকজমকপূর্ণ যে যদি কাউকে স্বর্গে যাওয়ার জন্য বলা হয় তবে সে বলবে যে আমার কাছে তো এটাই স্বর্গ। এগুলোকেই মায়াবী জৌলুস বলা হয়। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এটা তো একটা পুরাতন গ্রাম যাকে নরক বলা হয়। একেই পুরাতন, তার ওপর চরম পতিত নরক। সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয়। স্বর্গ নামটা প্রচলিত রয়েছে। এই দুনিয়াকে সকলেই বিকারগ্রস্ত দুনিয়া বলবে। ওই স্বর্গ ছিল নির্বিকার দুনিয়া। স্বর্গকে নির্বিকার এবং নরককে বিকৃত বা বিকারগ্রস্ত দুনিয়া বলা হয়। এত সহজ বিষয়গুলোও কেন কারোর বুদ্ধিতে আসে না ! মানুষ কতো দুঃখী হয়ে গেছে। কতো লড়াই ঝগড়া হচ্ছে। দিনে দিনে এমন এমন বোমা বানাচ্ছে যেগুলো একটা ফেললেই অনেক মানুষ মারা যায়। কিন্তু নীচ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা বুঝতেই পারছে না যে ভবিষ্যতে কি ঘটবে। ভবিষ্যতে কি হবে, সেটা কেবল বাবা ছাড়া অন্য কেউ বোঝাতে পারবে না। এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে, আর গুপ্ত ভাবে নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। বাচ্চারা, তোমাদের নামই হলো গুপ্ত যোদ্ধা। কেউ কেউ ভাবে যে তোমরা হয়তো লড়াই করছো। তোমাদের যুদ্ধ তো পাঁচ বিকারের বিরুদ্ধে। সবাইকে পবিত্র হতে বলছ। সকলেই সেই এক এবং অদ্বিতীয় পিতার সন্তান। যেহেতু আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তাই আমরা ভাই ভাই। বোঝানোর জন্য খুব ভালো ভালো যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অনেক সন্তান, একজন তো নয়। তাঁর নামই হলো প্রজাপিতা। লৌকিক পিতাকে কখনো প্রজাপিতা বলা যাবে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা পরস্পরের ভাই-বোন অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। কিন্তু এটা কেউই বোঝে না। বুদ্ধি যেন পাথর হয়ে গেছে, বোঝার চেষ্টাও করে না। প্রজাপিতার সন্তান মানে তো পরস্পরের ভাই বোন। কখনোই বিকারের বশীভূত হবে না। তোমাদের

বোর্ডেও প্রজাপিতা শব্দ অবশ্যই থাকা উচিত। এই শব্দটা অবশ্যই লিখতে হবে। কেবল ব্রহ্মা লিখলে অতটা ওজনদার শোনায় না। তাই বোর্ডেও সংশোধন করে সঠিক শব্দ লিখতে হবে। এটা অত্যন্ত জরুরী। অনেক স্ত্রীলোকের নামও ব্রহ্মা রাখা হয়। নামগুলো অর্থহীন হয়ে যাওয়ার জন্য আজকাল ছেলেদের নামও মেয়েদেরকে দেওয়া হয়। এতো নাম কোথা থেকেই বা পাবে ? সবকিছুই ডামার প্ল্যান অনুসারে হচ্ছে। বাবার কাছে বিশ্বাসী এবং বাধ্য হওয়া মোটেই মুখের কথা নয়। বাবা এবং ঠাকুরদাদা দুজনেই একসঙ্গে রয়েছেন। মানুষ বুঝতে পারে না যে ইনি আসলে কে ? তাই শিববাবা বলছেন - আমার নির্দেশকেও বুঝতে পারে না। ইনি উল্টো কিংবা সোজা যাই বলুন না কেন, তুমি মনে করো যে শিববাবা-ই বলছেন। তাহলে শিববাবা-ই রেস্পন্সিবল থাকবেন। এনার কথা শুনলে যদি কোনো ক্ষতিও হয়, তাহলেও শিববাবা রেস্পন্সিবল থাকবেন। তিনি সব ঠিক করে দেবেন। যদি বুঝতে পারো যে এগুলো স্বয়ং শিববাবার নির্দেশ, তবে তোমাদের অনেক উন্নতি হবে। কিন্তু অতি কষ্টে কয়েকজন বুঝতে পারে। কেউ কেউ আবার নিজের মতামত অনুসারে জীবনযাপন করে। বাবা কতো দূর থেকে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য, নির্দেশ দেওয়ার জন্য আসেন। অন্য কারোর কাছে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই। সারাদিন কেবল এটাই ভাবতে হবে যে কিভাবে লিখলে মানুষ বুঝতে পারবে। এমন সোজাসাপ্টা ভাবে লিখতে হবে যাতে মানুষের নজর যায়। তোমরা এমন ভাবে বোঝাও যাতে আর কোনো প্রশ্ন করার দরকার-ই না হয়। বলো - বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করলেই সকল দুঃখ ঘুঁচে যাবে। যে ভালোভাবে স্মরণে থাকবে, সে-ই ভালো পদ পাবে। এটা তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। মানুষ অনেক রকমের প্রশ্ন করে। তোমরা ওইসব বিষয়ে কিছুই বলবে না। বলে দাও - বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আগে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হন। প্রশ্নের গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেলে আর রাস্তাই খুঁজে পাবেন না। যেমন কুয়াশায় রাস্তা হারিয়ে গেলে মানুষ আর বেরোনের রাস্তা পায় না। এটাও অনেকটা সেইরকম - মানুষ কোথা থেকে কিভাবে মায়ার পথে চলে যায়। তাই আগে সবাইকে একটা বিষয়ে বলো যে আপনি হলেন অবিনাশী আত্মা। বাবাও অবিনাশী, পতিত-পাবন। আমরা পতিত হয়ে গেছি। এখন হয় ঘরে ফিরতে হবে, অথবা নতুন দুনিয়ায় আসতে হবে। অন্তিম পর্যন্ত এই পুরাতন দুনিয়ায় জন্ম নিতেই থাকবে। যারা ঠিকঠাক পড়াশুনা করবে না, তারা পরের দিকে আসবে। অনেকরকম হিসাব রয়েছে। পড়াশুনার অবস্থা দেখেও বোঝা যায় যে প্রথমে কারা আসবে। স্কুলেও এইরকম প্রতিযোগিতা হয়। ছুটে গিয়ে কিছু একটা ছুঁয়ে আবার ফিরে আসতে হয়। যে প্রথম হয়, তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এগুলো তো অসীম জগতের ব্যাপার। সীমাহীন পুরস্কার পাওয়া যায়। বাবা বলছেন - স্মরণের যাত্রা করতে থাকো। দিব্যগুণও ধারণ করতে হবে। এখানেই সকল গুণে সম্পন্ন হতে হবে। তাই বাবা চার্ট (দিনলিপি) লিখতে বলেন। স্মরণের যাত্রার চার্ট লিখলে বুঝতে পারবে যে আমি লাভ করছি, নাকি লোকসান করছি। কিন্তু বাচ্চারা চার্ট লেখে না। বাবা বলা সত্বেও লেখে না। খুব কমজনই লেখে। তাই মালাও কতো কমজনকে নিয়ে তৈরি হয়। ৮ জন বড় স্কলারশিপ পায় আর ১০৮ জন প্লাস গ্রেড পায়। কারা প্লাস গ্রেড পায় ? বাদশা আর রানী। খুব সামান্যই পার্থক্য থাকে। বাবা বলছেন, আগে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো, তারপর বাবাকে স্মরণ করো। এটাই হলো স্মরণের যাত্রা। বাবার এই বার্তাটাই সকলের কাছে পৌঁছাতে হবে। বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই, মনে মনে স্মরণ করতে হবে। সবাইকে এখন অশরীরী হয়ে ফেরত যেতে হবে, তাই সকল দৈহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে, পুরাতন দুনিয়ার সবকিছুকে বুদ্ধি থেকে ত্যাগ করতে হবে। এখানে বাবা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তারপর সারাদিন একটুও স্মরণ করে না, শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। বাবা বলছেন, নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। বাবা আমাদেরকে রাজ্যভাগ্য প্রদান করেন। তারপর আমরা আবার এইভাবে হারিয়ে ফেলি, ৮৪ বার জন্ম নিই। এটা কোনো লক্ষ লক্ষ বছরের কথা নয়। অনেক বাচ্চাই বাবাকে সঠিকভাবে চিনতে না পেরে অনেক প্রশ্ন করতে থাকে। বাবা বলছেন - মামেকং (কেবল আমাকে) স্মরণ করলেই পাপ নাশ হবে এবং দিব্যগুণ ধারণ করলে দেবতা হয়ে যাবে। এছাড়া আর কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। বাবাকে চিনতে না পেরে শুধু শুধু প্রশ্ন করতে থাকলে প্রথমে সংশয় প্রকাশ করবে, তারপর নিজেই বিরক্ত হয়ে যাবে। বাবা

বলছেন, বাবাকে চিনতে পারলেই সবকিছু জেনে যাবে। আমার মাধ্যমে আমাকে চিনতে পারলেই তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। জানার আর কিছুই বাকি থাকবে না। সেইজন্যই সাত দিনের কোর্স করানো হয়। ওই সাতদিনেই অনেক কিছু বুঝতে পারো। কিন্তু বিভিন্ন ক্রমানুসারে বুঝতে পারে। অনেকে কিছুই বোঝে না। ওরা কিভাবে রাজা - রানী হবে ? একজনের ওপরে কি রাজত্ব করবে ? প্রত্যেককেই নিজ নিজ প্রজা তৈরি করতে হবে। অনেক টাইম ওয়েস্ট করো। বাবা বলেন এগুলো নির্বুদ্ধিতা। কেউ যত বড় পদেই থাকুক না কেন, বাবা তো জানেন যে এগুলো সব মাটিতে মিশে যাবে। আর সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে। এই বিনাশের সময়ে যাদের বুদ্ধি বিপথগামী, তাদের অবশ্যই বিনাশ হবে। আমি আত্মা কতোটা প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন, সেটা তো নিজেই বুঝতে পারবে। কেউ বলে, এক-দুই ঘন্টা স্মরণে থাকে। আত্মা, লৌকিক বাবার সঙ্গে কি তুমি এক-দুই ঘন্টা ভালোবাসা রাখো ? সারাদিনই তো বাবা-বাবা করতে থাকো। এখানেও হয়তো বাবা-বাবা করো, কিন্তু ঐরকম আন্তরিক ভালোবাসা নেই। বারবার বলা হয় - শিববাবাকে স্মরণ করো। সত্যিকারের স্মরণ করতে হবে। কোনো চালাকি চলবে না। অনেকে বলে যে আমি তো শিববাবাকে অনেক স্মরণ করি। কিন্তু তাহলে তো তার সর্বদা উড়তে থাকা উচিত - বাবা, আমরা সেবা করতে যাচ্ছি, অনেকের কল্যাণ করব। যতবেশি মানুষকে বাবার বার্তা শোনাতে, ততই স্মরণ থাকবে। অনেক কন্যা বলে যে বন্ধন আছে। আরে, গোটা দুনিয়াটাই বন্ধনে রয়েছে। যুক্তি সহকারে বন্ধনকে ছিন্ন করতে হবে। অনেক রকমের যুক্তি রয়েছে। ধরো, কালকেই কারোর মৃত্যু হলো, তাহলে তার সন্তানদের কে সামলাবে ? নিশ্চয়ই কেউ না কেউ সামলানোর জন্য এগিয়ে আসবে। জ্ঞানহীন অবস্থায় তো দ্বিতীয়বার বিয়ে করে নেয়। আজকাল তো বিয়েটাও একটা ঝগড়া। কাউকে কিছু অর্থ দিয়ে বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করতে বলে দাও। এটা তোমাদের জীবন্মৃত (জীবিত অথচ মৃত) জন্ম। জীবিত থেকেও মারা গেছে। তাহলে এরপরে কে সামলাবে ? তাই অবশ্যই কোনো নার্সকে রাখতে হবে। পয়সা দিলে কি না হয় ? অবশ্যই বন্ধনমুক্ত হতে হবে। যাদের সেবাতে রুচি থাকবে, তারা নিজের থেকেই ছুটে ছুটে আসবে। কারণ তারা তো এই দুনিয়া থেকেই মরে গেছে। এখানে বাবা বলছেন - আত্মীয় এবং বন্ধুদেরকেও উদ্ধার করতে হবে। সবার কাছে বার্তা পৌঁছাতে হবে - "মন্মনা ভব", মনে মনে স্মরণ করলেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। কেবল বাবা-ই এটা বলেন। অন্যরা তো সদ্য ওপর থেকে আসে। তাদের পেছনে পেছনে তাদের প্রজারাও আসে। যেমন খ্রীশ্চিয়ান সবাইকে নীচে নিয়ে আসে। নীচে এসে অভিনয় করতে করতে যখন অশান্ত হয়ে যায়, তখন বলে যে আমি শান্তি চাই। আগে শান্তিতেই ছিল। তারপর ধর্ম স্থাপকের পেছনে পেছনে আসতে হয়। তারপর পতিত-পাবনকে আহ্বান করে। কি অদ্ভুত ভাবে এই খেলা তৈরি হয়ে আছে। ওরা (ধর্মস্থাপকরা) অন্তিম সময়ে এসে নিজের লক্ষ্য স্থির করবে। বাচ্চারা দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দেখতেও পেয়েছে। তোমরা এখন ভিখারি থেকে রাজকুমার হচ্ছে। আর এখন যারা অনেক ধনী, ওরা ভিখারি হবে। কতো আশ্চর্যের ব্যাপার। কেউই এই খেলাটাকে বিন্দুমাত্রও জানে না। সমগ্র রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সেখানে কেউ কেউ গরিবও হবে। এটা অতি দূরদর্শীতা সম্পন্ন বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। অন্তিমে সবকিছুই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দেখতে পাবে যে আমরা কিভাবে ট্রান্সফার হই। তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করছো। এখন সঙ্গমযুগে রয়েছে। পড়াশোনা করে উত্তীর্ণ হলে দৈব বংশে যেতে পারবে। এখন ব্রাহ্মণ বংশে আছো। এই কথাগুলো কেউই বুঝতে পারে না। স্বয়ং ভগবান এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন - এই কথাটা কেউই বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারে না। নিরাকার ভগবানকে তো আসতেই হবে। খুবই বিস্ময়কর ভাবে এই ড্রামা তৈরি হয়ে আছে। তোমরা এই ড্রামাকে জেনেছো এবং ভূমিকা পালন করছো। ত্রিমূর্তির ছবি দিয়েও বোঝাতে হবে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয়। বিনাশ তো অটোমেটিক্যালি হতেই হবে। কেবল একটা নাম রেখে দিয়েছে। ড্রামা এইরকম ভাবেই বানানো আছে। প্রধান বিষয় হলো - নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করলেই মরচে পরিষ্কার হয়ে যাবে। স্কুলে যে যত ভালো করে পড়ে, তার তত ভালো রোজগার হয়। তোমরা ২১ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্য এবং সম্পদ পেয়ে যাও - এটা কি কম কথা ? এখানে হয়তো কারোর অনেক সম্পত্তি আছে, কিন্তু এখন আর এতো সময়ই নেই যে তার ছেলে কিংবা নাতি ভোগ করবে। বাবা তাঁর সমস্ত কিছুই এই সেবার জন্য দিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর কতোই না জমা

হয়ে গেছে। সকলের তো জমা হয় না। অনেক লাখপতি আছে। কিন্তু তাদের সম্পত্তি কোনো কাজেই আসবে না। বাবা তাদের থেকে নেবেন না, তাই বিনিময়ে দিতেও হবে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যুক্তি বার করতে হবে। সর্বোত্তম বাবার সাথেই ভালোবাসা রাখতে হবে। সবার কাছে বাবার বার্তা পৌঁছে দিয়ে সকলের কল্যাণ করতে হবে।

২) দূরদর্শীতা সম্পন্ন বুদ্ধি দিয়ে এই সীমাহীন খেলাটাকে বুঝতে হবে। ভিত্তি থেকে রাজকুমার হওয়ার এই পড়াশোনাতে মনোযোগ দিতে হবে। স্মরণের সত্যিকারের দিনলিপি (চার্ট) রাখতে হবে।

বরদান:- সততার ভিত্তিতে বাবার প্রদর্শন করতে পারা নির্ভীক অথরিটি স্বরূপ ভব সততাই হলো প্রদর্শনের ভিত্তি। বাবার প্রদর্শন (প্রত্যক্ষ) করার জন্য নির্ভীক এবং অথরিটি স্বরূপ হয়ে কথা বলা, সঙ্কেচ করে নয়। যখন অনেক মতামতের মানুষ কেবল এই একটা বিষয়ে সহমত হবে যে সকলের পিতা একজনই এবং এখনই তিনি তাঁর কার্য করছেন, আমরা সবাই সেই একজনেরই সন্তান এবং কেবল তিনিই সত্য - তখনই জয়ধ্বজা উড়বে। এই সঙ্কল্প নিয়েই মুক্তিধামে যাবে এবং যখন নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে আসবে, তখন প্রথমে যে সংস্কার প্রকট হবে তা হলো - গড ইজ ওয়ান। এটাই হলো স্বর্ণযুগের স্মৃতি।

স্লোগান:- সহ্য করার অর্থই হলো নিজের শক্তিরূপ প্রদর্শন করা।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীর রূপী খেলনা আত্মা রূপী চৈতন্য চাবি দিয়ে চলে, তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো তাহলে নির্ভয় স্বরূপ হয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - আত্মা শরীরের সঙ্গে খেলা খেলেই নীচে এসেছে তাই তাদের কি নাম দেবে?

*উত্তরঃ - কাঠের পুতুল। যেমন ড্রামাতে কাঠের পুতুলের খেলা দেখানো হয়, ঠিক তেমনই তোমরা আত্মারা কাঠের পুতুলের মতন ৫ হাজার বছরের খেলা খেলতে খেলতে নীচে পৌঁছে গেছ। বাবা এসেছেন কাঠের পুতুলদের অর্থাৎ তোমাদের উপরে ওঠার পথ বলে দিতে। এখন তোমরা শ্রীমতের চাবি লাগাও তাহলে উপরে উঠে যাবে।

*গীতঃ- আসরে জ্বলে উঠলো দীপশিখা....

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদের শ্রীমৎ প্রদান করেন - কখনও কারো আচরণ সঠিক না থাকলে মাতা পিতা বলে - ঈশ্বর যেন তোমাকে সুমত দেন। তারা জানেই না যে ঈশ্বর সত্যিই সুমত দেন। এখন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় মতামত প্রাপ্ত করছো অর্থাৎ আত্মিক পিতা বাচ্চাদের (আত্মাদের) শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য। এখন তোমরা বুঝেছো আমরা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ স্বরূপে পরিণত হচ্ছি। বাবা আমাদের সর্বোচ্চ সুমত দিচ্ছেন। আমরা তাঁর মতানুযায়ী চলে মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। অতএব প্রমাণিত হয় যে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন একমাত্র পিতা। শিখ ধর্মের মানুষও গান গায় মানুষ থেকে দেবতা হতে লাগে না বেশী সময়....। সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার মতামত দেন। তাঁরই মহিমা গায়ন হয়েছে - এক ওঙ্কার...কর্তা পুরুষ, নির্ভয় তোমরা সবাই নির্ভয় হয়ে যাও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো তো, তাইনা। আত্মার কোনও ভয় থাকে না। বাবা বলেন নির্ভয় হও। ভয় কীসের। তোমাদের কোনও ভয় নেই। তোমরা নিজের ঘরে বসে বাবার শ্রীমৎ প্রাপ্ত করতে থাকো। এখন শ্রীমৎ কাঁর ? কে প্রদান করেন ? এই কথা তো গীতায় নেই। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝেছো। বাবা বলেন তোমরা পতিত হয়েছে, এখন পবিত্র হওয়ার জন্য মামেকম্ স্মরণ করো। এই পুরুষোত্তম স্বরূপে পরিণত হওয়ার মেলা সঙ্গমযুগেই হয়। অনেকে এসে শ্রীমৎ প্রাপ্ত করে। একেই বলে ঈশ্বরের সাথে বাচ্চাদের মেলা। ঈশ্বরও হলেন নিরাকার। বাচ্চারা অর্থাৎ আত্মারাও হল নিরাকার। আমরা হলাম আত্মা, এই অভ্যাসে খুব পাকা হতে হবে। যেমন খেলনা চাবি দিলেই ডাম্প করতে থাকে। সেই রকম আত্মাও হল এই শরীর রূপী খেলনার চাবি। এর ভিতরে আত্মা না থাকলে কিছুই করতে পারবে না। তোমরা হলে চৈতন্য খেলনা। খেলনায় চাবি না দিলে কোনও কাজ করবে না। স্থির হয়ে যাবে। আত্মাও হল চৈতন্য চাবি এবং এই চাবি হল অবিনাশী, অমর চাবি। বাবা বোঝান আমি কেবল আত্মাকেই দেখি। আত্মাই শোনে - এই অভ্যাসটি পাকা করতে হবে। এই চাবি ছাড়া শরীর চলবে না। ইনি অবিনাশী চাবি পেয়েছেন। ৫ হাজার বছর এই চাবি চলে। চৈতন্য চাবি হওয়ার জন্য চক্র আবর্তিত হতে থাকে। এই হল চৈতন্য খেলনা। বাবাও হলেন চৈতন্য আত্মা। যখন চাবি পূর্ণ হয়ে যায় তখন নতুন করে যুক্তি বলে দেন যে আমাকে স্মরণ করো তো পুনরায় চাবি কানেক্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। যেমন মোটর গাড়িতে পেট্রোল শেষ হয়ে গেলে আবার পেট্রোল ভরা হয় । এখন তোমাদের আত্মা বুঝেছে - আমাদের পেট্রোল কীভাবে ভরবে! ব্যাটারি খালি হয় তারপরে তাতে পাওয়ার ভরা হয় তাইনা। ব্যাটারি খালি হলে লাইট শেষ হয়ে যায়। এখন তোমাদের আত্মারূপী ব্যাটারি ভরপুর হয়। যত স্মরণ করবে ততই পাওয়ার ভরতে থাকবে। ৮৪ জন্মের এতখানি চক্র পরিক্রম করে ব্যাটারি খালি হয়ে গেছে। সতো, রজো, তমোতে এসেছে। এখন আবার বাবা এসেছেন চাবি দিতে অথবা ব্যাটারি ভরতে।

পাওয়ার নেই তাই মানুষ কেমন হয়ে গেছে। অতএব এখন স্মরণের দ্বারা ই ব্যাটারি ভরতে হবে, একে হিউম্যান ব্যাটারি বলা হবে। বাবা বলেন আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও। এই জ্ঞান প্রদান করেন একমাত্র বাবা। একমাত্র বাবা হলেন সদগতি দাতা। এখন তোমাদের ব্যাটারি সম্পূর্ণ ভরপুর হয়, যার দ্বারা পুনরায় ৮৪ জন্ম পার্ট প্লে করো। যেমন ড্রামাতে কার্টের পুতুল নাচ হয় না! তোমরা আত্মারাও হলে ঠিক তেমনই কার্টের পুতুলের মতন। উপর থেকে নেমে ৫ হাজার বছরে একেবারে নীচে এসে পড়ো তারপর বাবা উপরে তোলেন। সে হল একটি খেলনা। বাবা অর্থ বুঝিয়ে দেন উত্তরণ কলা এবং অবতরণ কলা, এই হল ৫ হাজার বছরের কথা। তোমরা বুঝেছো শ্রীমং দ্বারা আমরা চাবি প্রাপ্ত করি। আমরা ফুল সতোপ্রধান হয়ে যাবো তারপরে সম্পূর্ণ পার্ট রিপটি করবো। কতখানি সহজ কথা - বুঝবার জন্য এবং বোঝাবার জন্য। তবুও বাবা বলেন বুঝবে তারা-ই যারা কল্প পূর্বে বুঝেছিল। তোমরা যতই চেষ্টা করো বুঝবে না। বাবা বোধশক্তি তো সবাইকে সমান দিয়েছেন। যেখানে খুশী বসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সম্মুখে যদি ব্রাহ্মণী নাও থাকে তবুও তোমরা স্মরণে বসতে পারো। জানো যে বাবার স্মরণ দ্বারা আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তাই তাঁর স্মরণে বসতে হবে। কাউকে বসানোর দরকার নেই। খাবার খেতে, স্নান করতে বাবাকে স্মরণ করো। কিছু ক্ষণের জন্য অন্য কেউ সামনে বসে যায়। এমন নয় যে সে সাহায্য করে তোমাদের, না। প্রত্যেককে নিজেকে সাহায্য করতে হবে। ঈশ্বর তো সূমত দিয়েছেন এমন এমন করো তাহলে তোমাদের বুদ্ধি দিব্য বুদ্ধি হয়ে যাবে। এই প্রলোভন দেওয়া হয়। শ্রীমং তো সবাইকে দিতেই থাকেন। অবশ্য কারো বুদ্ধি ঠান্ডা, কারো বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। পবিত্রের সঙ্গে যোগ যুক্ত না হলে ব্যাটারি চার্জ হয় না। বাবার শ্রীমং পালন করে না। যোগও লাগে না। তোমরা ফীল করো যে আমাদের ব্যাটারি ভরপুর হয়। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তো নিশ্চয়ই হতে হবে। এই সময় তোমরা পরমাত্মার শ্রীমং প্রাপ্ত করছো। এই কথা দুনিয়া একটুও বোঝে না। বাবা বলেন আমার এই মত দ্বারা তোমরা দেবতায় পরিণত হয়ে যাও, এর চেয়ে উঁচু কিছু হয় না। সেখানে এই জ্ঞান থাকে না। এও ড্রামায় পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। তোমাদেরকে পুরুষোত্তম করতে বাবা সঙ্গমে আসেন, যাঁর স্মরণিকা ভক্তি মার্গে পালন হয়, দশহরা উৎসবও পালন হয় তাইনা। যখন বাবা আসেন তখন হয় দশহরা। ৫ হাজার বছর পর প্রতিটি কথা রিপটি হয়।

তোমরা বাচ্চারাই এই ঈশ্বরীয় মত অর্থাৎ শ্রীমং প্রাপ্ত করো, যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হও। তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান ছিল, সে নীচে নামতে-নামতে এসে তমো প্রধান ব্রষ্ট হয়ে যায়। তারপরে বাবা বসে জ্ঞান এবং যোগের শিক্ষা প্রদান করে সতোপ্রধান শ্রেষ্ঠ করেন। তিনি বলে দেন তোমরা কীভাবে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছো। ড্রামা চলতেই থাকে। এই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের কথা কেউ জানেনা। বাবা বুঝিয়েছেন এখন তোমাদের মনে পড়েছে তাইনা। প্রত্যেকের জন্ম কাহিনী তো বলা সম্ভব নয়। লেখা তো হয় না যে পড়ে শোনানো হবে। এই কথা বাবা বসে বোঝান। এখন তোমরা সেই ব্রাহ্মণ হয়েছো পুনরায় দেবতা স্বরূপে পরিণত হতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন - ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় তিনটি ধর্ম আমি স্থাপনা করি। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - আমরা বাবার দ্বারা ব্রাহ্মণ বংশী হই তারপরে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হবো। যারা ফেল হয় তারা চন্দ্রবংশী হয়। কোন্ বিষয়ে ফেল হয়? যোগে। জ্ঞান তো খুবই সহজ বোঝানো হয়। কীভাবে তোমরা ৮৪-র চক্র পরিচালনা করো। মানুষ তো ৮৪ লক্ষ বলে দেয় ফলে বিষয়টা অনেক দূরে চলে যায়। এখন তোমরা প্রাপ্ত করো ঈশ্বরীয় মতামত। ঈশ্বর তো আসেন কেবল একবার। সুতরাং তাঁর মতামত প্রাপ্তও হবে একবার। এক দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। অবশ্যই তারা ঈশ্বরীয় মতামত প্রাপ্ত করেছিল, এর আগে তো সঙ্গমযুগ ছিল। বাবা এসে দুনিয়া পরিবর্তন করেন। তোমরা এখন পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সময় বাবা তোমাদের বদলাচ্ছেন। তোমরা বলবে আমরা কল্প-কল্প পরিবর্তিত হয়ে এসেছি, হতেই থাকবো। এই হল চৈতন্য ব্যাটারি তাই না। ওই হল জড়। বাচ্চারা জেনেছে ৫ হাজার বছর পরে বাবা এসেছেন। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত প্রদান করেন। উঁচু থেকে উঁচু ভগবানের উচ্চ মতামত প্রাপ্ত হয় - যার দ্বারা তোমরা উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত কর। তোমাদের কাছে যখন কেউ আসে তখন বলো তোমরা

হলে ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর হলেন শিববাবা, শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়। তিনি হলেন সদগতি দাতা। তাঁর নিজস্ব শরীর তো নেই। তাহলে কীভাবে মত প্রদান করেন? তোমরাও হলে আত্মা, এই শরীর দ্বারা কথা বলে, তাইনা। শরীর ব্যতীত আত্মা কিছু করতে পারে না। নিরাকার পিতাও আসবেন কীভাবে? গায়নও আছে রথে আসেন। তাই কেউ কিছু, কেউ কিছু তৈরি করে দিয়েছে। ত্রিমূর্তিও সূক্ষ্মবতনে বসে দেখানো হয়েছে। বাবা বোঝান - এই সব হল সাক্ষাৎকারের কথা। যদিও সম্পূর্ণ রচনা তো এখানেই আছে। অতএব রচয়িতা বাবাকেও এখানে আসতে হয়। পতিত দুনিয়ায় এসেই পবিত্র করতে হয়। এখানে বাচ্চাদেরকে ডাইরেক্ট পবিত্র স্বরূপে পরিণত করছেন। যদিও সবই বোধগম্য তবুও জ্ঞান বুদ্ধিতে স্থির থাকে না। কাউকে বোঝাতেও পারেনা। শ্রীমৎ ধারণ না করলে শ্রেষ্ঠতম হতে পারে না। যারা বোঝেই না তারা কি পদ পাবে। যত সার্ভিস করবে - ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। বাবা বলেছেন - সার্ভিসে নিজের প্রতিটি হাড় দান করতে হবে। অলরাউন্ড সার্ভিস করতে হবে। বাবার সার্ভিসে আমরা হাড় দান করতে প্রস্তুত। অনেক কন্যারা ব্যাকুল হয়ে থাকে - সার্ভিসের জন্য। বাবা আমাদের মুক্ত করো যাতে সার্ভিস করতে পারি, অনেকের যাতে কল্যাণ হয়। সম্পূর্ণ দুনিয়া তো দৈহিক সেবা করে, তার ফলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে। এখন এই আত্মিক সেবা দ্বারা উত্তরণ কলা হয়। প্রত্যেকে বুঝতে পারে - অমুক আমার চেয়ে বেশি সার্ভিস করে। ভালো সার্ভিসেবল কন্যারা আছে, সুতরাং তারা সেন্টারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে। ক্লাসে নম্বর অনুসারে বসে। এখানে তো নম্বর অনুযায়ী বসানো হয় না, তাহলে তো সত্যিটা ফাঁস হয়ে যাবে। বুঝতে তো পারে তাইনা। সার্ভিস না করলে নিশ্চয়ই পদও কম হয়ে যাবে। নম্বর অনুযায়ী পদ মর্যাদা অনেক আছে। কিন্তু ওই হল সুখধাম, এই হল দুঃখধাম। সেখানে অসুখ ইত্যাদি কিছু থাকে না। বুদ্ধি দ্বারা কাজ করতে হয়। বোঝা উচিত যে আমরা তো খুব কম পদ প্রাপ্ত করবো কারণ সার্ভিস তো করি না। সার্ভিস করেই পদ প্রাপ্ত হবে। নিজের পরীক্ষা করা উচিত। প্রত্যেকে নিজের অবস্থা ভালো করে জানে। মাম্মা-বাবাও সার্ভিস করতে এসেছেন। ভালো বাচ্চারাও আছে। যদিও চাকুরিজীবী, তাদেরকেও বলা হয় হাফ পেমেন্টের ছুটি নিয়ে গিয়ে সার্ভিস করো, কোনো অসুবিধে নেই। যারা বাবা হৃদয়াসনে বসে তারা ই রাজ সিংহাসনে বসে, তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এই ভাবেই বিজয়মালায় স্থান অর্জন করে। সমর্পণ করে, সার্ভিসও করে। কেউ তো যদিও সমর্পণ করে, সার্ভিস করে না তাহলে পদ মর্যাদা কম হয়ে যাবে তাইনা। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে শ্রীমৎ দ্বারা। এমন কখনো শুনেছো? অথবা পড়াশোনা দ্বারা রাজত্ব স্থাপন হয় এই কথা শুনেছো, কখনও দেখেছো? হ্যাঁ, দান-পুণ্য করলে রাজার ঘরে জন্ম হতে পারে। কিন্তু পড়াশোনা দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্তি, হয়তো এমন কথা কখনও শোনোনি। কেউ জানেও না। বাবা বোঝান তোমরাই পুরো ৮৪ জন্ম গ্রহণ কর। তোমাদের এখন উপরে যেতে হবে। খুবই সহজ। তোমরা কল্প কল্প বুঝতে পারো নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বাবা স্মরণ-স্নেহও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে দেন, স্মরণ-স্নেহ বেশি করে তাদের দেবেন যারা সার্ভিসে আছে। অতএব নিজের পরীক্ষণ করা উচিত যে আমি কি হৃদয়াসনে স্থান অর্জন করেছি? আমি কি মালার মুক্তোদানা হতে পারি? অশিক্ষিতরা অবশ্য শিক্ষিতদের সম্মুখে ভার বহন করবে। বাবা তো বোঝান বাচ্চারা পুরুষার্থ করো, কিন্তু ড্রামাতে পার্ট না থাকলে যতই চেষ্টা করো, উপরে উঠবে না। বিভিন্ন রকমের বাধা লেগে থাকবে। দেহ-অভিমানের আধার নিয়েই অন্য বিকার আসে। মুখ্য কঠিন রোগ হল দেহ-অভিমানের। সত্যযুগে দেহ-অভিমানের নামচিহ্ন থাকবে না। সেখানে তো কেবল থাকে তোমাদের প্রালব্ধ (পুরুষার্থের ফল)। এই কথা এখানে একমাত্র বাবা বোঝান। অন্য কেউ এমন শ্রীমৎ প্রদান করেন না যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে মামেকম স্মরণ করো। এই হল মুখ্য কথা। লেখা উচিত - নিরাকার ভগবান বলেন একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। নিজের দেহের কথাও স্মরণ করবে না। যেমন ভক্তিতে একমাত্র শিবের ই পূজা করে। এখন জ্ঞান একমাত্র আমিই প্রদান করি। বাকি সবই হল ভক্তি, অব্যভিচারী জ্ঞান একমাত্র শিববাবার কাছে তোমরা প্রাপ্ত কর। জ্ঞান সাগর থেকে এই রত্ন প্রাপ্ত হয়। ওই স্থূল সাগরের কথা নয়। এই জ্ঞানের সাগর বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন, যার দ্বারা তোমরা দেবতায় পরিণত হও। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কথা লিখে দিয়েছে। সাগর থেকে দেবতা বেরিয়ে রত্ন প্রদান করে।

তোমরা জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত করছো। এর আগে পাথর কুড়িয়ে পাথরবুদ্ধি হয়েছো। এখন রত্ন প্রাপ্ত করে স্পর্শবুদ্ধি হয়ে যাও। পারসনাথ হয়ে যাও তাইনা। এই পারসনাথ (লক্ষ্মী-নারায়ণ) বিশ্বের মালিক ছিলেন। ভক্তি মার্গে তো অনেক নাম, অনেক চিত্র বানিয়েছে। বাস্তবে লক্ষ্মী-নারায়ণ বা পারসনাথ হলেন এক। নেপালে পশুপতি নাথের মেলা আয়োজিত হয়, তিনিও হলেন পারসনাথ। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যে রত্ন প্রদান করেছেন, সেই রত্নই জমা করতে হবে। পাথর নয়। দেহ-অভিমানের কঠিন অসুখ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

২) নিজের ব্যাটারি ফুল চার্জ করার জন্য পাওয়ার হাউস বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে হবে। আত্ম-অভিমानी থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। নির্ভয় হতে হবে।

বরদানঃ- সর্ব সম্বন্ধ এবং সর্ব গুণের অনুভূতিতে সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ মূর্তি ভব
সঙ্গম যুগে বিশেষ সর্ব প্রাপ্তিতে নিজেকে সম্পন্ন বানাতে হবে তাই সর্ব খাজানা, সর্ব সম্বন্ধ,
সর্বগুণ এবং কর্তব্য গুলি সামনে রেখে চেক করো যে সর্ব বিষয়ে অনুভাবী হয়েছো ? যদি
কোনও বিষয়ে অনুভব কম আছে তো তাতে নিজেকে সম্পন্ন বানাও। একটিও সম্বন্ধ বা
গুণে কম হলে সম্পূর্ণ স্টেজ বা সম্পূর্ণ মূর্ত বলা হবে না । তাই বাবার গুণ বা নিজের আদি
স্বরূপের গুণের অনুভব করো, তবেই সম্পূর্ণ মূর্তি হবে।

স্লোগানঃ- উত্তেজিত হয়ে পড়াও একরকমের মনের রোদন - এখন এই রোদনের ফাইল সমাপ্ত করো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - যতদিন জীবিত থাকবে বাবাকেই স্মরণ করবে, স্মরণের দ্বারাই আয়ু বৃদ্ধি পাবে, পড়ার সার-ই হলো স্মরণ”

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমাদের অতীন্দ্রিয় সুখ গাওয়া হয় কেন ?

*উত্তর:- কেননা তোমরা সর্বদাই বাবার স্মরণে থেকে খুশিতে থাকো, এখন তোমাদের সর্বদাই হল ক্রিসমাস। ভগবান তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন, এর থেকে বড় খুশি আর কিইবা হতে পারে। এ হলো প্রতিদিনের খুশি, এইজন্য তোমাদেরই অতীন্দ্রিয় সুখ গাওয়া হয়ে থাকে।

*গীত:- নয়ন হীনকে রাস্তা দেখাও প্রভু...

ওম্ শান্তি । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দাতা আধ্যাত্মিক বাবা তাঁর আধ্যাত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র এক বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। তো এখন বাচ্চাদের জ্ঞানের নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। এখন বাবা বুঝিয়েছেন যে, ভক্তিমার্গ হল অন্ধকার মার্গ। যেইরকম রাতের বেলায় আলোর প্রকাশ না থাকায় মানুষ ধাক্কা খায়। গাওয়াও হয়ে থাকে যে ব্রহ্মার রাত, ব্রহ্মার দিন। সত্যযুগে এটা বলবে না যে আমাকে রাস্তা বলে দাও, কেননা এখন তোমাদের রাস্তা প্রাপ্ত হচ্ছে। বাবা এসে মুক্তিধাম আর জীবন মুক্তিধামের রাস্তা বলে দিচ্ছেন। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো। এখন জানো যে আর অল্প সময় অবশিষ্ট আছে। এই দুনিয়া তো পরিবর্তন হয়েই যাবে। এই গানও তো তৈরি হয়ে আছে যে দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে যাবে...কিন্তু মানুষ বেচারী জানেনা যে দুনিয়া কবে পরিবর্তন হবে, কীভাবে পরিবর্তন হবে, কে পরিবর্তন করেন ! কেননা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র তো নেই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে যার দ্বারা তোমরা এই সৃষ্টির চক্রের আদি মধ্য অন্তকে জেনে গেছ। আর এটাই হল তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের স্যাকারিন। যেইরকম অল্প একটু স্যাকারিন অনেক মিষ্টি হয়, সেই রকম জ্ঞানের এই দুটি অক্ষর ‘মন্মনা ভব...’ এটাই হল সব থেকে মিষ্টি জিনিস, ব্যস বাবাকে স্মরণ করো।

বাবা আসেন আর এসে রাস্তা বলে দেন। কোথাকার রাস্তা বলে দেন ? শান্তিধাম আর সুখধামের। তাই বাচ্চাদের খুশি হয়। দুনিয়া এটা জানে না যে খুশি কবে পালন করা হয় ? খুশি তো নতুন দুনিয়াতেই পালন করা হবে, তাইনা। এটা তো একদমই সাধারণ কথা যে পুরানো দুনিয়াতে খুশি কোথা থেকে আসবে ? পুরানো দুনিয়াতে মানুষ গ্রাহি গ্রাহি করছে, কেননা সবাই হলো তমোপ্রধান। তমোপ্রধান দুনিয়াতে খুশি কোথা থেকে আসবে ? সত্যযুগের জ্ঞান তো কারো কাছে নেই, এইজন্য বেচারারা এখানে খুশি পালন করতে থাকে। দেখো, ক্রিসমাসের খুশিও কত সুন্দরভাবে পালন করে। বাবা তো বলেন, যদি খুশির কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় তবে গোপ-গোপীদেরকে অর্থাৎ আমার বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। কেননা বাবা খুব সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছেন। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, নিজের ব্যবসাপত্রের কর্তব্য করে কমলপুষ্পের সমান থাকো আর আমাকে স্মরণ করো। যেইরকম প্রেমিক-প্রেমিকা হয়, তারাও চাকরি বা ব্যবসায় ইত্যাদি করেও পরস্পরকে স্মরণ করতে থাকে। তাদের সাফাৎকারও হয়, যেমন লায়লা-মজনু, হির রাস্তা, তারা বিকারের জন্য পরস্পরের প্রেমী হয়না। তাদের প্রেম গাথা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে এক পরস্পরের প্রতি প্রেম হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এসব কথা নেই। এখানে তো তোমরা জন্ম-জন্মান্তর সেই প্রেমিকেরই প্রেমিকা হয়ে আছো। তিনি হলেন প্রেমিক, তোমাদের প্রেমিকা নয়। তোমরা তাঁকে আহ্বান জানাও এখানে আসার জন্য, হে ভগবান নয়নহীনকে এসে রাস্তা বলে দাও। তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে আমাকে আহ্বান করেছ। যখন দুঃখ বেশি হয় তখনই বেশি করে আহ্বান করতে। এমনও অনেকে আছে, যারা বেশি দুঃখে

বেশি স্মরণ করে। দেখো, এখন স্মরণ করার জন্য আত্মার সংখ্যা অনেক অনেক হয়ে গেছে। গাওয়া হয় যে - দুঃখের সময় স্মরণ করে সবাই, সুখের সময় করে না কেউ.... যত দিন যাচ্ছে, ততই তমোপ্রধানতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তোমরা উত্তরণ করছো আর তারা আরোই অবতরণ করছে কেননা যতক্ষণ বিনাশ না হয় ততক্ষণ তমোপ্রধানতা বৃদ্ধি হতে থাকবে। দিন-প্রতিদিন মায়াও তমোপ্রধান হয়ে চলেছে। এই সময় বাবাও যেমব সর্বশক্তিমান, তেমনই এই সময় মায়াও হল সর্বশক্তিমান। সেও মহাশক্তিশালী।

বাচ্চারা তোমরা হলে এই সময় ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ। এটা হলো তোমাদের সর্বোত্তম কুল, একে বলা যায় উঁচুর থেকেও উঁচু কুল। এই সময় তোমাদের এই জীবন হল অমূল্য, এই জন্য এই জীবনের (শরীরের) দেখাশোনাও করতে হবে কেননা পাঁচ বিকারের কারণে শরীরের আয়ু তো কম হয়ে যাচ্ছে, তাই না। তাই বাবা বলছেন যে - এই সময় পাঁচ বিকারকে ছেড়ে যোগ যুক্ত হয়ে থাকো তো আয়ু বৃদ্ধি হতে থাকবে। আয়ু বৃদ্ধি হতে হতে ভবিষ্যতে তোমাদের আয়ু দেড়শ বছর হয়ে যাবে। এখন নয় এই জন্য বাবা বলছেন যে এই শরীরেরও অনেক দেখাশোনা করতে হবে। না হলে তো বলা যায় যে এই শরীর কোনও কাজের থাকবে না, মাটির পুতুল হয়ে যাবে। বাচ্চারা এখন তোমাদের এই জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে যে যতদিন বাঁচতে হবে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মা বাবাকে স্মরণ করে - কেন? অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। বাবা বলছেন যে তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো আর দিব্যগুণ ধারণ করো তাহলে তোমরা পুনরায় এইরকম হয়ে যাবে। তাই বাচ্চাদেরকে এই পড়া খুব ভালোভাবে পড়তে হবে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে অলস হয়ে যেয়োনা, না হলে তো ফেল হয়ে যাবে। অনেক কম পদ প্রাপ্ত হবে। পড়াশোনাতেও মুখ্য কথা এটাই হল, যাকে সার-সংক্ষেপ বলা যায়, যে - বাবাকে স্মরণ করো। যখন প্রদর্শনীতে বা সেন্টারে কেউ আসেন তখন তাকে প্রথমে প্রথমে এটাই বোঝাও যে বাবাকে স্মরণ করো কেননা তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তাই উঁচুর থেকেও উঁচুকেই স্মরণ করতে হবে, তার থেকে যিনি কম তাকে স্মরণ করার দরকার নেই। বলা হয় যে উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। ভগবানই তো নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। দেখো, বাবাও বলছেন যে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আমিই করি, এইজন্য তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। তাই এটা পাকাপাকিভাবে স্মরণ করো কেননা বাবা হলেন পতিতপাবন তাই না। তিনি এটাই বলছেন যে, যখন তুমি আমাকে পতিতপাবন বলেছ তখন তোমরা হলে তমোপ্রধান, তোমরা অনেক পতিত হয়ে গেছ, এখন তোমরা পবিত্র হও।

বাবা এসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের এখন সুখের দিন আসছে। দুঃখের দিন সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমরা আহ্বানও করেছিলে যে - হে দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। তো নিশ্চয়ই জানো যে বরাবর সত্যযুগে সবাই সুখীই সুখী হবে। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন যে সবাই শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে থাকো। এটা হল সঙ্গম যুগ, নৌকার মাঝি তোমাদেরকে ঐ পাড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাকি এতে কোনো লৌকিক মাঝি বা নৌকার কথা নেই। এটা তো হলো এই মহিমা করে বলা হয় যে নৌকাকে পারে লাগাও। এখন একজনের নৌকা তো ওই পাড়ে নিয়ে যাবেন না, তাইনা। সমগ্র দুনিয়ার নৌকাকে ঐ পাড়ে নিয়ে যাবেন। এই সমগ্র দুনিয়া যেন এক অনেক বড় জাহাজ। একেই ওই পাড়ে নিয়ে যাবেন। তাই বাচ্চারা তোমাদেরকে অনেক খুশিতে থাকতে হবে, কেননা তোমাদের জন্য সর্বদাই হল খুশি, সর্বদাই হল ক্রিসমাস। যখন থেকে তোমরা বাচ্চারা বাবাকে পেয়েছো তখন থেকেই তোমাদের ক্রিসমাস সর্বদাই পালিত হচ্ছে, এই জন্য অতীন্দ্রিয় সুখ গাওয়া হয়ে থাকে। দেখো ইনি সর্বদাই খুশিতে থাকেন, কেন? আরে অসীম জগতের বাবা প্রাপ্ত হয়েছে! তিনি আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তো এই খুশি প্রতিদিনের জন্য চাই, তাই না! অসীম জগতের বাবা পড়াচ্ছেন বাহ! কেউ কখনও এ কথা শুনেছে? গীতাতে ভগবানুবাচ আছে যে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই, যেরকম তারা ব্যারিস্টারি যোগ, সার্জারির যোগ শেখায়, সেরকম আমি তোমাদের আধ্যাত্মিক বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাই। তোমরা এখানে আসো তো বরাবর রাজযোগ

শিখতে আসো তাই না ! ভেঙে পড়ার তো দরকার নেই। তাই রাজযোগ শিখে সম্পূর্ণ করতে হবে, তাই না! ভাগলি হয়ে যাওয়া তো ঠিক নয়। পড়তেও হবে তো ধারণাও খুব ভালো করতে হবে। টিচার পড়াচ্ছেন ধারণা করার জন্য।

প্রত্যেকের নিজ নিজ বুদ্ধি হয়ে থাকে - কারো উত্তম, কারো মধ্যম, কারো কনিষ্ঠ। তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি উত্তম, নাকি মধ্যম, নাকি কনিষ্ঠ ? নিজেকে নিজেই যাচাই করতে হবে যে, আমি এইরকম উঁচুর থেকেও উঁচু পরীক্ষায় পাশ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করার যোগ্য হয়েছি? আমি সেবা করছি ? বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা, সেবাধারী হও, বাবাকে ফলো করো কেননা আমিও তো সেবা করছি তাই না। এসেছি সেবা করার জন্য আর প্রতিদিন সেবা করি কেননা রথও তো নিয়েছি, তাই না। রথও মজবুত, খুবই ভালো আর সেবাও তো এনার সর্বদাই হচ্ছে। বাপদাদা তো এঁনার এই রথে সর্বদাই বিরাজমান। যদি এঁনার শরীর অসুস্থ হয়ে যায়, আমি তো বসেই আছি, তাই না। তো আমি এঁনার মধ্যে বসে লিখছিও, যদি ইনি মুখ থেকে কিছু না বলতে পারেন তখন আমি লিখি। মুরলী কখনো মিস হয় না। যতক্ষণ বসতে পারে, লিখতে পারে ততক্ষণ আমিও মুরলী বাজাতে থাকি, বাচ্চাদেরকে লিখে পাঠিয়ে দিই, কেননা সেবাধারী হয়েছি তাই না। তো বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে সার্ভিসে লেগে যাও। বাবার সার্ভিস, অন গডফাদারলী সার্ভিস। যেরকম তারা লেখে - অন হিজ্ ম্যাজিস্টী সার্ভিস। তো তোমরা কি বলবে ? এই ম্যাজিস্টীর দ্বারাই উঁচু সেবা হয়, কেননা তিনি ম্যাজিস্টী (মহারাজা) বানাচ্ছেন। এটাও তোমরা বুঝতে পারো যে বরাবর আমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে থাকি ।

বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে যে ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে তাকেই মহাবীর বলা হয়ে থাকে । তাই এটা চেক করতে হবে, কে মহাবীর ? যে বাবার নির্দেশ অনুসারে চলতে থাকে। বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা নিজেদেরকে আত্মা মনে করো, ভাই-ভাইকে দেখো। বাবা নিজেকে ভাইদের বাবা মনে করেন আর ভাইদেরকেই দেখতে থাকেন। সবাইকে তো দেখেন না। এটাই তো হলো জ্ঞান যে, শরীর ছাড়া তো কেউ শুনতে পারে না, বলতে পারে না। তোমরা তো জানো যে আমিও এই শরীরে আসি। আমি এই শরীরের লোন নিয়েছি। শরীর তো সকলেরই আছে, শরীরের সাথেই আত্মা এখানে পড়াশোনা করছে। তাই এখন আত্মাদেরকে বুঝতে হবে যে বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বাবার বৈঠক (সিংহাসন) কোথায় ? অকাল তক্তের উপর। বাবা বুঝিয়েছেন যে প্রত্যেক আত্মাই হলো অকাল মূর্তি, তাদের কখনোই বিনাশ হয় না, কখনো স্থলে যায় না, কেটে যায়না, বা ডুবে যায় না। ছোট-বড় হয়না। শরীর ছোট বড় হতে পারে। তাই দুনিয়াতে যে সকল মানুষ মাত্র আছে, তাদের মধ্যে যে আত্মা আছে, তার তক্ত হলো এই ব্রুকুটি। শরীর ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারো অকাল তক্ত হলো পুরুষের, কারো স্ত্রীর, কারো বাচ্চার। তাই যখনই কারো সাথে কথা বলবে তো এটাই মনে করো যে আমি হলাম আত্মা, নিজের ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। বাবার পরিচয় প্রদান করছি যে শিববাবাকে স্মরণ করো তো এই যে জং লেগে আছে সেটা ছেড়ে যাবে। যেরকম সোনাতে খাত লেগে যায় তখন তার মূল্য কম হয়ে যায়, সেরকমই তোমাদেরও মূল্য কম হয়ে গেছে। এখন একদমই মূল্যহীন হয়ে গেছে। একেই দেওয়ালা বলা যায়। ভারত কত ধনবান ছিল, এখন বোঝা ওঠাচ্ছে। বিনাশের সময় তো সকলেরই টাকা পয়সা শেষ হয়ে যাবে। দাতা, গ্রহীতা সবাই সমাপ্ত হয়ে যাবে, বাকি যারা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন গ্রহণ করেছে তারাই পুনরায় এসে নিজের ভাগ্য গ্রহণ করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবাকে ফলো করে বাবার সমান সেবাধারী হতে হবে। নিজেকে নিজেই যাচাই করতে হবে যে, উঁচুর থেকে উঁচু পরীক্ষায় পাস করার করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করার যোগ্য হয়েছি ?

২) বাবার নির্দেশে চলে মহাবীর হতে হবে, যেরকম বাবা আত্মাদেরকে দেখেন, আত্মাদেরকে পড়াচ্ছেন এইরকম আত্মা ভাই-ভাইকে দেখে কথা বলতে হবে।

বরদান:- শরীরের সুস্থতা, মনের খুশি আর ধনের সমৃদ্ধি দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব সঙ্গম যুগে সর্বদা স্বস্থিতিতে স্থিত থাকার কারণে শরীরের কর্মভোগ শূল থেকে কাঁটা হয়ে যায়, শরীরের রোগ যোগে পরিবর্তন করে দাও, এইজন্য সদা সুস্থ থাকো। 'মন্বনা ভব' হওয়ার কারণে খুশির খনির দ্বারা সর্বদা সম্পন্ন আছো, এইজন্য মনের খুশিও প্রাপ্ত হয়। আর জ্ঞান ধন হল সকল ধনের থেকে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান ধনযুক্ত আত্মাদের প্রকৃতি সত্যতঃই দাসী হয়ে যায় আর সর্ব সম্বন্ধও এক'এর সাথে, সম্পর্কও হোলি হংসদের সাথেই থাকে...এই জন্য শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবানের বরদান স্বতঃতই প্রাপ্ত হয়।

স্লোগান:- স্মরণ আর সেবা, এই দুয়ের ব্যালেন্স-ই হল ডবল লক।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের অসীম সম্পদ (বেহদের জাগির) দিতে, এরকম মধুর বাবাকে তোমরা প্রেম পূর্বক স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বিনাশের সময় যতো নিকটবর্তী হতে থাকবে - তার চিহ্ন গুলি কি হবে ?

*উত্তরঃ - বিনাশের সময় নিকটবর্তী হলে তখন-

১) সবাই টের পাবে যে আমাদের বাবা এসেছেন।

২) এখন নূতন দুনিয়ার স্থাপনা, পুরানোর বিনাশ হবে। অনেকের সাক্ষাৎকারও হবে।

৩) সন্ন্যাসী, রাজা প্রমুখরা জ্ঞান প্রাপ্ত করবে।

৪) যখন শুনবে যে অসীম জগতের পিতা এসেছেন, তিনিই একমাত্র সঙ্গতি দিতে সক্ষম তখন অনেকে আসবে। ৫) সংবাদ পত্রের দ্বারা অনেকের সংবাদ প্রাপ্ত হবে। ৬) তোমরা বাচ্চারা আত্ম-অভিমानी হতে থাকবে, এক বাবার স্মরণেই অতীন্দ্রিয় সুখে থাকবে।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে এসে অন্য কোথাও নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি । এটা কে বলে আর কাকে বলে - আত্মা রূপী বাচ্চারা ! বাবা বারে-বারে আত্মা রূপী কেন বলেন ? কারণ এখন আত্মাদের যেতে হবে। তারপর যখন এই দুনিয়াতে আসবে তখন সুখ হবে। আত্মারা এই শান্তি আর সুখের উত্তরাধিকার পূর্ব কল্পেও প্রাপ্ত করেছিলো। এখন আবার এই উত্তরাধিকার রিপিট হচ্ছে। রিপিট হলে তবে সৃষ্টি চক্রও আবার রিপিট হবে। রিপিট তো সব হয় না, তাই না ! যা কিছু পাস্ট হয়ে গেছে সেটাই রিপিট হবে। এমনিতে তো এই নাটকও তো রিপিট হয় কিন্তু তাকে চেঞ্জও করতে পারা যায়। কেউ শব্দ ভুলে গেলে তখন মন থেকে তৈরী করে বলে দেয়। তাকে তখন বায়োফ্লোপ বলা যায়। কিন্তু এতে (সৃষ্টি নাটকে) চেঞ্জ করা যায় না। এটা হলো অনাদি হয়ে থাকা বা পূর্ব রচিত, ওই নাটককে পূর্ব-রচিত বলা হবে না। এই ড্রামাকে বুঝতে পারলে তখন তাদের পক্ষেও বোঝা সহজে হয়ে যাবে । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে নাটক ইত্যাদি এখন দেখছে, সেই সব হলো মিথ্যা। কলিযুগে যে জিনিস দেখা যায় সেইটা সত্যযুগে থাকে না। সত্যযুগে যা হয়েছিলো সেটাই আবার সত্যযুগে হবে। এই পার্থিব জগতের নাটক ইত্যাদি আবার ভক্তি মাগেই হবে। যে জিনিস ভক্তি মাগে হয় সেটা জ্ঞান মার্গ অর্থাৎ সত্যযুগে হয় না। তাই এখন অসীম জগতের পিতার থেকে তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। বাবা বুঝিয়েছেন- এক লৌকিক পিতার থেকে আর দ্বিতীয় পারলৌকিক পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়,এছাড়া যে অলৌকিক পিতা আছেন তার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। ইনি নিজেই ঐনার থেকে অর্থাৎ পারলৌকিক পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেন। এই যে নূতন দুনিয়ার প্রপার্টি, সেটা অসীম জগতের পিতাই প্রদান করেন - শুধুমাত্র ঐনার (ব্রহ্মা) দ্বারা। ঐনার দ্বারা অ্যাডপ্ট করান, তাই ওনাকে বাবা বলা হয় । ভক্তি মাগেও লৌকিক আর পারলৌকিক দুই-ই স্মরণে আসে। ইনি (অলৌকিক) স্মরণে আসেন না। কারণ ঐনার থেকে কোনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। 'বাবা' শব্দটি তো ঠিকই আছে, কিন্তু এই ব্রহ্মাও তো হলেন রচনা ! রচনার রচয়িতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমাদেরও শিববাবা ক্রিয়েট করেছেন। ব্রহ্মাকেও উনি ক্রিয়েট করেছেন। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় ক্রিয়েটরের থেকে, তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা। ব্রহ্মার কাছে কী অসীম জগতের উত্তরাধিকার আছে নাকি ! বাবা ঐনার দ্বারা বসে বোঝাচ্ছেন- ঐনারও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এমন নয় যে তিনি উত্তরাধিকার নিয়ে তোমাদের দেন। বাবা বলেন, তোমরা ঐনাকেও স্মরণ ক'রো না। এই অসীম জগতের পিতার থেকে তোমাদের প্রপার্টি প্রাপ্ত হয়। লৌকিক পিতার থেকে পার্থিব জগতের, পারলৌকিক পিতার থেকে অসীম জগতের

উত্তরাধিকার, দুটোই রিজার্ভ হয়ে গেছে। শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় - তোমাদের বুদ্ধিতে এটা আসে। তাহলে ব্রহ্মা বাবার উত্তরাধিকার বলবে কেন! বুদ্ধিতে জাগীর অর্থাৎ সম্পত্তির কথাই আসে, তাই না! এই অসীম জগতের বাদশাহী তোমাদের ওঁনার থেকে প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন বড় বাবা। ইনি(ব্রহ্মা) তো বলেন আমাকে স্মরণ করো না, আমার তো কোনো প্রপাটি নেই, যা তোমাদের প্রাপ্ত হবে। যাঁর থেকে প্রপাটি প্রাপ্ত হবে তাঁকে স্মরণ করো। তিনিই বলেন শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। লৌকিক পিতার প্রপাটি নিয়ে কতো ঝগড়া চলে। এখানে তো ঝগড়ার ব্যাপার নেই। বাবাকে স্মরণ না করলে তবে অটোম্যাটিক্যালি অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবে না। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো। এই রথকেও বলেন তুমি নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করলে তবে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে। একে বলা হয় স্মরণের যাত্রা। দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করতে হবে। এতেই পরিশ্রম আছে। পড়াশুনার জন্য তো পরিশ্রম চাই, তাই না! এই স্মরণের যাত্রার দ্বারা তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে ওঠো। তারা যাত্রা করে শরীর দ্বারা। এটা তো হলো আত্মাদের যাত্রা। তোমাদের এই যাত্রা হলো পরমধামে যাওয়ার। এই পুরুষাখীরা ব্যতীত আর কেউ পরমধামে বা মুক্তিধামে যেতে পারে না। যারা ভালো ভাবে স্মরণ করে তারাই যেতে পারে আর তারপর উচ্চ পদও তারা প্রাপ্ত করতে পারে। যাবে তো সকলেই। কিন্তু তারা তো হলো পতিত - তাই ডাকতে থাকে। আত্মা স্মরণ করে। খাওয়া দাওয়া তো আত্মাই করে, তাই না! এই সময় তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে, এটাই হল পরিশ্রমের। বিনা পরিশ্রমে তো কিছুই প্রাপ্ত হয় না। হলোও খুবই সহজ। কিন্তু মায়ার বিরোধিতা হতে থাকে। কারোর ভাগ্য ভালো হলে তাড়াতাড়ি করে এর সাথে(স্মরণের যাত্রাতে) জুড়ে যায়। কেউ দেহীতেও আসে। যদি বুদ্ধিতে সঠিক নিয়মে বসে যায় তো বলবে ব্যাস, আমি এই আত্মিক যাত্রাতে লেগে পড়ি। এরকম তীব্র গতিতে লেগে পড়লে ভালো রকম প্রতিযোগিতা হতে থাকে। বাড়ীতে থেকেও বুদ্ধিতে এসে যাবে এটা তো খুবই ভালো রাইট (সঠিক) কথা। আমরা নিজেদের আত্মা মনে করে পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করি। বাবার অদেশ অনুযায়ী চললে তবে পবিত্র হতে পারবো। হবো তো অবশ্যই। পুরুষার্থের ব্যাপার। এটা হলো খুবই সহজ। ভক্তি মার্গে তো খুবই ডিফিকাল্টি হয়। এখানে তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। আবার এখানে এসে বিষ্ণুর মালাতে জপের দ্বারা আবর্তিত হতে হবে। মালার হিসাব করো। মালা তো ব্রহ্মারও আছে, বিষ্ণুরও আছে, রুদ্রেরও আছে। সর্বপ্রথম তো নূতন সৃষ্টির হবে! বাকি সব পরে আসে। যদিও পরেই জপের মাধ্যমে আবর্তিত হয়। বলবে তোমাদের উঁচু কুল কি? তোমরা বলবে বিষ্ণু কুল। আমরা আসলে বিষ্ণু কুলের ছিলাম, তারপর ক্ষত্রিয় কুলের হয়েছি। আবার তার থেকে জ্ঞাতি-বর্গ বের হয়। এই নলেজ থেকে তোমরা বুঝতে পারো জ্ঞাতি-বর্গ তৈরী হয় কি করে। সর্বপ্রথম রুদ্র মালা তৈরী হয়। সর্বোচ্চ জ্ঞাতি-বর্গ। বাবা বুঝিয়েছেন- এটা হলো তোমাদের খুবই উঁচু কুল এটাও বুঝতে পারা যায় যে অবশ্যই সমগ্র দুনিয়ারই ঈশ্বরীয় সংবাদ প্রাপ্ত হবে। যেমন কেউ-কেউ বলে যে ভগবান অবশ্যই কোথাও এসেছেন কিন্তু জানতে পারা যাচ্ছে না। পরিশেষে জানতে তো পারবে সকলেই। সংবাদ পত্রে পড়বে, এখন তো অল্প দেয়। এমন নয় যে একটা সংবাদপত্রই সবাই পড়ে। লাইব্রেরিতেও পড়তে পারে। কেউ ২-৪টে সংবাদপত্রও পড়তে পারে। কেউ একদমই পড়ে না। এটা সকলেই জানতে পারে যে বাবা এসে গেছেন, বিনাশের সময় নিকটবর্তী হলে তখন বুঝতে পারবে। নূতন দুনিয়া স্থাপন, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। অনেকের সাক্ষাৎকারও হবে। সন্ন্যাসীদের, রাজাদের জ্ঞান প্রদান করতে হবে তোমাদের। অনেকের ঈশ্বরীয় সংবাদ প্রাপ্ত হবে। যখন শুনবে অসীম জগতের পিতা এসেছেন, তিনিই একমাত্র সঙ্গতি দাতা, তখন অনেকেই আসবে। এখনো সংবাদপত্রে তেমন আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু প্রকাশিত হচ্ছে না। তার মধ্যেও কেউ-কেউ বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বাচ্চারা বুঝতে পারে আমরাই শ্রীমত অনুযায়ী সত্যযুগের স্থাপনা করছি। এটা হলো তোমাদের নূতন মিশন (প্রচার সমিতি)। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় মিশনের ঈশ্বরীয় সদস্য। যেমন খ্রিস্টান মিশনের খ্রিস্টান সদস্য হয়ে যায়। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সদস্য, সেইজন্য গায়ন আছে অতীন্দ্রিয় সুখ কী তা গোপ-গোপিনীদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যারা আত্ম-অভিমানী হয়েছে। এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দ্বিতীয় কাউকে নয়। এই রাজযোগ

একমাত্র বাবা শেখান, তিনিই হলেন গীতার ভগবান। সবাইকে এই বাবারই নিমন্ত্রণ বা ঈশ্বরীয় সংবাদ দিতে হবে, এছাড়া সব ব্যাপার হলো জ্ঞানের শৃঙ্গার। এই সব চিত্র হলো জ্ঞানের শৃঙ্গার, ভক্তির নয়। এটা বাবা বসে তৈরী করেছেন- মানুষকে বোঝানোর জন্য। এই চিত্র ইত্যাদি তো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বাকি এই জ্ঞান আত্মাতে থেকে যায়। বাবারও এই জ্ঞান আছে, ডামাতে স্থির হয়ে আছে।

তোমরা এখন ভক্তি মার্গে পাশ করে জ্ঞান মার্গে এসেছো। তোমরা জানো যে আমাদের আত্মাতে এই পার্ট আছে যেটা চলছে। স্থির হয়েই ছিলো যা আবার আমরা রাজযোগ শিখছি বাবার কাছ থেকে। বাবাকে এসেই এই নলেজ দেওয়ার ছিলো। আত্মাতে নির্ধারিত হয়ে আছে।

তোমরা এখন ভক্তি মার্গে পাশ করে জ্ঞান মার্গে এসেছো। তোমরা জানো, আমাদের আত্মাতে এই পার্ট নথিভুক্ত আছে, যা চলছে। নথিভুক্ত ছিলো, তাইতো আবার আমরা রাজযোগ শিখছি বাবার কাছ। বাবারই এসে এই নলেজ দেওয়ার ছিলো। আত্মাতে নথিভুক্ত হয়ে আছে। সেখানে গেলে আবার নূতন দুনিয়ার পার্ট রিপিট হবে। শুরু থেকে নিয়ে আত্মার সমস্ত রেকর্ডকে তোমরা বুঝতে পেরে গেছো। আবার এই সব বন্ধ হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গের পার্টও বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর তোমাদের যে অ্যাক্ট সত্যযুগে চলে ছিলো সেটাই চলবে। কি হবে, সেটা বাবা বলেন না। যা কিছু হয়েছিলো সেটাই হবে। বোঝা যায় যে সত্যযুগ হলো নূতন দুনিয়া। সেখানে অবশ্যই সব কিছু নূতন সত্যপ্রধান আর সম্ভা হবে, পূর্ব কল্পে যা হয়েছিলো সেটাই হবে। দেখলে মনেও হয় যে- এই লক্ষ্মী- নারায়ণের কতো সুখ। হীরে- জহরত ধন খুবই থাকে। ধন থাকলে সুখও থাকে। এখানে তোমরা তুলনা করতে পারো। ওখানে পারো না। এখানকার কথা ওখানে সব ভুলে যাবে। এটা হলো নূতন কথা যা একমাত্র বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান। আত্মাদের সেইখানে যেতে হবে যেখানে সমস্ত কার্যকলাপ থেমে যায়। হিসাব-নিকাশ চুকে যায়। রেকর্ড সম্পূর্ণ হয়। একটা রেকর্ডই অনেক বড়। তখন বলতে পারো আত্মাও তাহলে এতো বড় হওয়া উচিত। কিন্তু না। এতো ছোটো আত্মাতে ৮৪ জন্মের পার্ট আছে। আত্মাও হলো অবিনাশী। এটাকে শুধু বিস্ময়করই বলা যাবে। এর থেকে আশ্চর্য রকম আর কিছু হতে পারে না। বাবার ক্ষেত্রে তো বলে সত্যযুগ-ত্রৈতার সময় বিশ্রামে থাকেন তিনি। আমাদের তো অলরাউন্ডার পার্ট হয়। সব থেকে বেশী হলো আমাদের পার্ট। বাবা তেমন উত্তরাধিকারও বেশী দেন। বলেন, ৮৪ জন্মও তোমরাই নাও। আমাদের তো পার্ট এমনই যে আর কেউ সেটা করতে পারবে না। ওয়াল্ডারফুল ব্যাপার, তাই না ! এটাও বিস্ময়ের যে আত্মাদের বাবা বসে বোঝান। আত্মা মেল- ফিমেল হয় না। যখন শরীর ধারণ করে তখন মেল- ফিমেল বলা হয়। আত্মারা সকলে বাচ্চা হলে তো ভাই-ভাই হয়ে যায়। ভাই-ভাই হলো অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। আত্মা তো হলো বাবার বাচ্চা, তাই না ! বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে, সেইজন্য মেল-ই বলা হবে। সব আত্মাদের অধিকার আছে, বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করার। তার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স। আত্মা, হলোই আত্মা। সেটা কখনো পরিবর্তিত হয় না। এছাড়া শরীর কখনো মেল এর কখনো ফিমেল এর ধারণ করা হয়। এটা বেশ গোলমালে ব্যাপার বুঝতে পারার পক্ষে, (বাবা ছাড়া) আর কেউ শোনাতে পারে না। বাবার থেকে অথবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের থেকেই শুনতে পারা যায়। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদের সাথে কথা বলেন। আগে তো সকলের সাথে মিলতেন, সকলের সাথে কথা বলতেন। এখন এই রকম করতে করতে আর কারোর সাথে কথাই বলবেন না। সন্ শোজ ফাদার, তাই না ! বাচ্চাদেরকেই পড়াতে হবে। বাচ্চারা, তোমরাই অনেককে সার্ভিস করে নিয়ে আসতে পারো। বাবা বুঝতে পারেন এই বাচ্চা অনেককে নিজ সম বানিয়ে নিয়ে আসছে। এরা বড় রাজা হবে, এরা ছোটো রাজা হবে। তোমরা হলে আত্মা রূপী সেনা, যারা সবাইকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে নিজের মিশনে(সমিতিতে) নিয়ে আসো। যে যতো সার্ভিস করে ততই ফল প্রাপ্ত হয়। যারা বেশী ভক্তি করেছে তারাই বেশী সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যায় আর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নেয়। এটা হলো পড়াশুনা, ভালো করে পড়াশুনা না করলে ফল করে যাবে। পার্ট খুবই

সহজ।বুঝতে পারা আর বোঝাতে পারাও হলো সহজ। ডিফিকাল্টির কিছু নেই, কিন্তু রাজধানী স্থাপন হতে হবে, তাতে তো সব চাই ! পুরুষার্থ করতে হবে। তার দ্বারাই আমরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবো। মৃত্যুলোক থেকে ট্র্যান্সফার হয়ে অমরলোকে যেতে হবে। যতো পড়াশুনা করবে অমরপুরীতে ততোই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে।

বাবাকে ভালোবাসতেও হয়, কারণ উনি হলেন অত্যন্ত ভালোবাসার জিনিস । প্রেমের সাগরও তিনি, তোমাদের সকলের ভালোবাসা এক রকম (একরস) নয় । কেউ স্মরণ করে, কেউ করে না। কারোর বোঝানোর নেশাও থাকে ! এটা বড় টেমটেশন (অন্যকে বোঝানোর জন্য মন ছটফট করতে থাকে) । কেউ এলে তাকে বলতে হবে- এটা হলো ইউনিভার্সিটি। এটা হলো স্পিরিচুয়াল অধ্যয়ণ। এইরকম চিত্র আর কোনো স্কুলে দেখা যায় না। দিনে দিনে আরো চিত্র বেরোতে থাকবে। সে সব মানুষ দেখলেই বুঝে যাবে। সিঁড়ি হলো খুবই সুন্দর। কিন্তু দেবতা ধর্মের না হলে তবে সেটা বোধগম্য হবে না। যারা এই কুলের হবে তাদের তীর বিধবে। যারা আমাদের দেবতা ধর্মের পাতা হবে, তারাই আসবে। তোমাদের ফিল (অনুভব) হবে এ তো খুবই আগ্রহ নিয়ে শুনছে। কেউ তো এমনিই চলে যাবে। বাবা প্রত্যেক দিন নূতন-নূতন কথাও বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন । সার্ভিসের খুব বড় শখ থাকা চাই। যারা সার্ভিসে তৎপর থাকবে তারাই বাবার হৃদয়েও স্থান পাবে আর সিংহাসনেও বসতে পারবে। যত এগোবে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। সেই খুশীতে থাকবে তোমরা। দুনিয়াতে তো হাহাকার খুবই হবে। রক্তের নদীও বইবে। বাহাদুর বাচ্চারা যারা সার্ভিসে সদা তৎপর, তারা কখনও ক্ষুধায় মরবে না। কিন্তু এখানে তো তোমাদের বনবাসে (অতি সাধারণ ভাবে) থাকতে হবে। সুখও সেখানেই তোমাদের প্রাপ্ত হবে। কন্যাদেরও তো অত্যন্ত সাধারণ ভাবে রাখা হয়, তাই না (বনবাসের মতো) ! শ্বশুর বাড়ী গিয়ে শাড়ি গহনে পরে খুব সুসজ্জিত থাকুক। তোমরাও শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছ, তাই তোমাদেরও সেই নেশা থাকে। সেটা হলোই সুখধাম। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মালাতে গ্রন্থিত হওয়ার জন্যে দেহী-অভিমানী হয়ে তীর গতিতে স্মরণের যাত্রা করতে হবে। বাবার আদেশ অনুযায়ী চলে পবিত্র হতে হবে।

২) বাবার পরিচয় দিয়ে অনেককে নিজ সম বানানোর সার্ভিস করতে হবে। এখানে বনবাসে থাকতে হবে। অন্তিম হাহাকারের সীন দেখবার জন্যে মহাবীর হতে হবে।

বরদান:- প্রতিটি কর্মে ফলো ফাদার করে স্নেহের রেসপন্স দিতে সক্ষম তীর পুরুষার্থী ভব যার মধ্যে স্নেহ থাকে সে অটোম্যাটিক্যালি ফলো করতে পারে। সর্বদা স্মরণে থাকে যে এখন যে কর্ম করছি এটা ফলো ফাদার হলো তো ? যদি না হয় তো স্টপ করে দাও। বাবাকে কপি করে বাবার সমান হও। কপি করার জন্যে যেমন কার্বন পেপার রাখা হয়, সেইরকম অ্যাটেনশনের পেপার রাখো, তবে কপি হয়ে যাবে। কারণ এখনই তীর পুরুষার্থী হয়ে নিজেকে প্রত্যেকটি শক্তি দ্বারা সম্পন্ন করে তোলার সময়। যদি নিজে নিজেকে সম্পন্ন করতে না পারো তবে সহযোগিতা নাও। নইলে এর পরে টু লেট হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সন্তুষ্টতার ফল হলো প্রসন্নতা, প্রসন্ন চিত্ত হলে প্রশ্ন সমাপ্ত হয়ে যায়।

"পাস্ট, প্রেজেন্ট আর ফিউচারকে শ্রেষ্ঠ বানানোর বিধি"

আজ গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার আর গড্ ফাদার তাঁদের অতি মিষ্টি, অতি প্রিয় বাচ্চাদের হৃদয়ের আশীর্বাদের গ্রিটিংস দিচ্ছেন। বাপদাদা জানেন, প্রত্যেক হারানিধি বাচ্চা কতো শ্রেষ্ঠ, মহান আত্মা ! প্রত্যেক বাচ্চার মহত্ব-পবিত্রতা বাবার কাছে নম্বর অনুক্রমে পৌঁছাতে থাকে। আজকের দিনে সবাই নতুন বছর উদযাপন করতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বিশেষভাবে এসেছে। দুনিয়ার লোকে নিভে থাকা দীপ বা মোমবাতি জ্বালায়, তারা জ্বালিয়ে উদযাপন করে আর বাপদাদা অগণিত প্রদীপ্ত দীপকের সাথে নববর্ষ উদযাপন করছেন। যা নিভে গেছে তা' প্রজ্জ্বলিত করা যায় না আর প্রদীপ্ত করার পর তাকে আর নিভানো যায় না। এমন প্রায় লাখ খানেক প্রজ্জ্বলিত রুহানী জ্যোতির সংগঠনের এভাবে নববর্ষ উদযাপন করা - এটা বাবা আর তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ উদযাপন করতে পারে না। কতো সুন্দর ঝলমলে সব দীপকের আল্লিক সংগঠনের দৃশ্য ! সবার রুহানী জ্যোতি একভাবে, একরস দীপ্যমান। সবার মনে 'এক বাবা' - এই আন্তরিক একাগ্রতা অধ্যাত্ম দীপক গুলির ঔজ্জ্বল্য প্রদান করছে। এক সংসার, এক সঙ্কল্প, একরস স্থিতি - এটাই তোমাদের উদযাপন করতে হবে, এইরকম হয়ে এবং অন্যকে এইরকম বানাতে হবে। এই সময় বিদায় আর উৎসব দুইয়ের সঙ্গম। 'পুরাতনের বিদায় আর নতুনকে অভিনন্দন।' এই সঙ্গম সময়ে সবাই পৌঁছে গেছে, সেইজন্য পুরানো সঙ্কল্প আর সংস্কারের বিদায়েরও অভিনন্দন আর নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় ওড়ারও অভিনন্দন।

যা প্রেজেন্ট, তা' কিছু সময় পরে পাস্ট হয়ে যাবে। যে বছর চলছে, তা' ১২টার পরে পাস্ট হয়ে যাবে। এই সময়কে প্রেজেন্ট বলবে আর আগামী সময়কে ফিউচার (ভবিষ্যৎ) বলে। পাস্ট, প্রেজেন্ট আর ফিউচার - এই তিনেরই খেলা চলতে থাকে। এই তিন শব্দকে এই নতুন বছরে নতুন বিধিতে প্রয়োগ করো। কীভাবে ? পাস্টকে সদা পাস উইথ অনার হয়ে পাস করো। "পাস্ট ইজ পাস্ট" তো হতেই হবে, কিন্তু তোমরা কীভাবে পাস করবে ? তোমরা বলো না যে সময় পাস হয়ে গেছে, এই দৃশ্য পাস হয়ে গেছে, কিন্তু পাস উইথ অনার পাস করেছে ? অতীতকে অতীত করেছে, কিন্তু অতীতকে এমন শ্রেষ্ঠ বিধিতে গত হতে দিয়েছ যাতে অতীত স্মরণে আসার সাথে সাথে 'বাঃ ! বাঃ !' শব্দ হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে ? অতীতকে কি এমনভাবে গত হতে দিয়েছ যে তোমার অতীত স্টোরি থেকে অন্যেরা পাঠ পড়তে পারে ? তোমাদের উত্তীর্ণ-কাল যেন স্মারক-স্বরূপ হয়ে যায়, কীর্তন অর্থাৎ কীর্তি গাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন ভক্তিমার্গে তোমাদেরই কর্মের কীর্তন গাইতে থাকে। তোমাদের কর্মের কীর্তন দ্বারা অনেক আত্মার এখনও জীবন নির্বাহ হচ্ছে। এই নতুন বছরে প্রতিটা পাস্ট সঙ্কল্প এবং সময়কে এইভাবে বিধি দ্বারা পাস হতে দাও। বুঝেছ, কি করতে হবে ?

এখন প্রেজেন্টে (বর্তমান) এসো, প্রেজেন্টকে এমনভাবে প্র্যাকটিক্যালি আনো যাতে প্রতিটা প্রেজেন্ট মুহূর্ত এবং সঙ্কল্প দ্বারা তোমরা সব বিশেষ আত্মার থেকে সবার কোন না কোনও প্রেজেন্ট (উপহার) প্রাপ্ত হয়। সবচেয়ে বেশি খুশি কোন সময় হয় ? যখন তারা কারও থেকে প্রেজেন্ট (উপহার) পায়। তারা যতই অশান্ত, দুঃখী বা পীড়িত হোক না কেন, কিন্তু যখন কেউ ভালোবেসে প্রেজেন্ট দেয় তখন সেই মুহূর্তে খুশির তরঙ্গ ওঠে। লোক দেখানো প্রেজেন্ট নয়, হৃদয় থেকে দেওয়া প্রেজেন্ট। সবাই প্রেজেন্টকে (উপহার) সদা স্নেহের সূচক মনে করে। প্রেজেন্ট হিসেবে দেওয়া কোনকিছুর ভ্যালু হয় 'স্নেহে', 'বস্তু'র নয়। সুতরাং প্রেজেন্ট দেওয়ার বিধি দ্বারা বৃদ্ধি করতে থাকো। বুঝেছ ? সহজ নাকি কঠিন ? তোমার ভান্ডার তো

পরিপূর্ণ, নাকি প্রেজেন্ট দিতে দিতে তোমার ভান্ডার কম হয়ে যাবে ? স্টক জমা করেছে, করেছে না ? শুধু এক সেকেন্ডের স্নেহের দৃষ্টি, স্নেহের সহযোগ, স্নেহের ভাবনা, মিষ্টি বোল, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সাথে - এই সব প্রেজেন্টই অনেক । আজকাল, হয় তোমাদের নিজেদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আত্মাদের, অথবা তোমাদের ভক্ত আত্মাদের, অথবা তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসা আত্মাদের, বা পীড়িত আত্মাদের - সকলের এই প্রেজেন্টের আবশ্যিকতা আছে, অন্য প্রেজেন্টের নয় । এই সবকিছুর স্টক তোমাদের আছে, তাই না ? প্রতিটা প্রেজেন্ট (বর্তমান) মুহূর্তের দাতা হয়ে প্রেজেন্টকে পাস্টে পরিবর্তন করো, তবেই সর্বপ্রকারের আত্মারা হৃদয় থেকে তোমাদের কীর্তন গাইতে থাকবে । আচ্ছা ।

ফিউচারে তোমরা কী করবে ? সবাই তোমাদের জিজ্ঞাসা তো করে, পরিণামে ভবিষ্যৎ কী ? ফিউচারকে নিজেদের ফিচার্স দ্বারা প্রত্যক্ষ করাও । তোমাদের ফিচার্স যেন ফিউচারকে প্রকাশ করে । ফিউচার কি হবে ? ফিউচারে নয়ন কেমন হবে, ফিউচারের হাসি কেমন হবে, ফিউচারের সম্বন্ধ কিরকম হবে, ফিউচারের জীবন কিরকম হবে - তোমাদের ফিচার্সে এই সমস্ত বিষয় দৃশ্যগোচর হতে দাও । ফিউচারের সৃষ্টি তোমাদের দৃষ্টিতে যেন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয় । 'কি হবে' এই কোশ্চেন সমাপ্ত হোক আর তার পরিবর্তন হোক 'এইভাবে হবে' এই শব্দে । 'কীরকম' শব্দ 'এইরকম' শব্দে যেন বদলে যায় । ফিউচারেই দেবতা । দেবতাভাবের সংস্কার অর্থাৎ দাতাভাবের সংস্কার, দেবতাভাবের সংস্কার অর্থাৎ মুকুট, আসনধারী হওয়ার সংস্কার । যে-ই দেখবে, সে যেন তোমাদের মুকুট আর সিংহাসন অনুভব করতে পারে । কোন মুকুট ? সদা লাইট (হালকা) থাকার লাইটের (প্রকাশিত) মুকুট । আর সদা তোমাদের কর্মে, বোলে অধ্যাত্ম নেশা ও নিশ্চিত ভাবের চিহ্ন অনুভূত হোক । আসনধারীর লক্ষণই হলো 'নিশ্চিত' আর 'নেশা' । নিশ্চিত বিজয়ীর নেশা আর নিশ্চিত স্থিতি - এ হলো বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন আত্মার লক্ষণ । যে কেউই আসলে তারা যেন তোমাদের সিংহাসনাসীন এবং মুকুটধারী স্থিতির অনুভব করে, এটা ফিচার্স দ্বারা ফিউচারকে প্রত্যক্ষ করানো । এইভাবে নতুন বছর উদযাপন করো অর্থাৎ এইরকম হয়ে অন্যদেরও সেইরকম বানাও । বুঝেছ, নতুন বছরে কি করতে হবে তোমাদের ? তিন শব্দে মাস্টার ত্রিমূর্তি, মাস্টার ত্রিকালদশী এবং ত্রিলোকিনাথ হয়ে যাও । সবাই ভাবছে, এখন কী করতে হবে ? তোমাদের প্রতিটা পদক্ষেপে - হয় স্মরণের দ্বারা অথবা সেবার, প্রতি পদে এই তিন বিধিতে সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে থাকো ।

নতুন বছরের জন্য তোমাদের অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, তাই না ? ডবল বিদেশিদের তো ডবল উদ্যম, তাইতো ! নিউ-ইয়ার উদযাপনে কতো সাধন ব্যবহার করবে ? তারা বিনাশী সাধন ব্যবহার করে আর অল্পকালীন মনোরঞ্জন হয় । তারা এক মুহূর্তে জ্বালাবে, পরমুহূর্তে নিভিয়ে দেবে । কিন্তু বাপদাদা অবিনাশী বিধিতে অবিনাশী সিদ্ধি প্রাপ্তকারী বাচ্চাদের সাথে পালন করছেন । তোমরা কি করবে ? কেক কাটবে, মোমবাতি জ্বালাবে, গীত গাইবে আর করতালি দেবে । এটা খুব করো, করলেও কিন্তু বাপদাদা সদা অবিনাশী বাচ্চাদের অবিনাশী অভিনন্দন জানান এবং অবিনাশী বানানোর বিধি বলে দেন । সাকার দুনিয়ায় সাকারী উৎসব পালন করতে দেখে বাপদাদাও খুশি হন, কারণ এমন এক সুন্দর পরিবার যেখানে পরিবারের সংখ্যা লক্ষাধিক, প্রত্যেকে মুকুটধারী, সিংহাসনাসীন । এইরকম পরিবার সারা কল্পে একবারই মিলিত হয়, সেইজন্য খুব নাচো, গাও, মিষ্টি খাও । বাবা তো বাচ্চাদের দেখে, তাদের খুশির সুবাস নিয়েই খুশি হন । সবার মনে কোন গীত বাজে ? খুশির গীত বাজছে । সদা 'বাঃ ! বাঃ !' গীত গাও । "বাঃ বাবা ! বাঃ আমার ভাগ্য ! বাঃ আমার মিষ্টি পরিবার ! বাঃ শ্রেষ্ঠ যুগের আনন্দময় সময় !" সব কর্ম বাহ্ বাঃ ! বাঃ বাঃ-এর গীত গাইতে থাকো । বাপদাদা আজ মৃদু মৃদু হাসছিলেন - কোন কোন বাচ্চা 'বাহ্ !'-এর গীত গাওয়ার পরিবর্তে অন্য গীত গাইছিল । সেটাও আবার দুই শব্দের গীত, সেটা তোমরা জানো তারা কি গাইছিল ? এই বছর, সেই দুই শব্দের গীত গেও না । সেই দুই শব্দ হলো - 'হোয়াই' এবং 'আই' (কি এবং 'আমি'), প্রায়শঃই বাপদাদা যখন বাচ্চাদের টি.ভি. দেখেন তো বাচ্চারা 'বাহ্ বাহ্'-এর পরিবর্তে হোয়াই হোয়াই করে । সুতরাং হোয়াই-এর পরিবর্তে বলা 'বাঃ ! বাঃ !' এবং 'আমি'র পরিবর্তে 'বাবা'

'বাবা' 1 বুঝেছ ?

তোমরা যাই হও, আর যেমনই হও, তোমরা বাপদাদার প্রিয়, তবেই তো সবাই ভালোবেসে মিলনের জন্য ছুটে ছুটে আসো 1 অমৃতবেলায় সব বাচ্চা এই গীত গায় - 'প্রিয় বাবা', 'মিষ্টি বাবা' আর রিটার্ণে সদা বাপদাদা গান - 'প্রিয় বাচ্চারা, প্রিয় বাচ্চারা' 1 আচ্ছা 1 কার্যতঃ, এই বছর তো স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয় হওয়ার অনুভব করার পাঠ, তবুও বাচ্চাদের স্নেহের আহ্বান বাবাকেও স্বতন্ত্র দুনিয়া থেকে প্রিয় দুনিয়ায় নিয়ে আসে 1 আকারী বিধিতে এইসব দেখার আবশ্যিকতা নেই 1 আকার রূপে মিলনের বিধিতে একই সময়ে অসীম জগতের অনেক বাচ্চাকে অসীম মিলনের অনুভূতি করান 1 সাকারী বিধিতে তবুও সীমিত সময়ে আসতে হয় 1 সর্বোপরি বাচ্চাদের চাইই বা কি - মুরলী আর দৃষ্টি 1 বাবা যখন মুরলী বলেন, সেটাও তো মিলন 1 হয় তা' আলাদাভাবে বলুন, বা সবাইকে একসাথে বলুন, বলবেন তো একই বিষয় 1 যা সংগঠনে বলেন আলাদাভাবে সেটাই তো বলবেন 1 তবুও দেখ, প্রথম চান্স বিদেশিদের প্রাপ্ত হয়েছে 1 ভারতের বাচ্চারা ১৮ তারিখের (১৮ জানুয়ারির) জন্য অপেক্ষা করেছে আর তোমরা প্রথম চান্স নিচ্ছ 1 আচ্ছা 1 ৩৫-৩৬টা দেশ থেকে বাচ্চারা এসেছে 1 এটাও ৩৬ রকমের ভোগ, ৩৬-এর গায়ন আছে, তাই না ! তাহলে ৩৬ ভ্যারাইটি তো হয়েই গেল 1

বাপদাদা সব বাচ্চার সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে খুশি হন 1 তোমরা সবাই তন, মন, ধন, সময়, যে স্নেহ আর সাহস দ্বারা সেবাতে নিয়োজিত করেছ, বাপদাদা তার পদমণ্ডল (লক্ষ-কোটি) অভিনন্দন জানাচ্ছেন 1 এই সময় তোমরা বাবার সমুখেই হও বা আকার রূপে উপস্থিত হও, বাবা কিন্তু সেবায় একাগ্রতার সাথে মগ্ন থাকার জন্য অভিনন্দিত করছেন 1 তোমরা সহযোগী হয়েছ এবং অন্যদের সহযোগী বানিয়েছ 1 তাইতো সহযোগী হওয়ারও এবং সহযোগী বানানোর জন্য ডবল অভিনন্দন 1 কোন কোনও বাচ্চার সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনার সমাচার এবং সেইসঙ্গে নতুন বছরের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরা কার্ডের মালা বাপদাদার গলায় পরানো হয়েছে 1 যারাই কার্ড পাঠিয়েছে, কার্ডের রিটার্ণে বাপদাদা রিগার্ড আর লাভ প্রদান করেন 1 বাবা সব সমাচার শুনতে শুনতে উৎফুল্ল হন 1 হয় তোমরা গুপ্ত রূপে সেবা করেছ, অথবা প্রত্যক্ষ রূপে করেছ, বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর সেবায় সদাই সফলতা 1 স্নেহের সাথে রেজাল্ট - সহযোগী আত্মা হওয়া আর বাবার কার্যে কাছে আসা, এটাই সফলতার লক্ষণ 1 সহযোগী আজ সহযোগী, কাল যোগীও হয়ে যাবে 1

সুতরাং সহযোগী বানানোর যে সেবা চারিদিকে তোমরা সবাই করেছ, তার জন্য বাপদাদা 'অবিনাশী সফলতা স্বরূপ ভব' - এই বরদান দিচ্ছেন 1 আচ্ছা 1

যখন তোমাদের প্রজা, সহযোগী, সম্বন্ধী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে তখন বৃদ্ধি অনুযায়ী বিধিকেও তো পরিবর্তন করতে হবে, তাই না ! বৃদ্ধি হলেও তো তোমরা খুশি, তাই তো ? আচ্ছা 1

যারা সদা স্নেহী, সহযোগী হয়ে সবাইকে সহযোগী বানায়, সদা অভিনন্দন প্রাপ্ত হয়, সদা প্রতি সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্প সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বানায়, গায়নযোগ্য বানায়, সদা দাতা হয়ে সবাইকে স্নেহ আর সহযোগ দেয় - এইরকম শ্রেষ্ঠ, মহান ভাগ্যবান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সঙ্গমের গুড নাইট ও গুড মর্নিং 1

বিদেশ সেবায় উপস্থিত টিচারদের প্রতি - অব্যক্ত বাপদাদা :

নিমিত্ত সেবাধারী বাচ্চাদের বাপদাদা সদা 'সমান ভব' -এই বরদান দ্বারা অগ্রচালিত করতে থাকেন 1 বাপদাদা পাণ্ডব বা শক্তি সবাইকে, যারাই সেবার জন্য নিমিত্ত, তাদের সবাইকে বিশেষ পদ্মাপদম

ভাগ্যবান শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করেন। সেবার প্রত্যক্ষ ফল খুশি আর শক্তি, এই বিশেষ অনুভব তো তোমরা নিশ্চয়ই করো! এখন তোমরা নিজেরা যতটা শক্তিশালী লাইটহাউস, মাইটহাউস হয়ে সেবা করবে, ততই তাড়াতাড়ি প্রত্যক্ষতার পতাকা চারিদিকে উড়বে। প্রত্যেক নিমিত্ত সেবাধারীকে সেবায় সফলতার জন্য দুটো বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। একটা বিষয় হলো সদা সংস্কার মিলানোর ইউনিটির, সব জায়গা থেকে এই বিশেষত্ব যেন দেখা যায়। দ্বিতীয় হলো, সদা প্রত্যেক নিমিত্ত সেবাধারীকে নিজেকে প্রথমে এই দুই সার্টিফিকেট দিতে হবে - এক, 'একতা' দুই, 'সন্তুষ্টতা'। সংস্কার বিভিন্ন ধরনের হয়ই আর হবেও, কিন্তু সংস্কারের সংঘাত করবে নাকি সেটা এড়িয়ে নিজেকে সেফ রাখবে - সেটা তোমাদের নিজের উপরে নির্ভর করে। যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, কারও সংস্কার যদি সেইরকম হয়ই তাহলে তো অন্যের তালি দেওয়া উচিত নয় অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত নয়। সে বদলাবে বা বদলাবে না, কিন্তু তুমি তো বদলাতে পারো, তাই না! যদি প্রত্যেকে নিজেকে চেঞ্জ করে, অন্তর্লীন করার শক্তি ধারণ করো তাহলে অন্যের সংস্কারও অবশ্যই শীতল হয়ে যাবে। সুতরাং সদা পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহের ভাবনাতে, শ্রেষ্ঠত্বের ভাবনাতে সম্পর্কে এসো, কারণ নিমিত্ত সেবাধারী - বাবার ভাবমূর্তির দর্পণ। অতএব, তোমাদের যেটা প্র্যাকটিক্যাল জীবন সেটাই বাবার রূপ-দর্পণ হয়ে যায়, সেইজন্য সদা এমন জীবনের দর্পণ হও যাতে বাবা যেমন যে'রকম, সে'রকমই প্রতীয়মান হন। আর বাকি তো তোমরা পরিশ্রম ভালোই করো, তোমাদের মনোবলও ভালো আছে। সেবার বৃদ্ধিতেও তোমাদের উদ্যম-উৎসাহ প্রবল, সেইজন্য বিস্তার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেবা তো ভালো, এখন শুধু বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর জন্য তোমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের প্রমাণ প্রদর্শন করো। যাতে সবাই একই রকম বলে যে জ্ঞানের ধারণায় তোমরা এক, আবার সংস্কার মেলানোতেও নম্বর ওয়ান। এমনও নয় যে ইন্ডিয়ান টিচার আলাদা, ফরেনের টিচার আলাদা। সবাই এক। এটা তো শুধু তোমরা সেবার নিমিত্ত হয়েছে, স্থাপনের কার্যে সহযোগী হয়েছে, আর এখনও সহযোগ দিয়ে যাচ্ছ, সেইজন্য আপনা থেকেই সবকিছুতে তোমাদের বিশেষ ভূমিকা (পার্ট) পালন করতে হবে। কার্যতঃ, বাপদাদা এবং নিমিত্ত আত্মাদের কাছে বিদেশ থেকে আগত এবং এখানে থাকা টিচারদের (বিদেশি ও দেশিয়দের) মধ্যে কোনরকম পার্থক্য নেই। সেবার ক্ষেত্রে যেখানে যার বিশেষত্বের প্রয়োজন, সে যে কেউই হোক, সেখানে তার বিশেষত্বই ফলপ্রদ। এমনিতে পরস্পরকে রিগার্ড দেওয়া ব্রাহ্মণ কুলের মর্যাদা। স্নেহ নেওয়া আর রিগার্ড দেওয়া। বিশেষত্বকে মর্যাদা দেওয়া হয় নাকি ব্যক্তিকে! আচ্ছা।

বরদান:- প্রতিটা সেকেন্ড আর সঙ্কল্পকে অমূল্য রীতিতে ব্যয় করে অমূল্য রত্ন ভব সঙ্গমযুগের এক সেকেন্ডের ভ্যাল্যুও অনেক মহান। যেভাবে একের লক্ষগুণ হয়, সেই ভাবে যদি এক সেকেন্ডও ব্যর্থ যায় তাহলে লক্ষগুণ ব্যর্থ হয়ে যায়, সেইজন্য এতটাই অ্যাটেনশন যদি রাখ তাহলে সব অসাবধানতা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন তো কারও কোনকিছুর জন্য হিসেব নেই, কিন্তু অল্প সময় পরেই অনুশোচনা হবে, কারণ এই সময়ের ভ্যাল্যু অনেক। যে নিজের প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্প অমূল্য রীতিতে ব্যয় করে সেই অমূল্য রত্ন হয়।

স্লোগান:- যে সদা যোগযুক্ত থাকে সে সহযোগের অনুভব করতে করতে বিজয়ী হয়ে যায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - 'চ্যারিটি বিগিনিস এট হোম' অর্থাৎ প্রথমে নিজে আত্ম - অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করো, তারপর অন্যদের বলো, নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মাকে জ্ঞান দাও, তাহলে জ্ঞান তলোয়ারে ধার এসে যাবে"

- *প্রশ্ন:-** সঙ্গম যুগে কোন্ দুটি বিষয়ের পরিশ্রম করলে সত্যযুগী সিংহাসনের মালিক হতে পারবে ?
- *উত্তর:-** ১) দুঃখ - সুখ, নিন্দা - স্তুতিতে যাতে সমান স্থিতি থাকে -- তার জন্য পরিশ্রম করো । কেউ যদি কোনো উল্টোপাল্টা কথা বলে, ক্রোধ করে, তাহলে তোমরা চুপ করে যাও, কখনোই মুখের তালি (ঝগড়া) বাজিও না । ২) চোখের দৃষ্টিকে শুদ্ধ করো, ক্রিমিনাল দৃষ্টি যেন সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে যায়, আমরা আত্মারা হলাম ভাই - ভাই, আত্মা মনে করে জ্ঞান দাও, আত্মা - অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করো, তাহলে সত্যযুগী সিংহাসনের মালিক হয়ে যাবে । যারা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, তারাই সিংহাসনে আসীন হয় ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের সঙ্গে কথা বলছেন, তোমরা আত্মারা এই তৃতীয় নয়ন পেয়েছো, যাকে জ্ঞান নেত্রও বলা হয়, সেই নেত্রে তোমরা নিজের ভাইদের দেখো । তাই এক কথা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারো কি, যখন আমরা ভাই - ভাইকে দেখবো, তখন আমাদের কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হবে না । আর এই অভ্যাস করতে করতে দৃষ্টি যা ক্রিমিনাল ছিলো, তা সিভিল বা শুদ্ধ হয়ে যাবে । বাবা বলেন যে, বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পরিশ্রম তো করতেই হবে, তাই না । তাই এখন এই পরিশ্রম করো । এই পরিশ্রম করার জন্য বাবা নতুন নতুন গুহ্য পয়েন্টস তো শোনান, তাই না । তাই এখন নিজেদের ভাই - ভাই মনে করে জ্ঞান দানের অভ্যাস করতে হবে । তখন এই যে গায়ন হয় "আমরা সকলেই ভাই - ভাই" -- এই কথা প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে । তোমরা এখন প্রকৃত ভাই - ভাই, কেননা তোমরা বাবাকে জানো । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সঙ্গে এখন এই সেবা করছেন । সাহসী বাচ্চারা আর সাহায্যকারী বাবা । তাই বাবা এসে এই সেবা করার সাহস প্রদান করেন । তাহলে এ তো সহজ হলো, তাই না । তাই রোজ এই অভ্যাস করতে হবে, তোমাদের অলস হওয়া উচিত নয় । বাচ্চারা এই নতুন নতুন পয়েন্টস পায়, বাচ্চারা জানে যে, আমাদের মতো ভাই - ভাইদের বাবা পড়াচ্ছেন । আত্মারা পড়ে, এ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান, একে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলা হয় । এই সময়ই কেবল এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান আধ্যাত্মিক বাবার কাছ থেকে পাওয়া যায়, কেননা বাবা সঙ্গম যুগেই আসেন, সেই সময় এই সৃষ্টির পরিবর্তন হয়, যখন এই সৃষ্টির পরিবর্তন হয়, তখনই এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়া যায় । বাবা এসে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানই দান করেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মা অশরীরী এসেছিলো, এখানে এসে শরীর ধারণ করে । শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আত্মা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু নম্বর অনুসারে যে যেভাবে এসেছে, তারা তেমনই জ্ঞান - যোগের পরিশ্রম করবে । তারপর এও দেখা যায় যে, কল্প পূর্বে যে যেমন পুরুষার্থ করেছিলো, পরিশ্রম করেছিলো, তারা এখনো তেমনই পরিশ্রম করছে । নিজের জন্য এই পরিশ্রম করতেই হবে । অন্য কারোর জন্য তো আর করতে হয় না । তাই নিজেকেই আত্মা মনে করে নিজেই পরিশ্রম করতে হবে । অন্য কি করছে, তাতে আমাদের কি আসে যায় । 'চ্যারিটি বিগিনিস এট হোমের' অর্থ প্রথম - প্রথম নিজেকেই পরিশ্রম করতে হবে, পরে অন্য ভাইদের বলতে হবে । তোমরা যখন নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মাদের জ্ঞান দান করবে, তখনই তোমাদের জ্ঞান তলোয়ারে চমক আসবে । এতে পরিশ্রম তো আছে, তাই না । তাই তোমাদের অবশ্যই কিছু না কিছু সহ্য করতে হয় । এই সময় দুঃখ - সুখ, নিন্দা - স্তুতি, মান - অপমান এইসব অল্প - বেশী সহ্য করতে হয় । তাই যখনই কেউ উল্টোপাল্টা বলে, তখন চুপ করে যেতে হবে । যখন কেউ চুপ করে যায়, তখন পিছনে কে আর রাগ করবে । যখন কেউ তর্ক করে, অন্য কেউও যদি

তার সঙ্গে তর্ক করে, তখনই তখনই মুখের তালি বাজতে থাকে । যদি একজন মুখে তালি বাজালো কিন্তু অন্যজন শান্ত থাকলো, তখন পরিস্থিতি চূপ হয়ে গেলো । ব্যস্, এই কথাই বাবা শেখান । কখনো কাউকে যদি ক্রোধ করতে দেখো, তখন চূপ করে যাও, নিজে থেকেই তার ক্রোধ শান্ত হয়ে যাবে । পরের তালি আর বাজবে না । যদি তালির সঙ্গে তালি বাজে, তখনই সমস্যা হয়ে যায়, তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, কখনোই এই বিষয়ে তালি বাজিও না । না বিকারের তালি, না কামের, আর না ক্রোধের ।

বাচ্চাদের প্রত্যেকেরই কল্যাণ করতে হবে, এতো যে সেন্টার তৈরী হয়েছে তা কিসের জন্য ? পূর্ব কল্পেও তো এমন সেন্টার গুলি তৈরী হয়েছিলো । দেব এরও দেব বাবা দেখতে থাকেন যে, অনেক বাচ্চাদের এই শখ থাকে যে, বাবা সেন্টারস খুলবো । আমরা সেন্টার খুলবো, আমরাই খরচ করবো । তাই দিনে দিনে এমন হতে থাকবে, কেননা যতো বিনাশের দিন কাছে আসতে থাকবে ততই এইদিকের সেবার শখ বৃদ্ধি পেতে থাকবে । এখন বাপদাদা দুইই একত্রিত, তাই তাঁরা প্রত্যেককেই দেখেন যে, তারা কি পুরুষার্থ করছে ? এরা কি পদ পাবে ? কার পুরুষার্থ উত্তম, কার পুরুষার্থ মধ্যম, কার কনিষ্ঠ ? তা তো দেখছেন । টিচারও স্কুলে দেখে যে, কোন কোন ছাত্র কোন কোন বিষয়ে কম - বেশী হয় । তাই এখানেও এমনই । কোনো কোনো বাচ্চা খুব ভালোভাবে মনোযোগ দেয়, তখন নিজেকে উষ্ণ মনে করে । কখনো কখনো ভুল করে, স্মরণে থাকে না, তখন নিজেকে কম মনে করে । এ তো স্কুল, তাই না । বাচ্চারা বলে - বাবা, আমরা কখনো কখনো খুব খুশীতে থাকি, আবার কখনো কখনো খুশী কম হয়ে যায় । বাবা তাই এখন বোঝাতে থাকেন যে, যদি খুশীতে থাকতে চাও তাহলে 'মনমনাভব', নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকেও স্মরণ করো । সামনে পরমাত্মাকে দেখো, তিনি অকাল সিংহাসনে বিরাজ করছেন । এভাবে ভাইদেরও দেখো, নিজেকে আত্মা মনে করে ভাইদের সঙ্গে কথা বলো । আমি ভাইকে জ্ঞান দান করছি । বোন নয়, ভাই - ভাই । তোমরা আত্মাদের জ্ঞান দান করছো, এই অভ্যাস যখন তোমাদের হয়ে যাবে, তখন তোমাদের যে ক্রিমিনাল দৃষ্টি আছে, যা তোমাদের ধোকা দেয়, তা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে । আত্মা - আত্মার প্রতি কি করবে ? যখন দেহ - অভিমান এসে যায়, তখনই নেমে যায় । অনেকেই বলে - বাবা, আমার দৃষ্টি ক্রিমিনাল । আত্মা, ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে এখন শুদ্ধ দৃষ্টি বানাও । বাবা আত্মাদের তৃতীয় নয়ন দান করেছেন । এই তৃতীয় নেত্র দিয়ে দেখলে, তোমাদের দেহকে দেখার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে । বাবা তো বাচ্চাদের নির্দেশ দিতেই থাকেন, এনাকেও (ব্রহ্মা বাবা) এমনই বলে থাকেন । এই বাবাও দেহতে আত্মাকেই দেখবে । তাই একেই বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান । দেখো, তোমরা কতো উঁচু পদ পাও । খুব জোরদার পদ । তাই পুরুষার্থও এমনই করা উচিত । বাবাও বোঝাতে থাকেন, পূর্ব কল্পের মতোই সকলের পুরুষার্থ চলতে থাকবে । কেউ রাজা - রানী হবে, কেউ আবার প্রজাতে চলে যাবে । তাই এখানে বসে যখন যোগ করাও, তখন নিজেকে আত্মা মনে করে অন্যের ভ্রুকুটির মধ্যে আত্মাকেই যদি দেখতে থাকবে, তখন তার সেবা ভালো হবে । যারা দেহী - অভিমানী হয়ে বসে তারা আত্মাকেই দেখে । এর খুব অভ্যাস করো । আরে, উষ্ণ পদ পেতে হলে কিছু তো পরিশ্রম করতেই হবে, তাই না । তাই এখন আত্মাদের জন্য এই পরিশ্রম । এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান একবারই পাওয়া যায়, আর কখনোই তা মিলবে না । না কলিযুগে, না সত্যযুগে, কেবলমাত্র সঙ্গম যুগে, তাও ব্রাহ্মণদের । এ কথা দুটোভাবে মনে করে রাখো । যখন ব্রাহ্মণ হতে পারবে, তখনই দেবতা হতে পারবে । ব্রাহ্মণ না হতে পারলে কিভাবে দেবতা হবে ? এই সঙ্গম যুগেই তোমরা এই পরিশ্রম করো । আর কোনো সময়ই একথা বলবে না যে, নিজেকে আত্মা মনে করে এবং অন্যকেও আত্মা মনে করে এই জ্ঞান দাও । বাবা যা বোঝান তার উপর বিচার সাগর মন্বন করো । বিচার করে দেখো, এই কথা কি ঠিক, এ কি আমাদের লাভের কথা ? আমাদের অভ্যাস হয়ে যাবে যে, বাবার যে শিক্ষা তা ভাইদেরও দিতে হবে, ফিমেলদেরও যেমন দিতে হবে, তেমনই মেলদেরও দিতে হবে । আত্মাদেরই তো দিতে হবে । আত্মাই স্ত্রী এবং পুরুষ হয়েছে । ভাই - বোন হয়েছে ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের জ্ঞান প্রদান করি । আমি বাচ্চাদের দিকে, আত্মাদের দেখি, আর

আত্মারাও মনে করে যে, আমাদের পরমাত্মা, যিনি বাবা, তিনি জ্ঞান দান করেন, তাই এনাকে আত্মিক অভিমাত্রী হয়েছেন । একেই বলা হয় আত্মার পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের লেন - দেন । তাই এই বাবা শিক্ষা দেন, যখনই কেউ দেখা করতে আসবে, তখন নিজেকে আত্মা মনে করে, আত্মাদের বাবার পরিচয় দান করতে হবে আত্মার মধ্যে জ্ঞান আছে, শরীরের মধ্যে নেই । তাই তাকেও আত্মা মনে করে জ্ঞান দান করতে হবে । এতে তাদেরও ভালো লাগবে । যেন এ তোমাদের মুখের শক্তি । এই জ্ঞানের তলোয়ারে শক্তি ভরে যাবে, কেননা তোমরা তো দেহী অভিমাত্রী হও, তাই না । তাই এই অভ্যাসও করে দেখো । বাবা বলেন যে, তোমরা বিচার করো - এ ঠিক কি ? আর বাচ্চাদের জন্যও এ কোনো নতুন কথা নয়, কেননা বাবা খুব সহজ করেই বোঝান । তোমরা চক্র পরিক্রমা করেছো, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, এখন তোমরা বাবার স্মরণে থাকো । তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হও, তারপর এইভাবেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসো, দেখো, কতো সহজ করে বলে দেন । প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমাকে আসতে হয় । ড্রামার নিয়ম অনুসারে আমিও এতে আবদ্ধ । আমি এসে বাচ্চাদের খুব সহজ করে স্মরণের যাত্রা শেখাই । বাবার স্মরণে তোমাদের অন্ত মতি, তেমন গতি হয়ে যাবে, এ হলো এই সময়ের জন্য । এ হলো অন্তকাল । এখন এই সময় বাবা বসে যুক্তি বলে দেন যে, মামেকম স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে । বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, এই পড়া পড়ে আমরা এই হবো, অমুক হবো । এতেও এই আছে যে, আমরা নতুন দুনিয়াতে গিয়ে দেবী - দেবতা হবো । এ কোনো নতুন কথা নয়, বাবা প্রতি মুহূর্তে বলেন, কিছুই নতুন নয় । এ তো সিঁড়ির ওঠানামা, জিনের গল্প আছে না । তাকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার কাজ দেওয়া হয়েছিলো । এই নাটকই হলো উত্তরণ এবং অবতরণের । তোমরা স্মরণের যাত্রায় খুব দৃঢ় হয়ে যাবে তাই ভিন্ন - ভিন্ন প্রকারে বাবা বসে বাচ্চাদের শেখান যে, বাচ্চারা, এখন তোমরা দেহী অভিমাত্রী হও । এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে । তোমরা আত্মারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করে তমোপ্রধান হয়ে গেছো । ভারতবাসীরাই সতো, রজঃ এবং তমঃতে আসে । অন্য কোনো জাতিকে কখনোই বলা হবে না যে ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে । বাবা এসেই বলেছেন যে, নাটকে প্রত্যেকেরই পাট তার নিজের নিজের হয় । আত্মা কতো ছোটো । সায়েন্সের লোকেরা তো বুঝতেই পারবে না যে, এতো ছোটো আত্মার মধ্যে এতো অবিনাশী পাট ভরা আছে । এ হলো সবথেকে আশ্চর্যজনক কথা । আত্মা এতো ছোটো কিন্তু কতো অভিনয় করে । তাও অবিনাশী । এই ড্রামাও অবিনাশী আর তৈরী করা । এমন কেউই বলবে না যে, কবে তৈরী হয়েছে ? তা নয় । এ হলো প্রকৃতির নিয়ম । এই জ্ঞান খুবই আশ্চর্যের, কখনোই অন্য কেউ এই জ্ঞানের কথা বলতে পারে না । এমন কারোরই শক্তি নেই যে এই জ্ঞানের কথা বলতে পারবে ।

তাই এখন বাবা বাচ্চাদের দিনে দিনে বোঝাতে থাকেন । এখন তোমরা অভ্যাস করো যে, আমরা আমাদের আত্মা ভাইদের নিজের সমান বানানোর জন্য এই জ্ঞান দান করছি, তারাও যাতে বাবার উত্তরাধিকার পায়, কেননা এ হলো সব আত্মাদের অধিকার । বাবা আসেন সমস্ত আত্মাদের তাদের নিজের - নিজের সুখ - শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করতে । আমরা যখন রাজধানীতে থাকবো, তখন বাকি সবাই শান্তিধামে থাকবে । এরপরে জয় - জয়াকার হবে, এখানে সুখই সুখ হবে, বাবা তাই বলেন, তোমাদের পবিত্র হতে হবে তাই এই অভ্যাস করো । এমন মনে করো না যে, ব্যস, এই শুনলাম আর কান দিয়ে বের করে দিলাম । তা নয়, এই অভ্যাস ছাড়া তোমরা চলতে পারবে না । নিজেকে আত্মা মনে করো, আর তাও বসেআত্মা ভাই - ভাইদের বোঝাও । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের বোঝান, একে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান । আধ্যাত্মিক পিতাই এই জ্ঞান দান করেন । সন্তানরা যখন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক হয়ে যায়, একদম পবিত্র হয়ে যায়, তখন সত্যযুগী সিংহাসনের মালিক হয় । যারা পবিত্র হতে পারবে না, তারা মালাতেও আসতে পারবে না । মালারও তো কোনো অর্থ থাকবে, তাই না । মালার রহস্য দ্বিতীয় আর কেউই জানে না । মালাকে কেন জপ করা হয় ? কেননা বাবাকে অনেক সাহায্য করেছে, তাই কেন তাদের জপ করা হবে না ? তোমাদের জপও করা হয়, আবার পূজোও করা

হয়, আর তোমাদের শরীরেরও পূজা করা হয় । আর আমার তো কেবল আত্মার পূজা হয় । দেখো, তোমাদের তো ডবল পূজা করা হয়, আমার থেকেও বেশী । তোমরা যখন দেবতা হও, সেই দেবতাদেরও পূজা করা হয়, তাই পূজাতেও তোমরা এগিয়ে, স্মরণেও তোমরা এগিয়ে, আর বাদশাহীতেও তোমরা এগিয়ে । দেখো, আমি তোমাদের কতো উঁচু বানাই । তাই যেমন বাধ্য বাধ্য হয়, তাদের প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকে, তাদের কোলে, মাথায় তুলে রাখা হয় । বাবা তাদের মাথায় করে বসিয়ে রাখেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) গায়ন আর পূজন যোগ্য হওয়ার জন্য আধ্যাত্মিক হতে হবে, আত্মাকে পবিত্র করতে হবে । আত্মা - অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে ।

২) "মনমনাভব"র অভ্যাসের দ্বারা অপার খুশীতে থাকতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মার সঙ্গে কথা বলতে হবে, দৃষ্টিকে শুদ্ধ করতে হবে ।

বরদানঃ:- সদাকালের মনোযোগের দ্বারা বিজয় মালায় গ্রথিত হয়ে অনেক সময়ের বিজয়ী ভব অনেক সময়ের বিজয়ী, বিজয় মালার মণি তৈরী হয় । বিজয়ী হওয়ার জন্য সদা বাবাকে সামনে রাখো, যা বাবা করেছেন, তাই আমাদের করতে হবে । প্রতি পদে যা বাবার সঙ্কল্প, তাই বাচ্চাদের সঙ্কল্প, যা বাবার বাণী, তাই বাচ্চাদের বাণী -- তখনই বিজয়ী হতে পারবে । এই মনোযোগ সদাকালের জন্য চাই, তখনই সদাকালের রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত হবে, কেননা যেমন পুরুষার্থ তেমনই প্রালব্ধ । সদা কালের পুরুষার্থ যদি থাকে তাহলে সদাকালের রাজ্য - ভাগ্য থাকবে ।

স্লোগানঃ:- সেবাতে সদা 'জি হজুর' (যথা আন্তঃ) করা - এটাই হলো প্রেমের প্রকৃত প্রমাণ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গম যুগে তোমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হয়েছো, তোমাদের এখন মৃত্যুলোকের মনুষ্য থেকে অমরলোকের দেবতা হতে হবে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা কোন্ জ্ঞানকে বোঝার কারণে অসীম জগতের সন্ধ্যাস নাও ?

*উত্তর:- তোমাদের এই ড্রামার যথার্থ জ্ঞান আছে, তোমরা জানো যে, ড্রামা অনুসারে এখন এই সম্পূর্ণ মৃত্যুলোককে ভস্মীভূত হতে হবে । এখন এই দুনিয়া পাই পয়সার হয়ে গেছে, আমাদের তাকে অনেক মূল্যবান করতে হবে । এখানে যা কিছুই হয়, তা হুবহু পরের কল্পে রিপিট হবে, তাই তোমরা এই সম্পূর্ণ দুনিয়া থেকে অসীম জগতের সন্ধ্যাস করেছো ।

*গীত:- আগামী দিনের তোমরা হলে এমন চিত্র, গর্ব করবে দুনিয়া এমন তোমাদের ভাগ্য.....

ওম শান্তি । বাচ্চারা গানের লাইন শুনেছে । আগামী দিন হলো অমরলোক । এ হলো মৃত্যুলোক । অমরলোক আর মৃত্যুলোকের এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । বাবা সঙ্গম যুগেই পড়ান, তিনি আত্মাদের পড়ান, তাই তিনি বাচ্চাদের বলেন - তোমরা আত্মা অভিমানী হয়ে বসো । তোমাদের একথা নিশ্চিত করতে হবে যে - অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান । আমাদের এইম অবজেক্ট এই হলো - লক্ষ্মী - নারায়ণ বা মৃত্যুলোকের মনুষ্য থেকে অমরলোকের দেবতা হওয়া । এমন পড়া তো কখনো কানেই শোনো নি, না কাউকে বলতে দেখেছো যে - বাচ্চারা, তোমরা আত্মা - অভিমানী হয়ে বসো । একথা নিশ্চিত করো যে, অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান । কোন পিতা ? অসীম জগতের বাবা নিরাকার শিব । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি । এখন তোমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হয়েছো, এরপর তোমাদের দেবতা হতে হবে । প্রথমে তোমরা শূদ্র সম্প্রদায়ের ছিলে । বাবা এসে তোমাদের পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির বানান । প্রথমে তোমরা সতোপ্রধান পরশ পাথর বুদ্ধির ছিলে, এখন আবার তেমন হচ্ছে । এমন বলা উচিত নয় যে, তোমরা সত্যযুগের মালিক ছিলে । তোমরা সত্যযুগে বিশ্বের মালিক ছিলে । তারপর ৮৪ জন্মগ্রহণ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সতোপ্রধান থেকে সতো, রজঃ, তমঃতে এসেছো । প্রথমে তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, তাই তোমাদের পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি ছিলো, তারপর আত্মার মধ্যে খাদ জমা হয় । মানুষ কিছুই বোঝে না । বাবা বলেন - তোমরা কিছুই জানতে না । তোমাদের অন্ধ বিশ্বাস ছিলো । না জেনে কারোর পূজা করা বা স্মরণ করা, একে অন্ধবিশ্বাস বলা হয় । আর নিজের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ কর্মকে ভুলে যাওয়ার কারণে কর্মভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যায় । ভারতবাসী এই সময় দৈবী ধর্ম থেকেও ভ্রষ্ট । বাবা বোঝান যে - বাস্তবে তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের । সেই দেবতারাই যখন অপবিত্র হন, তখন তাঁদের দেবী - দেবতা বলা যায় না, তাই নাম পরিবর্তন করে হিন্দু ধর্ম রেখে দিয়েছে । তাও ড্রামার নিয়ম অনুসারেই হয় । সবাই এক বাবাকেই ডাকে - হে পতিত পাবন, এসো । তিনিই হলেন এক গড ফাদার, যিনি জন্ম - মৃত্যু রহিত । এমন নয় যে, নাম - রূপ থেকে পৃথক কোনো জিনিস আছে । আত্মা বা পরমাত্মার রূপ খুবই সূক্ষ্ম, যাকে স্টার বা বিন্দু বলা হয় । মানুষ শিবের পূজা করে, কিন্তু তাঁর তো কোনো শরীর নেই । এখন বিন্দু আত্মার তো কোনো পূজা হতে পারে না, তাই তাঁকে পূজা করার জন্য বড় বানানো হয় । মানুষ মনে করে, মানুষ শিবের পূজা করছে, কিন্তু তাঁর রূপ কি, তা জানে না । এইসব কথা বাবা এখন এসেই বুঝিয়ে বলেন । বাবা বলেন যে, তোমরা তোমাদের জন্মকে জানো না । ৮৪ লাখ যোনির তো এক গল্প বানিয়ে দিয়েছে । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের বসে বোঝান । তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, এরপর তোমাদের দেবতা হতে হবে । কলিযুগী মনুষ্য হলো শূদ্র । তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের এইম অবজেক্ট হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়া ।

এই মৃত্যুলোক হলো পতিত দুনিয়া । সেই দুনিয়া ছিলো নতুন দুনিয়া, যেখানে দেবী - দেবতারা রাজত্ব করতেন । তাঁদের একই রাজ্য ছিলো । এঁরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন । এখন তো তমোপ্রধান দুনিয়া । এখানে অনেক ধর্ম । সেই দেবী - দেবতা ধর্ম এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে । দেবী - দেবতাদের রাজ্য কবে ছিলো, কতো সময় চলেছিলো, এই পৃথিবীর সেই হিস্টি - জিওগ্রাফি কেউই জানে না । বাবা এসেই তোমাদের বোঝান । এ হলো গড ফাদারলি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, যার এইম অবজেক্ট হলো অমরলোকের দেবতা তৈরী করা । একে অমর কথাও বলা হয় । তোমরা এই জ্ঞানের দ্বারা দেবতা হয়ে কালের উপর জয়লাভ করো । ওখানে কখনোই কাল গ্রাস করতে পারে না । ওখানে মৃত্যুর কোনো নাম নেই । এখন তোমরা ড্রামার নিয়ম অনুসারে কালের উপর জয়লাভ করছো । ভারতবাসীরাও তো পাঁচ বছর বা দশ বছরের প্ল্যান তৈরী করে, তাই না । তারা মনে করে আমরা রামরাজ্য স্থাপন করছি । অসীম জগতের পিতারও এই রামরাজ্য স্থাপনের প্ল্যান রয়েছে । ওরা তো সব হলো মনুষ্য । মানুষ তো আর রামরাজ্য স্থাপন করতে পারে না । রামরাজ্য সত্যযুগকেই বলা হয় । এই কথা কেউই জানে না । মানুষ কতো ভক্তি করে, শরীরের যাত্রা করে । দিন অর্থাৎ সত্য এবং ত্রেতাযুগে এই দেবতাদের রাজ্য ছিলো । তারপর রাতে ভক্তিমার্গ শুরু হয় । সত্যযুগে ভক্তি থাকে না । জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য -- একথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । বৈরাগ্য হলো দুই প্রকারের - এক হলো হঠযোগী নিবৃত্তি মার্গদের, ওরা ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায় । তোমাদের এখন তো অসীম জগতের সন্ধ্যাস করতে হবে, সম্পূর্ণ মৃত্যুলোকের । বাবা বলেন যে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়া ভস্মীভূত হয়ে যাবে । এই ড্রামাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । উঁকুনের মতো ধীরে ধীরে টিক - টিক হতেই থাকে । যা কিছুই হচ্ছে, তা আবার কল্প পাঁচ হাজার বছর পরে হুবহু রিপিট হবে । একে খুব ভালোভাবে বুঝে অসীম জগতের সন্ধ্যাস করতে হবে । মনে করো, কেউ যদি বিলেতে যায়, তখন বলবে ওখানে আমরা এই জ্ঞান পড়তে পারবো ? বাবা বলেন - হ্যাঁ, যেখানে খুশী বসে তোমরা পড়তে পারো । এতে প্রথমে সাত দিনের কোর্স করতে হয় । এ খুবই সহজ, আত্মাকে কেবল এইকথা বুঝতে হয় । আমরা যখন এই সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক ছিলাম, তখন আমরা সতোপ্রধান ছিলাম । এখন আমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছি । ৮৪ জন্মে সম্পূর্ণ পাই পয়সার হয়ে গেছি । এখন আমরা পাউন্ড (মূল্যবান) কিভাবে হবো ? এখন কলিযুগ, এরপর অবশ্যই সত্যযুগ হতে হবে, বাবা কতো সহজভাবে বোঝান, তোমাদের সাত দিনের কোর্স বুঝতে হবে । আমরা কিভাবে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছি । কাম চিতায় বসে তমোপ্রধান হয়ে গেছি । এখন আবার জ্ঞান চিতায় বসে সতোপ্রধান হতে হবে । এই পৃথিবীর হিস্টি - জিওগ্রাফি রিপিট হয়, এই চক্র ঘুরতেই থাকে, তাই না । এখন হলো সঙ্গম যুগ, এরপর হবে সত্যযুগ । এখন আমরা কলিযুগের বিকারী হয়েছি । তাহলে এখন আবার সত্যযুগী নির্বিকারী কিভাবে হবো ? এরজন্য বাবা পথ বলে দেন । মানুষ ডাকতেও থাকে যে - আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই । এখন আমাদের এমন গুণবান বানাও । যারা পূর্ব কল্পে হয়েছিলো, তাদেরই আবার হতে হবে । বাবা বোঝান যে - প্রথম প্রথম নিজেকে তো আত্মা মনে করো । আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । তোমাদের এখন দেহী অভিমানী হতে হবে । তোমরা এখনই দেহী অভিমানী হওয়ার শিক্ষা পাও এমন নয় যে, তোমরা সর্বদা দেহী অভিমানী থাকবে । তা নয়, সত্যযুগে তো শরীরের নাম থাকে । লক্ষ্মী - নারায়ণের নামেই সমস্ত কারবার চলে । এখন এ হলো সঙ্গম যুগ, যখন বাবা এসে বোঝান । তোমরা অশরীরী এসেছিলে, আবার অশরীরী হয়েই ফিরে যেতে হবে । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । এ হলো আধ্যাত্মিক যাত্রা । আত্মা তার আধ্যাত্মিক পিতাকে স্মরণ করে । বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে, একে যোগ অগ্নি বলা হয় । এই স্মরণ তো তোমরা যেখানে খুশী করতে পারো । তোমাদের সাত দিনে বুঝতে হয় । এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘোরে, কিভাবে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামি ? এরপর এই এক জন্মেই আমাদের উত্তরণের কলা হয় বিলেতে বাচ্চারা থাকে, ওখানেও মুরলী যায় । এ তো স্কুল, তাই না । বাস্তবে এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি । এ হলো গীতার রাজযোগ ।

কিন্তু কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলা হয় না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকেও দেবতা বলা হয়। এখন তোমরা পুরুষার্থ করে

এরকমই দেবতা হও। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো এখানেই থাকবে, তাই না! প্রজাপিতা তো মানুষ, তাই না! প্রজার রচনা অবশ্যই এখানে হয়ে থাকে। 'হম্ সো' (আমরা মানব থেকে দেবতা হই) - এই শব্দের অর্থ বাবা অতি সহজভাবে বুঝিয়েছেন। ভক্তিমার্গে তো বলে থাকে যে, আমরাই আত্মা তথা পরমাত্মা, সে'জন্য পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে থাকে। বাবা বলেন -- সর্বব্যাপী হলো আত্মা। আমি কিভাবে সর্বব্যাপী হবো? তোমরা আমায় আহ্বানও করো -- হে পতিত-পাবন এসো, আমাদের পবিত্র করো। সমস্ত নিরাকার আত্মারা এসে আপন-আপন রথ(শরীর) ধারণ করে। এটা হলো প্রত্যেক অকাল-মূর্তি আত্মার আসন। আসন বলা অথবা রথ বলা। বাবার তো কোনো রথ থাকে না। নিরাকার-রূপেই তাঁর গায়ন করা হয়ে থাকে। না সূক্ষ্ম শরীর আছে, না স্থূল শরীর আছে। নিরাকার স্বয়ং রথে যখন বসেন তখন বলতে পারে। রথ ব্যতীত পতিতকে পবিত্র কিভাবে করবে? বাবা বলেন -- আমি নিরাকার এসে এঁনার লোন নিই। টেম্পারারিভাবে লোন নিয়েছি, এঁনাকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়। বাচ্চারা, বাবা-ই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী করে দেন। আর কোনো মানুষ এই জ্ঞানকে জানতে পারে না। এইসময় সকলেই নাস্তিক। বাবা এসে আস্তিক করে দেন। রচয়িতা-রচনার রহস্য বাবা তোমাদের বলেছেন। এখন তোমরা ব্যতীত আর কেউ বোঝাতে পারে না। তোমরাই এই জ্ঞানের দ্বারা পুনরায় এত উচ্চপদ প্রাপ্ত করো। এই জ্ঞান এখনই কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই পাও। বাবা সঙ্গমেই এসে এই জ্ঞান প্রদান করেন। সঙ্গতি প্রদান করেন একমাত্র বাবা-ই। মানুষ মানুষকে সঙ্গতি প্রদান করতে পারে না। ওইসকল গুরুরা হলো ভক্তিমার্গের। সদ্ধুরু একজনই আছে, ওঁনাকে বলা হয় বাঃ সতগুরু বাঃ! একে পাঠশালাও বলা হয়ে থাকে। এইম অবজেক্ট হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। ওসব হলো ভক্তিমার্গের কাহিনী। গীতার থেকেও কোনো প্রাপ্তি হয় না। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের সম্মুখে এসে পড়াই, যার ফলস্বরূপ তোমরা এই পদ প্রাপ্ত করো। এখানে মুখ্য কথাই হলো পবিত্র হওয়ার। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। এতেই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো নিজের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। এইসমস্ত জ্ঞান বাচ্চাদের কাছেই যায়। কখনোই যেন মুরলী মিস্ না হয়। মুরলী মিস্ হওয়া অর্থাৎ অ্যাবসেন্ট হয়ে যাওয়া। মুরলীর দ্বারা যেকোনো কোথাও বসে রিফ্রেশ হতে থাকবে। শ্রীমতে চলতে হবে। বাইরে গেলে বাবা বোঝান যে -- পবিত্র অবশ্যই হতে হবে, বৈষ্ণব হয়ে থাকতে হবে। বৈষ্ণবও দুইপ্রকারের হয়, বৈষ্ণব, বল্লভাচারীও হয় কিন্তু তারা বিকার যায়। পবিত্র তো হয়না। তোমরা পবিত্র হয়ে বিষ্ণুবংশীয় হও। ওখানে তোমরা বৈষ্ণব হবে, বিকারে যাবে না। ওটা হলো অমরলোক, এটা হলো মৃত্যুলোক, এখানে বিকারে যায়। এখন তোমরা বিষ্ণুপুরীতে যাও। ওখানে বিকার থাকে না। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের রাজস্ব নাও। ওরা দুইপক্ষ পরস্পর লড়াই করে, আর মাঝখানে মাখন তোমরা প্রাপ্ত করো। তোমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করো। সকলকে এই সমাচারই দিতে হবে। ছোট বাচ্চাদেরও অধিকার রয়েছে। শিববাবার সন্তান তো, তাই না! তাই সকলের অধিকার রয়েছে। সকলকে বলতে হবে নিজেকে আত্মা মনে করো। মাতা-পিতার মধ্যে জ্ঞান থাকলে তারা বাচ্চাদেরকেও শেখাবে যে -- শিববাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা ব্যতীত আর কেউ নয়। একের স্মরণেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এখানে অধ্যয়ন অত্যন্ত ভালভাবে করা চাই। বিদেশে থাকলেও তোমরা পড়তে পারো। এখানে বইপত্রাদি কিছুই চাই না। যেকোন কোথাও বসে তোমরা পড়তে পারো। বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে পারো। এই পড়া এত সহজ। যোগ অথবা স্মরণে বল প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। বাবা রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র বানিয়ে দেন। ওটা হলো হঠযোগ, আর এটা হলো রাজযোগ। এখানে অতি ভালভাবে সংযম করা উচিত। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন সর্বগুণসম্পন্ন হতে হবে, তাই না! ভোজনাতির উপরেও সংযম রাখা উচিত আর দ্বিতীয় কথা হলো বাবাকে স্মরণ করা তবেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ খন্ডিত হয়ে যাবে। একেই বলা হয় সহজ রাজযোগ, রাজস্ব প্রাপ্ত করার জন্য। যদি রাজস্ব না নাও তাহলে গরীব হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ শ্রীমতানুসারে চলে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। তার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কল্প-পূর্বেও তোমরাই এই জ্ঞান গ্রহণ করেছিলে, এখন তাই পুনরায় গ্রহণ করছো। সত্যযুগে আর কোনো রাজ্য ছিল না। তাকে বলা হয় সুখধাম। এখন এ হলো দুঃখধাম আর

যেখান থেকে আমরা অর্থাৎ আত্মারা এসেছি তা হলো শান্তিধাম। শিববাবাও আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান যে -- দুনিয়ায় মানুষ কি-কি করে! সন্তানের জন্ম নিয়ন্ত্রিত হোক তারজন্য কত মাথা কুটতে থাকে। তারা বোঝে না যে, এ তো বাবার-ই কাজ। বাবা মুহূর্তে এক ধর্ম স্থাপন করে, এক ধাক্কায় বাকি সব অন্যান্য ধর্মের বিনাশ করে দেন। ওরা (লৌকিকে) কত ওষুধপত্রাদি বের করে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য। বাবার কাছে তো একটিই ওষুধ আছে। এক ধর্মের স্থাপনা হবে। সেইসময় আসবে যখন সকলেই বলবে যে এরা তো পবিত্র হচ্ছে। তবে আবার ওষুধপত্রাদিরও আর কি প্রয়োজন। তোমাদের বাবা "মন্মনাভব"-র এমন ওষুধ দিয়েছেন যার ফলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য পবিত্র হয়ে যাও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পবিত্র হয়ে সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব হতে হবে। ভোজন-পানাদির উপরেও সম্পূর্ণরূপে সংযম রাখতে হবে। শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য অবশ্যই শ্রীমতানুসারে চলতে হবে।

২) মুরলীর দ্বারা নিজেকে রিফ্রেশ করতে হবে, অন্য কোথাও থাকলেও সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। মুরলী একদিনও মিস করবে না।

বরদানঃ- বিচ্ছেদকে সদাকালের জন্য বিদায় দানকারী স্নেহী-স্বরূপ ভব যা স্নেহীর পছন্দ তাই-ই যেন যে স্নেহ করে তার পছন্দ হয় -- এটাই হলো স্নেহের স্বরূপ। চলা-ফেরা, ভোজন-পানাদি, জীবন যাপন যেন স্নেহীর মনের মতন হয়। তারজন্য যেকোনো সঙ্কল্প বা কর্মই করো তখন প্রথমেই ভাবো যে এটা বাবার মনের মতন? এরকমভাবে সত্যিকারের স্নেহী হও, তবেই নিরন্তরযোগী, সহজযোগী হতে পারবে। যদি স্নেহী-স্বরূপকে সমান স্বরূপে পরিবর্তন করে দাও, তাহলে অমর ভব-র বরদান প্রাপ্ত হবে আর সদাকালের জন্য বিচ্ছেদের বিদায় হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- স্বভাব ইজি (সরল) আর পুরুষার্থ অ্যাটেনশন যুক্ত করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা — সঙ্গম যুগে তোমরা সত্য পিতার কাছ থেকে সত্য উত্তরাধিকার গ্রহণ করছ, সেইজন্য কখনোই তোমাদের মিথ্যা বলা উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদের নির্বিকারী হওয়ার জন্য কোন পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করতে হবে?

*উত্তরঃ - তোমাদের অবশ্যই দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। ভ্রুকুটির মাঝখানে আত্মাকে দেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মার সাথে কথা বলতে হবে, এবং আত্মা মনে করে শুনতে হবে। তোমাদের দৃষ্টি যেন দেহের উপর না পড়ে এটাই প্রধান পুরুষার্থ আর এতেই বিঘ্ন আসে। যতটা সম্ভব এটাই অভ্যাস কর — "আমি আত্মা, আমি আত্মা"

*গীতঃ- — ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি । মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরছে। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো আমরা বাবার কাছ থেকে যা কিছু জেনেছি, বাবা যে পথ বলে দিয়েছেন তা দুনিয়ার আর কেউ জানেনা। নিজেই পূজ্য, নিজেই পূজারীর অর্থও তোমাদের বুঝিয়েছেন । যে পূজনীয়রা বিশ্বের মালিক ছিল, তারাই আবার পূজারী হয়। পরমাত্মার জন্য একথা বলা হয় না। এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে একথা তো সত্য। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বাবাই এসে শোনান আর কাউকেই জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। এই মহিমা শ্রী কৃষ্ণের জন্যও করা হয় না। কৃষ্ণ নাম তো শরীরের, সে তো শরীরধারী, তার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকতে পারে না। এখন তোমরা বুঝেছ, কৃষ্ণের আত্মাও জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। অতি চমকপ্রদ বিষয়, বাবা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। এমন অনেক সাধু-সন্ত আছে যারা ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের হঠযোগ ইত্যাদি শিখিয়ে থাকে। ওসবই হলো ভক্তি মার্গের কথা। সত্যযুগে তোমরা কোনো পূজা করো না। ওখানে তোমরা পূজারী হও না। সত্যযুগের জন্য বলাই হয় — পূজ্য দেবী-দেবতা ছিল, এখন নেই। ওরাই পূজ্য থেকে এখন পূজারী হয়েছে। বাবা বলেন এও তো (ব্রহ্মা বাবা) পূজা করত, তাইনা। সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন পূজারী। নতুন দুনিয়াতে একটাই পূজ্য দেবী-দেবতা ধর্ম। বাচ্চাদের স্মৃতিতে এসেছে পূর্বের মতোই ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এসবই সত্য। এটাই প্রকৃতপক্ষে গীতা পর্ব। শুধুমাত্র গীতায় নাম বদলে দেওয়া হয়েছে, যা সবাইকে বোঝানোর জন্য তোমরা পরিশ্রম করে চলেছ। ২৫০০ বছর ধরে ওরা গীতা কৃষ্ণ দ্বারা বলা হয়েছে, এটাই বুঝেছে। এখন এই একটা জন্মে বুঝতে সময় তো লাগবে যে গীতার কথা বলেছেন নিরাকার ভগবান। ভক্তি মার্গের কথাও বুঝিয়েছেন, কত লম্বা এবং জটিল এই ভক্তির গাছ। তোমরা লিখতে পার বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যে বাচ্চাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় তারা নিশ্চিতরূপে বোঝাতেও পারে। নিশ্চয় না থাকলে নিজেই মুষড়ে পড়ে বলবে — কিভাবে বোঝাব, যদি কোনো হাঙ্গামা হয়! নির্ভীক তো এখনও হয়ে ওঠেনি না ! নির্ভীক তখনই হবে যখন সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী হতে পারবে। ভয় তো পায় ভক্তি মার্গে, তোমরা সবাই হয়ে উঠছ মহাবীর। দুনিয়াতে তো কেউ জানেই না যে মায়ার উপর কিভাবে জয়লাভ করা যায়। বাচ্চারা, তোমাদের এখন স্মৃতিতে এসেছে, পূর্বেও বাবা বলেছিলেন "মন্বনাভব" । পতিত-পাবন বাবাই এসে এ বিষয়ে বোঝান, যদিও গীতাতে শব্দটি আছে কিন্তু কেউ বোঝেনি। বাবা বলেন — বাচ্চারা দেহী-অভিমানী ভব। গীতায় তো আছে না - আটায় লবণ মেশানোর দৃষ্টান্ত। প্রতিটি বিষয়েই বাবা তোমাদের বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন। নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী (নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয় প্রাপ্ত করে) ।

তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে চলেছ। বাবা বলেন ঘর-পরিবারে অবশ্যই থাকতে হবে। সবারই এখানে এসে বসার (মধুবন) প্রয়োজন নেই। সার্ভিস করতে হবে, সেন্টার খুলতে হবে। তোমরা হলে স্যালভেশন সেনা(মুক্তি সেনা দল), ঈশ্বরীয় মিশন (দূত) । প্রথমে শূদ্র মায়াবী মিশনের ছিলে, এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মিশনের হয়েছ। তোমরা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সত্যযুগে কী মহিমা আছে ? রাজা যেভাবে শাসন করে তারাও সেভাবেই শাসন করে তবে তারা সমস্ত গুণাবলী দ্বারা পূর্ণ বলে, তাদের সর্বগুণ সম্পন্ন এবং বিশ্বের মালিক বলা হয়। কেননা ঐ সময় আর কোনো রাজ্য থাকে না। এখন বাচ্চারা বুঝেছে — তারা বিশ্বের মালিক কিভাবে হয়েছে। আমরা এখন দেবতা হয়ে উঠছি সুতরাং কীভাবে আমরা (মায়া) তাদের কাছে নতজানু হতে পারি ? তোমরা এখন নলেজফুল হয়ে গেছ , যাদের নলেজ নেই তারাই মাথা নত করতে থাকে। তোমরা এখন সবার সম্পর্কে জেনেছ। সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পার কোন চিত্রটা ঠিক এবং কোনটা ভুল। রাবণ রাজ্য সম্পর্কেও বুঝিয়ে থাকো । এটা রাবণ রাজ্য এবং এতে আগুন লাগার কথা। খড়ে আগুন লাগতে হবে। সমগ্র বিশ্বকে বলা হয় খড়ের গাদা । শব্দ যা বলা হয় সে বিষয়েই বোঝান হয়। ভক্তি মার্গে অনেক চিত্র তৈরি করেছে। বাস্তুবে পূজা হয় শিববাবার, তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের । ত্রিমূর্তি যা তৈরি করেছে ঠিক। তারপর এই লক্ষ্মী-নারায়ণ । ত্রিমূর্তির মধ্যে ব্রহ্মা-সরস্বতীও আসে। ভক্তি মার্গে কত চিত্র তৈরি করে, হনুমানেরও পূজা করে।

তোমরা মহাবীর হয়ে উঠছ তাইনা। মন্দিরেও কাউকে হাতির উপর সওয়ার, কাউকে ঘোড়ার উপর সওয়ার দেখানো হয়েছে। এমন সওয়ারি হয় না। বাবা বলেন মহারথী অর্থাৎ যিনি হাতিতে চড়ে সওয়ার করেন । ওরাই সেটা হাতির উপর সওয়ারি চিত্র তৈরি করেছে। কুমির কিভাবে হাতিটাকে খেয়েছিল তার অর্থও বাবা তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। বাবা বুঝিয়েছেন যে মহারথীকেও কখনও-কখনও মায়া রূপী গ্রহ গ্রাস করে নেয়। তোমরা এখন জ্ঞান বুঝতে পেরেছ। ভালো -ভালো মহারথীদেরও মায়া গ্রাস করে নেয়। এটা হলো জ্ঞানের কথা, যার বর্ণনা আর কেউ করতে পারবে না। বাবা বলেন নির্বিকারী হতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে । কল্পে-কল্পে বাবা বলে আসছেন — কাম হলো মহাশত্রু, এর উপরেই পরিশ্রম করতে হবে, আর এর উপরেই তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করে থাক। প্রজাপিতার সন্তান তোমরা সুতরাং ভাই-বোন। বাস্তুবে তোমরা হলে আত্মা। আত্মা, আত্মার সাথে কথা বলে। আত্মাই কান দিয়ে শোনে , এটাই মনে রাখতে হবে। আমরা আত্মাকে শোনাই দেহকে নয় । দৃষ্টি আত্মার প্রতি থাকা উচিত। আমি আত্মা ভাইকে শোনাচ্ছি। বলছি ভাই শুনছ ? উত্তরে বলে হ্যাঁ, আমি আত্মা শুনছি। বিকানিরে এক বাচ্চা ছিল যে সবসময় আত্মা-আত্মা লিখত। আমার আত্মা এই শরীর দ্বারা লিখছে, আমি আত্মার মধ্যে এই বিচার চলছে, আমার আত্মা এটা করছে । এমন আত্ম-অভিমানী হওয়া মেহনতের বিষয় তাইনা। আমার আত্মা নমস্কার জানাচ্ছে। যেমন বাবা বলেন — আত্মিক বাচ্চারা, সুতরাং ব্রহ্মকুটির দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। আত্মাই শোনে, আত্মাকেই শোনাই। তোমাদের দৃষ্টিও আত্মার প্রতি থাকা উচিত। আত্মা ব্রহ্মকুটির মাঝখানে বিরাজ করে। শরীরের দিকে দৃষ্টি দিলে তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। আত্মার সাথে কথা বলতে হবে, আত্মাকে দেখতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ কর । আত্মা জানে-বাবাও এখানে ব্রহ্মকুটির মাঝখানে বসে আছেন। তাঁকে আমরা নমস্কার জানাই। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে যে আমরা আত্মা, আত্মাই শোনে। এই জ্ঞান আগে ছিল না। এই শরীর পেয়েছি ভূমিকা পালন করার জন্য সেইজন্যই শরীরের নামকরণ করা হয়। এই সময় তোমাদের দেহী-অভিমানী হয়ে ফিরে যেতে হবে। শরীরের নাম রাখা হয় ভূমিকা পালন করার জন্য। নাম ছাড়া তো কাজ-কারবার কিছুই করতে পারবে না। সত্যযুগেও কাজ-কারবার চলবে কিন্তু তোমরা সতোপ্রধান হওয়ার কারণে কোনো বিকর্ম হবে না। এমন কোনও কাজ তোমরা করবে না যাতে বিকর্ম হয়। সেখানে মায়ার রাজ্যই নেই। বাবা বলছেন-আত্মারা তোমাদের ফিরে যেতে হবে। এই শরীর তো পুরানো হয়ে গেছে এরপর যাবে সত্যযুগ-ত্রৈতায়। ওখানে জ্ঞানের কোনও প্রয়োজন নেই। এখানে কেন তোমাদের জ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে ? কেননা তোমরা সবাই দুর্গতিতে আছ। কর্ম তো ওখানেও

করতে হবে কিন্তু সেসবই অকর্ম। বাবা বলেন-তোমাদের হাত কাজ করবে কিন্তু স্মরণ যেন বাবার প্রতি থাকে। সত্যযুগে তোমরা পবিত্র সেইজন্য তোমাদের কাজ-কারবারও সব পবিত্র হয়। রাবণ রাজ্য তমোপ্রধান হওয়ার কারণে তোমাদের কাজকর্মও মিথ্যা হয়ে যায়, সেইজন্যই মানুষ তীর্থযাত্রা ইত্যাদিতে যায়। সত্যযুগে কোনও পাপ কর্ম করে না যে তীর্থে যেতে হবে। ওখানে তোমরা যে কাজই কর সত্যের আধারে কর। তোমরা সত্যের বরদান প্রাপ্ত করেছ,বিকারের কোনও প্রশ্নই নেই। কাজ-কারবার করতে মিথ্যার প্রয়োজনই পড়ে না। এখানে তো লোভের বশীভূত হয়ে মানুষ চুরি করে, প্রতারণা করে। ওখানে এসব কিছুই হয়না। ড্রামা অনুসারে তোমরা এমনই ফুল হয়ে ওঠো। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া আর এটা বিকারগ্রস্ত দুনিয়া। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ খেলা আছে। এই সময়ই পবিত্র হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। যোগাবল দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো, যোগবলই হলো প্রধান। বাবা বলেন ভক্তি মার্গে যন্ত, তপ ইত্যাদি করে কেউ-ই আমাকে পেতে পারে না।

সত্যো-রজো-তমোর মধ্য দিয়ে সবাইকেই যেতে হবে। জ্ঞান অতি সহজ এবং রমণীয়, কিন্তু পরিশ্রম আছে। এই যোগেরই মহিমা আছে যার দ্বারা তোমাদের সত্যোপ্রধান হতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সত্যোপ্রধান হওয়ার পথও বাবা বলে দেন। আর কেউ এই জ্ঞান দিতে পারে না। যতই কেউ চাঁদে যাক, জলের মধ্য দিয়ে যাক, সেটা কিন্তু কোনো রাজযোগ নয়, নর থেকে নারায়ণ হতে পারে না। তোমরা জেনেছ আমরাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম আবারও হতে চলেছি। স্মৃতি ফিরে এসেছে। বাবা কল্প পূর্বেও এসব বুঝিয়েছিলেন। বাবা বলেন যার মধ্যে নিশ্চয়তা থাকবে সেই বিজয়ী হবে। নিশ্চয় (বিশ্বাস) যার থাকবে না সে শুনতে আসবে না। নিশ্চয় বুদ্ধি থেকে কখনও-কখনও সংশয় বুদ্ধিও হয়ে যায়। অনেক ভালো-ভালো মহারথীও সংশয়াতীত হয়ে পড়ে। মায়ার সামান্য তুফান এলেই দেহ-অভিমান এসে যায়। বাপদাদা দু'জনেই কন্সাইন্ড, তাইনা। শিববাবা তোমাদের জ্ঞান প্রদান করেন তারপর চলে যান বা কি হয় ? কে জানে। বাবাকে কি জিজ্ঞেস করা উচিত যে তুমি এখানে থাকো নাকি চলে যাও ? বাবাকে তো এটা জিজ্ঞাসা করতে পারোনা তাইনা। বাবা বলেন আমি তোমাদের পতিত থেকে পাবন হওয়ার রাস্তা বলে দিই। আমি আসি এবং চলে যাই আমাকে অনেক কাজ করতে হয়। আমি বাচ্চাদের কাছে আসি তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে থাকি। এতে সংশয়ের কোনও প্রশ্নই নেই। নিজেদের কাজ হলো বাবাকে স্মরণ করা, সংশয় এলেই পড়ে যাবে। মায়া এসে সজোরে চড় কষিয়ে দেবে। বাবা বলেন আমি অনেক জন্মের অস্তিমেরও অস্তিম এসে এর (ব্রহ্মা) শরীরে প্রবেশ করি।

বাচ্চাদের এই দূঢ় বিশ্বাস আছে যে পূর্বের মতোই বাবা আমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন, যা আর কেউ দিতে পারে না। দূঢ় বিশ্বাস থাকার পরেও অনেকেই নিচে পড়ে যায়, বাবা এটা জানেন। পবিত্র হওয়ার জন্য বাবা তোমাদের বলেন মামেকম্ স্মরণ করো, অন্য কোনও ব্যাপারে যেও না। তোমরা এখানে এমনই সব কথা বল যে, বোঝা যায় পাচ্চা নিশ্চয় হয়নি। প্রথমে একটা বিষয় বোঝো যার দ্বারা তোমাদের পাপ বিনাশ হবে, নিরর্থক কথা বলার কোনো দরকার নেই। বাবার স্মরণ দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে তবে আর অন্য বিষয়ে কেন যাও ? দেখ যদি কেউ প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে মুষড়ে পড়ে তবে তাকে বল যে এইসব বিষয় ছেড়ে শুধু এক বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ কর। সংশয়ের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দিলে কল্যাণ কিছু হবে না। নাড়ি দেখে বোঝাতে হবে। সংশয় থাকলে একটা পয়েন্টের উপরেই যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে। বাচ্চাদের প্রথমে দূঢ় নিশ্চয় হতে হবে — বাবা এসেছেন, আমাদের পবিত্র করে তুলছেন। খুশি থাকে না!পড়াশোনা না করলে পাশ করতে পারবে না, খুশি কিভাবে আসবে। স্কুলে ওরা তো একইরকম পড়ে ,কিন্তু কেউ পড়াশোনা করে লক্ষ টাকা উপার্জন করে ,কেউবা ৫-১০ টাকা রোজগার করে। তোমাদের এইম অবজেক্টই হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়া। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে যাচ্ছ। দেবতাদের রাজধানী কত বড়, সেখানে উচ্চ পদ পাওয়া পড়াশোনা আর ক্রিয়াকলাপের উপরেই নির্ভর করে। তোমাদের ক্রিয়াকলাপ খুব ভালো হওয়া উচিত। বাবা (ব্রহ্মা বাবা) নিজের জন্যও

বলেন — এখনও কর্মাকীত অবস্থা হয়নি। আমাকেও সম্পূর্ণ হতে হবে, এখনও হইনি। জ্ঞান তো অতি সহজ। বাবাকে স্মরণ করাও অতি সহজ কিন্তু স্মরণ করব তবেই না ! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা ঔঁনার আম্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কোনও বিষয়ে সংশয় বুদ্ধি হয়ে, পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। পবিত্র হওয়ার জন্য এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, অন্য কোনও ব্যাপারে যাওয়া উচিত নয়।

২) শরীরের প্রতি দৃষ্টি গেলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, সেইজন্য ক্রকুটির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, আম্মা মনে করে, আম্মার সাথে কথা বলতে হবে। আম্মা-অভিমানী হতে হবে। নির্ভীক হয়ে সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- দূঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা দুর্বলতা রূপী কলিযুগের পর্বতকে সমাপ্তকারী সমর্থী স্বরূপ ভব হতাশ হওয়া, কোনও সংস্কার বা পরিস্থিতির বশীভূত হওয়া, ব্যক্তি বা বৈভবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া- এইসব দুর্বলতাকে কলিযুগের পর্বতের দূঢ় সঙ্কল্পের আঙুল দিয়ে সদাকালের জন্য সমাপ্ত কর অর্থাৎ বিজয়ী হও। বিজয় আম্মাদের গলার মালা — সবসময় এই স্মৃতি দ্বারা সমর্থ স্বরূপ হও। এটাই হল স্নেহের রিটার্ন। যেমন সাকার বাবা স্থিতির (স্ব-স্থিতি) স্তম্ভ হয়ে দেখিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই বাবাকে ফলো করে সর্বগুণের স্তম্ভ হয়ে ওঠো।

স্লোগানঃ- সুযোগ সুবিধার উপকরণ গুলি (সাধন) হলো সেবার জন্য, বিলাসিতা বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয় ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই হল তোমাদের ঈশ্বরীয় মিশন, তোমরা সবাইকে ঈশ্বরের আপন করে তাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি করিয়ে দাও”

*প্রশ্নঃ - কর্মেন্দ্রিয় গুলির চঞ্চল ভাব কখন সমাপ্ত হবে ?

*উত্তরঃ - যখন তোমাদের আত্মিক স্থিতি সিলভার এজ অর্থাৎ রৌপ্যযুগী বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ যখন আত্মা ত্রেতাযুগের সতো স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন কর্মেন্দ্রিয় গুলির চঞ্চলভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন তোমাদের হল রিটার্ন জার্নি, তাই কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে বশে রাখতে হবে। লুকিয়ে এমন কোনো কাজ করবে না যার দ্বারা আত্মা পতিত হয়ে যায়। অবিনাশী সার্জেন তোমাদের যা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন, সেই মতন চলতে থাকো।

*গীতঃ- নিজের চেহারাকে দেখেনে রে প্রাণী (আত্মা), মন রূপী দর্শনে....

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মিক পিতা বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা, শুধুমাত্র তোমাদের নয়, যারা আত্মা রূপী বাচ্চারা প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখবংশীরা আছে, তারা সবাই জানে। আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদেরকেই বাবা বোঝান। প্রথমে তোমরা শূদ্র ছিলে পরে এসে ব্রাহ্মণ হয়েছো। বাবা বর্ণের হিসেবও বুঝিয়ে দিয়েছেন। দুনিয়ায় বর্ণ বিষয়টি মানুষ বোঝে না। শুধু গায়ন আছে। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ বর্ণের পরে দেবতা বর্ণের হবে। ভেবে দেখো যে, এই কথাটি কি সঠিক ? জাজ ইওর-সেল্ফ অর্থাৎ নিজেই নির্ণয় করো। আমার কথা শোনো এবং তুলনা করো। শাস্ত্র যা জন্ম-জন্মান্তর শুনছে এবং জ্ঞান সাগর বাবা যা বোঝান সেসব তুলনা করো - কোনটা সঠিক ? ব্রাহ্মণ ধর্ম অথবা কুল বা বংশ একেবারেই ভুলে গেছে। তোমাদের কাছে বিরাট রূপের চিত্র সঠিক বানানো হয়েছে, এই বিষয়টি বোঝানো হয়। যদিও অসংখ্য ভূজধারী যে চিত্রটি বানানো হয়েছে এবং দেবীদের অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে, সেসবই হল ভুল। এই হল ভক্তি মার্গের চিত্র। এই চোখ দিয়ে সব দেখছে কিন্তু কিছু বোঝে না। কারো অক্যুপেশনের কথা জানা নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা নিজের আত্মার বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো। আর ৮৪ জন্মের কথাও জানা নেই। যেমন বাবা তোমাদের বোঝান, অন্যদেরকে গিয়ে তোমাদেরই বোঝাতে হবে। শিববাবা তো সবার কাছে যাবেন না। বাবার সাহায্যকারী নিশ্চয়ই চাই, তাইনা, তোমাদের হল ঈশ্বরীয় মিশন। তোমরা সবাইকে ঈশ্বরের আপন করে দাও। তোমরা তাদের বোঝাও যে তিনি হলেন আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের অসীম জগতের পিতা। তাঁর কাছে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। যেমন লৌকিক পিতাকে স্মরণ করো, তার চেয়ে বেশি পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করতে হয়। লৌকিক পিতা তো অল্পকালের জন্য সুখ প্রদান করেন। অসীমের পিতা অসীমের সুখ দেন। এই জ্ঞান আত্মাদের এই সময়েই প্রাপ্ত হয়। এখন তোমরা জানো তিনজন পিতা আছেন। লৌকিক, পারলৌকিক এবং অলৌকিক। অসীম জগতের পিতা (শিববাবা) অলৌকিক পিতা (ব্রহ্মা বাবা) দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। এই পিতার কথা কেউ জানে না। ব্রহ্মার বায়োগ্রাফি কারো জানা নেই। তার অক্যুপেশনও জানা উচিত, তাইনা। শিবের, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করে কিন্তু ব্রহ্মার মহিমা কোথায় হয় ? নিরাকার পিতার নিশ্চয়ই জ্ঞান-অমৃত প্রদান করার জন্য মুখ চাই, তাইনা। ভক্তিমার্গে বাবাকে যথার্থ রীতিতে কেউ স্মরণ করতে পারেনা। এখন তোমরা জানো, তোমরা বুঝেছো এই হল শিববাবার রথ। রথেরও তো শৃঙ্গার করা হয়। যেমন মহিম্মদের ঘোড়া সাজানো হয়। তোমরা বাচ্চারা কত সহজ করে মানুষকে বোঝাও। তোমরা তো তাদের প্রশংসাই করে থাকো। তোমরা বলো, তোমরা দেবতা ছিলে, পরে ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছো। এখন পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে, তো তার জন্য যোগ চাই। কিন্তু অনেকের এই কথা বুঝতে খুব কঠিন অনুভব হয়।

বুঝে গেলে তো খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। যে বোঝাবে তার খুশীর অনুভূতির পারদ আরও উর্ধ্ব থাকবে। অসীম জগতের পিতার পরিচয় দেওয়া কোনও কম কথা নয়। তারা বুঝতে পারে না। বলে এ কীভাবে সম্ভব ? অসীম জগতের পিতার জীবন কাহিনী শোনানো হয়।

এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, পবিত্র হও। তোমরা আহবান করেছিলে, পতিত-পাবন এসো। গীতায়ও "মন্মনাভব" শব্দটি লেখা আছে কিন্তু কেউ বোঝাতে পারে না। বাবা আত্মার জ্ঞানও খুব স্পষ্ট করে বোঝান। এই কথাগুলি কোনও শাস্ত্রে নেই। যদিও বলে আত্মা হল বিন্দু, ভ্রুকুটির মাঝখানে স্টার রূপে অবস্থিত। কিন্তু যথার্থ রীতিতে কারো বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। সেটাও জানতে হবে। কলিযুগে সবই হল আনরাইটিয়াস। সত্যযুগে সবই হয় রাইটিয়াস। ভক্তি মার্গে মানুষ বোঝে - সেই সব পথ হল ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ। তাই তোমরা প্রথমে ফর্মে লেখাও - এখানে কেন এসেছো ? এর উত্তরেও তোমাদের অসীম জগতের পিতার পরিচয় দিতে হবে। তোমরা জিজ্ঞাসা করো আত্মার পিতা কে ? সর্বব্যাপী বললে কোনও অর্থ থাকে না। সবার পিতা কে ? এটাই হল মুখ্য কথা। তোমরা নিজের নিজের বাড়িতে বসেও বোঝাতে পারো। দুই একটি মুখ্য চিত্র - সিঁড়ি, ত্রিমূর্তি, কল্পবৃক্ষ এই চিত্র গুলি থাকা খুব জরুরী। কল্পবৃক্ষের চিত্র দ্বারা সব ধর্মের মানুষ বুঝতে পারবে যে আমাদের ধর্ম কবে শুরু হয়েছিল ! আমরা সেই হিসাবে স্বর্গে যেতে পারবো ? যারা পরে আসবে তারা তো স্বর্গে যেতে পারবে না। কিন্তু শান্তিধামে যেতে পারবে। কল্পবৃক্ষের চিত্র দ্বারা অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়। যে-যে ধর্ম গুলি পরে আসে তাদের আত্মা অবশ্যই উপরে গিয়ে বিরাজিত থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ফাউন্ডেশন বসানো হয়। বাবা বলেন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের চারা তো রোপণ হচ্ছে তার থেকে তোমাদের এই বৃক্ষটিকে বড় করতে হবে, পাতাবিহীন বৃক্ষ তো হয় না, তাই বাবা পুরুষার্থ করান - নিজ সম তৈরি করতে। অন্য ধর্মের বৃদ্ধি করতে হয় না। তারা তো উপর থেকে নীচে এসে, ফাউন্ডেশন লাগায়। অন্য আত্মারা পরে উপর থেকে আসতে থাকে। তোমরা এই বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য এই প্রদর্শনী ইত্যাদি করাও। এই বৃক্ষে ছোট ছোট পাতা বের হয়, সেই পাতা ঝড়ে পড়ে যায়, নিস্বেজ হয়ে যায়। এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। এতে লড়াই ইত্যাদির কোনও কথা নেই। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করা ও করানো। তোমরা সবাইকে বলো অন্য সব রচনা গুলি ত্যাগ করো। রচনা দ্বারা কখনও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। রচয়িতা পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। অন্য কারো স্মরণ যেন না আসে। বাবার আপন হয়ে, জ্ঞানে এসে কেউ যদি কুকর্ম করে তাহলে সেই কর্মের ভার বৃদ্ধি পায়। বাবা পবিত্র করতে আসেন তা সত্ত্বেও কুকর্ম করলে আরও পতিত হয়ে যায় তাই বাবা বলেন এমন কোনও কাজ করবে না যাতে ক্ষতি হয়। বাবার অপমান হয় তাইনা। এমন কোনো কর্ম করবে না যাতে বিকর্ম বেশি হয়। নিষেধাজ্ঞা পালন করতে হবে। ঔষধপত্র সেবন করার সময়েও অনেক কিছু পরিহার্য করতে বলা থাকে। যখন ডাক্তার বলে টক জাতীয় খাবার খাওয়া নিষেধ তখন পালন তো করা উচিত। কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে বশ করতে হয়। যদি লুকিয়ে থাকে তাহলে ওষুধের প্রভাব পড়বে না। একেই বলা হয় আসক্তি। বাবাও শিক্ষা দেন - এমন কর্ম করবে না। তিনি হলেন সার্জেন তাইনা। অনেকে লেখে বাবা মনে বিভিন্ন রকমের সঙ্কল্প আসে। সত্যক থাকবে। খারাপ স্বপ্ন, মনে কু সঙ্কল্প অনেক আসবে, এইসব ভয় পাবে না, সত্যযুগ-ত্রৈতায় এইসব কথা থাকে না। তোমরা যত এগিয়ে যাবে কাছে যেতে থাকবে, রৌপ্যযুগী বুদ্ধিসম্পন্ন যুগে পৌঁছে যাবে তখন কর্মেন্দ্রিয় গুলি শান্ত হয়ে যাবে। কর্মেন্দ্রিয় গুলি বশে থাকবে। সত্যযুগ - ত্রৈতায় বশে ছিল তাইনা। যখন ত্রৈতা যুগের অবস্থায় পৌঁছাবে তখন বশ হবে। তারপরে যখন সত্যযুগের অবস্থায় আসবে তখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে সেই অবস্থায় সর্ব কর্মেন্দ্রিয়গুলি বশে থাকবে। কর্মেন্দ্রিয় তো বশে ছিল তাইনা। নতুন কথা নয়। আত্মা আজ কর্মেন্দ্রিয় গুলির অধীনে স্থিত, পুরুষার্থ করে আগামীকাল কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে বশ করে রাখবে। আত্মা তো ৮৪ জন্মে নীচে নেমেছে। এখন রিটার্ন জার্নি, সবাইকে সতোপ্রধান অবস্থায় যেতে হবে। নিজের চার্ট দেখতে হবে - আমরা কত পাপ করেছি, কত পুণ্য করেছি। বাবাকে স্মরণ করতে করতে লৌহযুগী বুদ্ধিসম্পন্ন যুগ থেকে রৌপ্যযুগী বুদ্ধিসম্পন্ন যুগ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তখন কর্মেন্দ্রিয় গুলি বশে থাকবে। তখন তোমরা অনুভব

করবে - এখন আর কোনও ঝড় আসেনা। সেই অবস্থাও আসবে। তারপরে স্বর্ণযুগী বুদ্ধিসম্পন্ন যুগে চলে যাবে। পরিশ্রম করে পবিত্র হলে খুশীর পারদও উর্ধ্ব থাকবে। যারা আসে তাদেরকে বোঝাতে হবে - কীভাবে তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো ? যারা ৮৪ জন্ম নিয়েছে, তারা ই বুঝবে। তারা বলবে এবারে এক বাবাকে স্মরণ করে মালিক হতে হবে। ৮৪ জন্ম না বুঝলে রাজত্বের মালিক হওয়ার অনুভবও হয়তো থাকবে না। আমরা তো সাহস প্রদান করি, ভালো কথা বলি। তোমরা নীচে নেমেছো। যারা ৮৪ জন্ম নিয়েছে তাদের অবিলম্বে স্মৃতিতে আসবে। বাবা বলেন তোমরা শান্তিধামে তো পবিত্র ছিলে তাইনা। এখন পুনরায় তোমাদের শান্তিধাম, সুখধামে যাওয়ার পথ বলছি। অন্য কেউ পথ বলতে পারে না। শান্তিধামেও পবিত্র আত্মারাই যেতে পারবে। যত খাদ বেরতে থাকবে ততই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে, যে যতখানি পুরুষার্থ করতে পারে। প্রত্যেকের পুরুষার্থকে তো তোমরা দেখছো, বাবাও খুব সাহায্য করেন। ইনি তো প্রবীণ সন্তান। প্রত্যেকের নাড়ি দেখে বুঝতে পারো তাইনা। যারা প্রবীণ হবে তারা তো বুঝতে পারবে। অসীম জগতের পিতা, তাঁর কাছে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। প্রাপ্ত হয়েছিল, যা এখন নেই, পুনরায় প্রাপ্ত হচ্ছে। মুখ্য লক্ষ্য টি সামনেই আছে। বাবা যখন স্বর্গের স্থাপনা করেছিলেন, তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। পরে ৮৪ জন্ম নিয়ে নীচে নেমে এসেছো। বর্তমানে হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। হিস্তি তো নিশ্চয়ই রিপটি হবে তাইনা। তোমরা সম্পূর্ণ ৮৪-র হিসেব বলে দাও। যত জন বুঝবে বৃষ্টি তত পাতায় ভরে যাবে। তোমরাও তো অনেককে নিজ সম তৈরি করো। তোমরা বলবে আমরা এসেছি - সারা বিশ্বকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে। বাবা বলেন আমি সবাইকে রাবণের হাত থেকে মুক্তি দিতে আসি। তোমরা বাচ্চারাও বুঝেছো বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরাও জ্ঞান প্রাপ্ত করে মাস্টার জ্ঞানের সাগর হও তাইনা। জ্ঞান আলাদা, ভক্তিও আলাদা। তোমরা জানো ভারতের প্রাচীন রাজযোগ স্বয়ং বাবা শেখান। কোনও মানুষ শেখাতে পারে না। কিন্তু এই কথাটি সবাইকে বলবে কীভাবে ? এখানে তো অসুরদের বিঘ্ন অনেক। আগে তোমরা ভাবতে হয়তো কেউ আবর্জনা ঢেলে দেয়। এখন বুঝেছো এই বিঘ্ন কীভাবে সৃষ্টি হয়। নাথিং নিউ। কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ চক্র আবর্তিত হয়। বাবা আমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছেন, বাবা আমাদের লাইট হাউসের টাইটেলও দিচ্ছেন। একটি চোখে মুক্তিধাম, অন্য চোখে জীবন-মুক্তিধাম। তোমাদেরকে শান্তিধামে গিয়ে তারপরে সুখধামে আসতে হবে। এইটি হল দুঃখধাম। বাবা বলেন এই চোখ দিয়ে যা কিছু তোমরা দেখছো, সেসব ভুলে যাও। নিজের শান্তিধামকে স্মরণ করো। আত্মার নিজ পিতাকে স্মরণ করতে হবে, একেই অব্যভিচারী যোগ বলা হয়। জ্ঞানও একের কাছে শুনতে হবে। ওই হল অব্যভিচারী জ্ঞান। স্মরণও একমাত্র বাবাকেই করো। আমার এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। যতক্ষণ নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করবে না ততক্ষণ একের স্মরণে থাকতে পারবে না। আত্মা বলে আমি একমাত্র বাবার আপন হবো। আমাকে বাবার কাছে যেতে হবে। এই পুরানো জর্জরিত শরীরের প্রতি কোনও মোহ রাখবে না। এই হল জ্ঞানের কথা। এমন নয় যে এই শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ করবে না। অন্তরে বুঝতে হবে - এই হল পুরানো থোলস, এই থোলস তো এখন ত্যাগ করতে হবে। তোমাদের হল অসীম জগতের সন্ধ্যাস। তারা তো জপলে চলে যায়। তোমাদের তো ঘরে থেকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণে থেকে তোমরাও শরীর ত্যাগ করতে পারো। যেখানেই থাকো বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণে থাকবে, স্বদর্শন চক্রধারী হবে তাহলে তো যেখানেই থাকো তোমরা উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। যত ইন্ডিভিজুয়াল পরিশ্রম করবে ততই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। ঘরে থেকেও স্মরণের যাত্রা করতে হবে। এখন ফাইনাল রেজাল্ট আসতে আর একটু সময় আছে। তখন নতুন দুনিয়াও তো রেডি থাকা চাই তাইনা। এখনই কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে তো সূক্ষ্মবতনে থাকতে হবে। সূক্ষ্মবতনে থেকে তারপরে জন্ম নিতে হয়। ভবিষ্যতে তোমাদের সবকিছু সাক্ষাৎকার হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।

আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এক বাবার কথা শুনতে হবে। একের অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে। এই শরীরের রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে, কিন্তু মোহ রাখবে না।

২) বাবা যে নিষেধাজ্ঞা গুলি বলে দিয়েছেন সেসব পুরোপুরি পালন করতে হবে। এমন কোনো কর্ম করবে না যাতে বাবার অসম্মান হয়, পাপ কর্মের খাতা বাড়ে। নিজের ক্ষতি করবে না।

বরদানঃ- নিজের বিশাল বুদ্ধিরূপী সিন্দুক দ্বারা জ্ঞান রঞ্জের দান করতে সক্ষম মহাদানী ভব বুদ্ধি হল সর্ব কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে শিরোমণি, এমনই বলা হয় । যারা বিশাল বুদ্ধির হয় অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি শক্তিশালী (সমর্থ) হয়, তাদের ললাটে সদা উজ্জ্বল আলোর ছটা দেখতে পাওয়া যায়। কারণ বুদ্ধি রূপী সিন্দুকটি সম্পূর্ণ জ্ঞানে ভরপুর থাকে। তারা নিজের বুদ্ধি রূপী সিন্দুক থেকে জ্ঞান রঞ্জের দান করে মহাদানী হয়ে যায়। তোমরা বুদ্ধিকে সদা জ্ঞান রূপী ভোজন দিতে থাকো, বুদ্ধি যদি জ্ঞান শক্তিতে ভরপুর থাকে তাহলে প্রকৃতিকেও যোগবলের দ্বারা ঠিক করে নেয়। সর্বোত্তম বুদ্ধির অধিকারী সর্বোত্তম জ্ঞানের দ্বারা সর্বোত্তম উপার্জন করে বৈকুণ্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত করে নেয়।

স্লোগানঃ- শক্তি স্বরূপ স্থিতির অনুভব করতে হলে সংকল্পের গতিকে ধীর গতির বানাও।